নিগ্রো জাতির নূতন জীবন

ভূপর্যটক

শ্রীরামনাথ বিশ্বাস

ডি, এম, লাইব্রেরী

৪২, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

প্রকাশক
শ্রীগোপাল দাস মজুমদার
ডি, এম, লাইব্রেরী
৪২, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

প্রথম সংস্করণ
১৩৫৬, আশ্বিন

মূল্য—২॥০

মুদ্রাকর—সুবোধচন্দ্র মণ্ডল
কল্পনা প্রেস
১১বি, বিদ্যাসাগর ষ্ট্রীট, কলিকাতা

উৎসর্গ

"নিগ্রো জাতির নূতন জীবন" পুস্তকখানি আমার কাকিমা শ্রীযুক্তা সৌদামিনী দেবীর শ্রীচরণে অর্পণ করলাম।

ইতি—

গ্রন্থকার

আমার নিবেদন

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হবার পূর্বে আফ্রিকাতে ক্রমাগত আঠার মাস ভ্রমণ করে অনেকগুলি দেশ দেখেছিলাম, দক্ষিণ রডেসিয়া তার অন্যতম। দক্ষিণ রডেসিয়াতে ভারতবাসীর সংখ্যা ইউরোপীয়ানদের সমান। তবুও সেদেশে ইণ্ডিয়ান মাইনরিটি।

দক্ষিণ রডেসিয়াতে ভিক্টোরিয়া ফল্‌স্‌ এবং জাম্বাবী ধ্বংসস্তূপ বিশ্ববিখ্যাত। এই দুটি দেখার পর জীবন সার্থক হয়েছে মনে করেছিলাম। যেদিন দক্ষিণ রডেসিয়া হতে বিদায় নেই, সেদিন মনে হয়েছিল দেশবাসীকে দক্ষিণ রডেসিয়ার সকল কথা বিশেষভাবে জানাব এবং ব'লব পৃথিবীতে যদি স্বর্গরাজ্য থাকে তবে দক্ষিণ রডেসিয়া। ভূস্বর্গ কাশ্মীর তার কাছে কিছুই নয়। কিন্তু এখনও আমাদের দেশের লোকের কাছে ভ্রমণ কাহিনী শিশুপাঠ্য। জাম্বাবী ধ্বংসস্তূপের প্রতি আমাদের দেশের শিশুদের মনাকর্ষণ করবে কিনা জানি না। বর্তমান যতই অন্ধকারাচ্ছন্ন হউক ভবিষ্যৎ আমাদের উজ্জ্বল, সেজন্যই বুক বেঁধে বলছি 'নিগ্রো জাতির নূতন জীবন' আদৃত হবেই।

গ্রন্থকার

দক্ষিণ রডেসিয়ার পথে

বৃষ্টির নাম গন্ধ নেই। সর্বত্রই বসন্ত বিরাজমান। শীষবৃক্ষ হতে আরম্ভ করে পাইন বৃক্ষ পর্য্যন্ত সর্বত্রই সবুজ রঙ্গে ঘেরা। নিগ্রো, ইউরোপীয়ান, ইণ্ডিয়ান এমন কি আরব এবং তুরুকদের মাঝেও বসন্তের মাধুর্য্য পরিলক্ষিত হচ্ছিল। আমার শরীর ছিল অবসাদগ্রস্থ জেসন্য আর পথে চলতে ইচ্ছা হচ্ছিল না। শরীর চাইছিল বিশ্রাম কিন্তু বিশ্রাম নিলে সময়ের অপব্যবহার করা হয়, শরীর রক্ষা করতে হলে বিশ্রামের দরকার সেজন্য বিশ্রাম নিতে বাধ্য হয়েছিলাম।

ন্যাসাল্যাণ্ডে পৌঁছার পর বিশ্রামের বেশ সুযোগ হয়েছিল, সেখানে শরীরটাকে শক্তিশালী করে নবউদ্যমে পর্তুগীজ পূর্বআফ্রিকার দিকে রওয়ানা হই। ইচ্ছাছিল পর্তুগীজ পূর্ব-আফ্রিকাও বেশ ভাল করেই দেখি কিন্তু ব্যরাতে (Beira) পৌঁছার পর বুঝতে পারলাম পর্তুগীজ পূর্ব-আফ্রিকা একদম অনাবাদী। নিগ্রোরা পর্য্যন্ত সেদেশে থাকতে পছন্দ করে না। পর্তুগীজরা চায় না তাদের দেশে ঘন বসতি হউক। ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ নাকি বলেছেন তাদের দেশ স্বর্ণখনিতে ভরপূর। পর্তুগিজরা সেজন্য ভয় পেত; কি জানি কোন বিদেশী, নিগ্রোদের সাহায্য নিয়ে স্বর্ণখনি আবিষ্কার করে ফেলে। মাটির নীচে সোনা আছে থাক সেখানে,

অন্যে এসে তা নেবে কেন? এই হল পর্তুগীজদের ইচ্ছা। সেজন্যই নানা রকমের টেক্স বসিয়ে মামুলী নিগ্রোদেরও নাজেহাল করতে একটুও সঙ্কোচ করত না।

ন্যাসাল্যাণ্ডের দক্ষিণ সীমান্ত হতে একটি রেলপথ ব্যরার দিকে গিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকার রেলপথের সংগে মিলিত হয়েছে। বাইসাইকেলে আগাগোড়া আফ্রিকা দেশটা ভ্রমণ করার ইচ্ছা অনেকদিন হতেই কমে গিয়েছিল সেজন্য রেলপথ পাওয়া মাত্র রেলভ্রমণের ইচ্ছা হল। কেন ইচ্ছা হল অন্ধকারের আফ্রিকাতে বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, সেজন্য এখানে পুণরাবৃত্তি করা হল না।

আফ্রিকার অন্তস্থল ন্যাসাল্যাণ্ডের সীমা পার হবার পর যখন পর্তুগীজ পূর্ব-আফ্রিকাতে প্রবেশ করলাম তখনই বুঝলাম এদেশের সরকারী কর্মচারী এবং রেলওয়ে কর্মচারীর মধ্যে একই নীতি বর্তমান। সকলেই আমাকে এড়িয়ে চলতে চায়, এমন কি কোন্ গুদাম হতে আমার সাইকেলটি নিতে হবে সে কথাটির সুস্পষ্ট উত্তর দিতে কেউ ইচ্ছুক নয়। এতে না ঘাবড়িয়ে গুদামে গুদামে হানা দিতে আরম্ভ করলাম। হঠাৎ পথের উপর দেখা হল এক জন তামিল ভদ্রলোকের সংগে। ভদ্রলোক একটু মদ্যপায়ী। সকাল বেলাতেই তার মুখে গোলাবী নেশার রক্তিমাভ চাকচিক্য ফুটে উঠছিল। আমাকে দেখামাত্রই তিনি এগিয়ে আসলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন "আপনি কি ইণ্ডিয়ান?"

হাঁ স্যার, আমি আপনাদেরই লোক। বোধহয় শুনেছেন একজন ইণ্ডিয়ান বাই-সাইকেলে পৃথিবী ভ্রমন করছে, আমিই সেই লোক।

সে সংবাদ আমি পেয়েছি এবং আপনাকে নেবার জন্যই এখানে এসেছি। আপনার সাইকেলটা নিয়ে আসি চলুন।

ভদ্রলোকের কথায় হাসলাম কিন্তু কিছুই বললাম না, তাঁর সংগে

একটি গুদামে গিয়ে দেখলাম্—আমার সাইকেলে মস্ত বড় একটা লেবেল আঁটা রয়েছে এবং অনেকেই একদৃষ্টে অবলোকন করছে। তাদের সাইকেল দেখার আগ্রহ এবং উৎসাহ দেখে বেশ আনন্দ হল কিন্তু অনিচ্ছায় শ্লেষ করে বললাম "আমিই সেই লোক, সাইকেল দেখে কি লাভ হবে আমাকেই দেখুন।"

পর্তুগীজ গুদাম ইন্‌চার্জ আমার আপাদমস্তক নীরিক্ষণ করে বললেন রেলগাড়ীতে না এসে যদি জংলী পথে আসতেন তবে অনেক কিছু দেখতে পেতেন।

অনেক কিছু দেখার প্রবৃত্তি আমার লোপ পেয়েছে। বৃটিশ পূর্ব আফ্রিকা এবং বেলজিয়াম কঙ্গোর কতক দেখে বুঝতে পেরেছিলাম অনেক কিছু দেখার মানে কি? সেজন্য গুদাম রক্ষককে বললাম—"যথেষ্ট হয়েছে আর না, এবার আফ্রিকা হতে বিদায় হতে পারলেই হল।

গুদাম রক্ষক কি ভেবে বললেন আর কিছু না দেখেন জাম্বাবী ধ্বংস স্তূপ দেখে যাবেন এবং লক্ষ্য রাখবেন তার চারদিকে যে সকল লোক বসবাস করে তাদের আকৃতি এবং প্রকৃতি কিরূপ।

ধন্যবাদ মশায়, অন্য সময় কথা বলব—এখন আমাকে যেতে দিন। কোথায় থাকব এখনও তার বন্দোবস্ত হয় নাই। থাকবার বন্দোবস্ত করার পর মাথা ঠিক হলে এসব কথা চিন্তা করতে পারব।

গুদাম রক্ষক মাদ্রাজী ভদ্রলোলের দিকে চাওয়া মাত্র তিনি বললেন পর্য্যটক মহাশয়কে নেবার জন্যই এসেছি। সাইকেলটা দিয়ে দিন। তামিল ভদ্রলোকের কথা শুনে পূর্বে সন্দেহ হয়েছিল, এবার ভালকরেই বুঝলাম—উনি একজন সরকারী লোক নতুবা আমার প্রতি এত দয়া হবে কেন? মনের কথা মনেই থাকল, কাউণ্টারের দিকে এগিয়ে গিয়ে

রসিদে নিজের নামটা লিখে দিয়ে সাইকেল খানা নিতে যাচ্ছি তখন গুদাম রক্ষক বললেন "বেঁচে থাকুন মশায়, আপনাদের জীবন স্বার্থক। আমরা এখানে বসেই বৎসরের পর বৎসর কাটাচ্ছি এবং নানা দেশের ছবি ও গল্প পড়েই অতৃপ্ত মনকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করছি, পৃথিবী দেখার সৌভাগ্য আমাদের কখনও হবেনা, আপনাদের মত লোককে দেখেই আমরা সুখী। গুদাম রক্ষকের কথার উত্তরে কয়েকটি মুখ রোচক কথা বলে বিদায় নিলাম।

মান্দ্রাজী ভদ্রলোকের নাম ও লসমন, পূর্বে ন্যাসাল্যাণ্ডে অন্য আর একজন লস্মনের কথা বলা হয়েছে। ষ্টেশন হতে বের হয়ে লসমন আমাকে তাঁর ঘরে যাবার পথ বলে দিলেন, পরিশেষে বললেন তিনি ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই ঘরে পৌঁছবেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই বুঝতে পারলাম তিনি কোথায় যাচ্ছেন এবং সে অনুযায়ী আমার কর্ম-পদ্ধতিও ঠিক করে ফেললাম। লস্মন শ্রেণীর লোককে আমার পক্ষে চেনা অতি সহজ হয়েছিল, একদিকে দেশপ্রেম অন্যদিকে সরকারী আদেশের তাবেদারী যারা করে তারা অনেক সময়ই ভাল হয়, কিন্তু এই শ্রেণীর লোকের যখনই অর্থাভাব হয় তখনই তারা তাদের নিকটস্থ আত্মীয়কে পুলিশের হাতে সমর্পন করে—সরকারের কাছ থেকে দুপয়সা অর্জন করতে কখনও কুণ্ঠাবোধ করে না। গুদাম রক্ষককে কিন্তু সেরূপ বলে মনে হয় নাই। একেবারে অন্যধরনের লোক তিনি প্রগতিশীল। ছাইয়ের নীচে সোণা পড়ে থাকলে প্রথমত ছাই দেখতে পাওয়া যায় কিন্তু একটু নাড়লেই সোণা বেরিয়ে আসে। গুদাম রক্ষকের সংগে পরে দেখা হয়েছিল এবং একটু নেড়েচেড়েই বুঝতে পেরেছিলাম তিনি খাঁটী সোনা।

ষ্টেশন হতে রওয়ানা হয়ে লস্মনের বাড়ীর দিকে চলার পথে ধান

ক্ষেতের উপর দিয়ে চলছিলাম। মাঠে কোথাও লোক নেই অথচ দেখলেই মনে হয়—এই কদিন হল ক্ষেত হতে ধান কেটে নেওয়া হয়েছে। সমুদ্রতীরের ধান ক্ষেত বড়ই সুন্দর। ধান ক্ষেতের আইল ধরে চলার সময় শুধুই মনে হচ্ছিল এদেশের এত বদনাম কেন? কেন লোকে আফ্রিকাকে এত হেয় চক্ষে দেখে? কোন লোক আফ্রিকাকে কালো আফ্রিকা বলে?

কতক্ষণ যাবার পর সামনেই দেখতে পেলাম গ্রাম। গ্রাম সুন্দর। গ্রামটি নানা জাতীয় বৃক্ষ এবং নারিকেল বৃক্ষে পরিশোভিত। প্রায় বৃক্ষই ফলন্ত। ফলন্ত গাছ দেখে বেশ আরাম বোধ করলাম। লস্মনের ঘরে যখন পৌঁছলাম তখন মনের পরিবর্ত্তন হল। মনে হল যেন নিজের দেশেরই কারো বাড়ীতে এসেছি। একটু বিশ্রাম নেবার পরই লস্মনের চাকর—যাকে 'আফ্রিকাতে বয় বলা হয় তিনি আমাকে স্নানাগার দেখিয়ে দিয়ে বললেন, এখানে স্নান করুন, আমি খাবার নিয়ে আসছি, অন্য রুমে বিছানা আছে। খাবার খেয়ে সেখানে বিশ্রাম করতে পারবেন।

লস্মনের চাকরকে "আপনি" বলেছি তার কারণ আছে, চাকরটি শিক্ষিত, আমাদের দেশের বি, এ পাশের মত পণ্ডিত। তিনি ইংলিশে লিখতে পারতেন এবং পর্তুগীজ ভাষায় অনর্গল কথা বলতে পারতেন, এমন লোককে তুমি বলা ভদ্রলোকের পক্ষে সম্ভব নয়।

বয় খাবার নিয়ে আসার পর স্নান করে খেয়ে নিলাম, তারপর কিছু সময় বিশ্রাম করার পর পাশের বাড়ীর বাসিন্দাদের সংগে পরিচিত হবার জন্য নিকটস্থ ঘরের দরজার কাছে দাঁড়ালাম। আমি কি চাই জানবার জন্য একজন ভদ্রলোক বেরিয়ে এলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন "কি চাই?"

বললাম পরিচিত হতে এসেছি। এদেশে আমি নূতন লোক, পেশা

পর্য্যটন, সেজন্যই অন্যের সংগে পরিচিত হতে এত আগ্রহ। ভদ্রলোক আমার কথা শুনে অবাক হলেন এবং আমার দিকে চেয়ে থাকলেন।

কতক্ষণ পর তিনি বললেন "বেশ ভাল কথা, বলুন আপনি কি জানতে চান?"

ভাবছিলাম গৃহস্বামী আমাকে তার ঘরে গিয়ে বসতে বলবেন কিন্তু তিনি তা করলেন না। দাঁড়িয়েই আমার সংগে বাক্যালাপ শেষ করতে চাইলেন। গৃহস্বামীর হাবভাব দেখে মনে হল আমাকে ঘরের ভেতর নিয়ে যেতে অনিচ্ছুক সেজন্য তার দিকে আরও ভাল করে তাকিয়ে দেখলাম লোকটি খাঁটী ইউরোপীয়ান কি-না? আমার চোখে লোকটিকে খাঁটী ইউরোপীয়ান বলেই মনে হল যদিও তিনি ভারতীয় ধরনের বাড়ীতে বাস করছেন। অবশেষে জিজ্ঞসা করলাম আপনার ঘরে বসে কথা বলতে আপত্তি আছে কি?

গৃহস্বামী বললেন আমার কোনও আপত্তি নেই। আপনাদের লোক আমাদের ঘরে প্রবেশ করতে ঘৃণা বোধ করে সেজন্যই আমরা তাদের ঘরে যাই না—অথবা তাদের আমাদের ঘরে ডেকে আনি না।

গৃহস্বামীর কথা আমার কাছে নূতন বলেই মনে হল, তাকে বললাম আজ পর্য্যন্ত কোন ইউরোপীয়ান আমাকে এই ধরনের কথা বলে নাই।

গৃহস্বামী হেসে বললেন "আমি ইউরোপীয়ান নই। নিগ্রো এবং ইউরোপীয়ান এই দুই-এর মিলনে আমার জন্ম। আমাদের মত লোককে বর্ডার লাইনার বলা হয়। বর্ডার লাইনার শব্দটির মানে হল আর একটু হলেই ইউরোপীয়ান হতে পারা যেত। ইউরোপীয়ান হবার যেটুকু বাকি সেইটুকু আপনার চোখে ধরা পড়বে না। এদেশের বাসিন্দা ইউরোপীয়ানরাই তা বুঝতে পারে। ইউরোপের অনেকে ইউরোপীয়ান্ বলে ভুল করে। এ ভুলের জন্য আপনি দায়ী নন্। আপনি এদেশে

এসেছেন ভ্রমণের নেশায় মত্ত হয়ে, আপানার চোখে এসব ছোট-খাট বিষয় দৃষ্টিভূত হবে না।

কথা শেষ করে গৃহস্বামী দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করলেন দেখে আমারও দুঃখ হল। আমি তার নাম জিজ্ঞাসা করলাম; গৃহস্বামী বললেন "এনতোনিয়ো পেদ্রো"! নামটি একেবারে মামুলী। এদেশে এ নামে হাজার হাজার লোক দেখতে পাবেন। আমি তার মধ্যে একজন।

সিনিওর পেদ্রোকে মামুলী লোক বলে বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হচ্ছিল না। এঁর ঘরটি সুন্দর এবং মূল্যবান ফার্ণিচারে সজ্জিত ছিল। পাকের উনুন ইউরোপীয়ান ধরনের। ঘরেতে নানা রকমের পুস্তকাবলী। পরিচ্ছদও মামুলী লোকের বলে মনে হল না। তবুও তিনি কেন যে মামুলী লোক বলে পরিচয় দিচ্ছেন তার কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি বললেন "এখন আমাকে চিনবার চেষ্টা করুন, আমার শরীরের গঠন সবটাই ইউরোপীয়ানদের মত, কিন্তু চুলগুলি বেশ মোটা এবং কালো, সেজন্যই আমি ইউরোপীয়ান্ নই। যেহেতু আমি ইউরোপীয়ান্ নই সেজন্য আমার মাইনেও ইউরোপীয়ানদের মত নয়। যদিও আমার নামের সংগে মাইনের কোনই সম্পর্ক নেই তবু ও বলছি মামুলী নাম আর মামুলী মাইনেতে আমার চলে না।

আমার পরিচয় পেদ্রো পূর্ব্বে পেয়েছিলেন, এখন আরও একটু ঘনিষ্টতা হওয়ায় তিনি আমাকে তার ঘরে নিয়ে বসালেন এবং নানা বিষয়ে আলোচনা করতে আরম্ভ করলেন।

কথা প্রসংগে পেদ্রোর মামুলী জীবনচরিত বলতেও ভুললেন না তার জন্মস্থান সেণ্টহেলেনা দ্বীপে। সেখানে নেপোলিয়ন্ নির্বাসিত হয়েছিলেন।

পেদ্রোকে জিজ্ঞাসা করলাম "নিগ্রো জাতের গতিবিধির নিশ্চয়ই একটি ইতিহাস আছে?"

ইতিহাস একটা নিশ্চয়ই কিছু আছে, কিন্তু কথা হল নিগ্রোদের আসাযাওয়া এবং জীবন মরণ নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। হয়ত পর্তুগীজরা আফ্রিকা হতে নিগ্রোদের সেণ্টহেলেনাতে ছেড়ে দিয়েছিল এর বেশি আর ইতিহাস কি হতে পারে? নিগ্রোদের ইতিবৃত্ত যাহাই হউক না কেন একথা সত্য যে নেপোলিয়ন্ সেণ্ট হেলেনাতে নির্বাসিত হন এবং সেখানেই তিনি মারা যান।

পেদ্রোর অরন্তের কথার প্রতিবাদ করে বললাম—শুনেছি আজকাল অনেকে বলেন সেণ্টহেলেনাতে নেপোলিয়নকে নির্বাসিত করা হয় নাই?

পেদ্রো রেগে বললেন "এ হল বাজে কথা। আমার মায়ের কাছ থেকে শুনেছি—নেপোলিয়ন গ্রাম্য লোকের সংগে কথা বলতেন এবং সর্বত্র যাতায়াত করতেন। গ্রাম্য লোক তার হাটার পদ্ধতি দেখে হাসত এবং জিজ্ঞাসা করত "তুমি এমন করে হাটছ কেন?" নেপোলিয়ন এসব কথায় কর্ণপাত করতেন না উপরন্তু নেপোলিয়ন সেণ্টহেলেনা দ্বীপে আসার পর থেকে নিগ্রোদের প্রতি শ্বেতকায়দের নির্য্যাতন অনেকটা কমে গিয়েছিল এবং সামান্য শিক্ষারও ব্যবস্থা হয়েছিল। অবশ্য আমাদের মত বর্ণশঙ্করদের জন্য পর্তুগীজ এবং স্পেনিশদের সময় থেকেই শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল।

কি করে কতকগুলি লোকের মরেল ভেঙ্গে যায়—এবং অবনতির চরম সীমায় পৌছে—যদি দেখতে হয় তবে সেণ্টহেলেনার শ্বেতকায় নিগ্রোরাই হল তার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। পেদ্রোকে ভারতের সম্বন্ধে অবশ্য কিছুই বললাম না, শুধু সেণ্টহেলেনার লোকের জীবন কেমন সে বিষয়েই

জিজ্ঞাসা করে সময় কাটালাম। পেদ্রোর কথাশুনে মনে হল তাদের মধ্যে রাজনীতির প্রভাব মোটেই প্রসার লাভ করে নাই।

সিনিয়র পেদ্রোর যাতে পলিটিকেল জ্ঞান হয় সেজন্য চেষ্টা করতে বাধ্য হই। এই ধরনের লোক প্রায়ই ইণ্ডিয়ানদের বিরুদ্ধে নানারূপ খারাপ মত পোষণ করে এবং কয়েকদিনের মধ্যেই তাঁর হীন প্রবৃত্তিগুলির পরিবর্তন করতে সক্ষম হই। পূর্বে তিনি মদ খেয়ে এবং জুয়া খেলে সময় কাটাতেন। কয়েক দিনের মধ্যেই তিনি বদ্ অভ্যাসগুলো পরিত্যাগ করে প্রগতিশীল সাহিত্যে মনোনিবেশ করেন এবং বিশেষ করে বুঝতে সক্ষম হন ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে সংমিলিত জনমত গঠন না করতে পারলে তাদের অদূর ভবিষ্যত অন্ধকারাচ্ছন্ন। পেদ্রোর মনের গতি কয়েকদিনের মধ্যেই পরিবর্তন করতে পারায় লোক অবাক হয়ে যায়। তারা ভাবছিল সিনিয়র পেদ্রো ধর্ম বই পড়ছেন এবং সত্বরই একজন পাদ্রী হবেন। কিন্তু এরপর যখন পেদ্রো কালো নিগ্রোদের সংগে মেলমেশা আরম্ভ করলেন তখন অর্দ্ধনিগ্রো এবং সাদানিগ্রোদের মধ্যে, এই নিয়ে সমালোচনা আরম্ভ হল। পূর্ব হতেই অর্দ্ধনিগ্রো এবং বর্ডার লাইনারদের মধ্যে আশা যাওয়া এমন কি বিয়ে পর্য্যন্ত চলত। কিন্তু কালো নিগ্রোদের সংগে তাদের কোন সম্পর্ক ছিল না। আমার আদেশ অনুযায়ী পেদ্রো কালো, অর্দ্ধকালো, ব্রাউন, সাদা নিগ্রো সকলের সংগে মেলামেশা করতে থাকেন। নিগ্রো জাতের যাহাতে একতা হয়, সোহেলী ভাষা যাতে সকলে গ্রহণ করে এবং নিগ্রোদের সংগে কোন ধর্মের সম্পর্ক না থাকে এই নিয়েই তিনি আলোচনা করতে থাকেন। এতে তার স্ত্রী প্রকাশ্য ভাবেই বলেন "ভারতীয় পর্যটকের সংশ্রবে আসার পর থেকে পেদ্রো বিপথগামী হয়েছেন। তিনি ইস্‌লাম অথবা খৃষ্ট ধর্মকে ধর্মরূপে গ্রহণ করেন না। লস্‌মন যদিও এ সম্বন্ধে প্রকাশ্যে কিছুই বলতেন

না, কিন্তু মনে মনে তিনিও অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। এতদবস্থায় স্থান ত্যাগই আমার পক্ষে ভাল হবে ঠিক করলাম। লস্‌মন শ্রেণীর লোক এবং ভারতীয় ব্যবসায়ীরা সকল সময়েই অন্ধ থাকতে ভালবাসে সেজন্য তাদের কাছে মনোভাব প্রকাশ করা বিপদজনক হবে ভেবে কিছুই বললাম না।

পেদ্রো বুঝতে পেরেছিলেন সত্বরই আমি স্থান ত্যাগ করব সেজন্য তিনি কয়েক দিনের জন্য ছুটি নিয়ে আমার কাছে বসে সময় কাটাতে থাকেন। এতে লস্‌মনের ভাবান্তর হয়। আমি এবং পেদ্রো কি কথা বলি জানবার জন্য তিনিও আমার কাছে বসে থাকতে বাধ্য হন। মিষ্টার লস্‌মনের পরিচয় অনেকটা বলা হয়েছে। এখানে আর তার পুণারাবৃত্তি করা হল না। লস্‌মনের উপস্থিতিতে আমরা ভাবাতত্ত্ব, সমাজতত্ব, এবং ভারতের পরাধীনতার কথাই বিশেষ করে আলাপ করতাম। লস্‌মন দেখলেন আমি ভারতের কথাই বেশি ভাবি এবং আলোচনাও করি সেজন্য তিনি আমাকে একদিন তার বোনের বাসায় নিয়ে যান। তার বোনের বাসায় ভোজের আয়োজন হয়েছিল এবং অনেক তামিল ভদ্রলোক সেখানে উপস্থিত ছিলেন। ভোজনের শেষে ঘরে ফিরে এসে পেদ্রোকে বললাম "সিনিয়র পেদ্রো আপনাকে সব সময় সবচেয়ে বেকওয়ার্ড লোকের সংগে মেলামেশা করতে হবে। তাদের এগিয়ে নিয়ে যাওয়াই হবে আপনার সর্বপ্রথম কর্ত্তব্য। কখনও তাদের সংগ পরিত্যাগ করবেন না। যেদিনই আপনি তাদের সংগ পরিত্যাগ করে নরম পন্থী মধ্যবিত্তদের সংগে মেলামেশা করবেন সেদিন থেকেই বুঝবেন আপনার অধঃপতন আরম্ভ হয়েছে। মনে রাখবেন আপনি ইণ্টারন্যাসনেলিজম হতে বিচ্যুত হয়ে ন্যাসনেলিজমের দিকে অগ্রসর হচ্ছেন। নিগ্রোদের পক্ষে ন্যাসনেলিজম্ গ্রহণ করা মারাত্মক হবে।"

ব্যরা ছেড়ে যাবার পূর্বে সাইকেলটি সারাতে এক নিগ্রোর কাছে গিয়েছিলাম। নিগ্রো মজুরের কর্মতৎপরতা দেখে বুঝতে পেরেছিলাম তার ধৈর্য্য আছে। কাজটি যাতে সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় সেদিকেও লক্ষ্য ছিল। উপযুক্ত শিক্ষা পেলে লোকটি কর্মক্ষেত্রে কারো থেকে কম হত না। সাইকেলটি সারিয়ে দিয়ে যখন তার মজুরীর জন্য আমার কাছে হাত পাতল তখন তাকে আমি ইউরোপীয়ান্ মজুরদের সাধারণত যা দিয়ে অভ্যাস তাই দিলাম। অত্যধিক মজুরী পেয়ে সে আমার দিকে চেয়ে রইল। তার বোকামিপূর্ণ চাহনি দেখে বললাম "কাজের দিক দিয়ে যদি দেখা যায় এক জন নিগ্রো ইউরোপীয়ানদের মত কাজ করেছ, তবে তাকে ইউরোপীয়ান্দের মতই মজুরী দেওয়া কর্তব্য। তোমার কাজও ইউরোপীয়ান্দের মত হয়েছে সেজন্য তোমাকে ইউরোপীয়ানদের মতই মজুরী দিয়েছি। আমার কথা নিগ্রোটী যেন কিছুই বুঝতে পারেনি সেরূপ মুখভঙ্গী করল। এদের ধারনা এরা যত ভাল কাজই করুক না কেন, কোন মতেই ইউরোপীয়ানদের মত মজুরী পাবার অধিকার নেই। এই হীন ভাবটি পর্তুগীজ পূর্ব-আফ্রিকার প্রত্যেক নিগ্রোর মনে জন্মিয়ে দেওয়া হয়েছে। পর্তুগীজ কেরাণী, ব্যবসায়ী, এমন কি পর্তুগীজ মজুররা পর্য্যন্ত নিগ্রোদের মধ্যে এই চিন্তাধারা প্রচার করার জন্য সম্পূর্ণরূপে দায়ী। ভারতবাসী সেই ভাবধারা আরও যাতে বৃদ্ধি পায় সেজন্য আগ্রহশীল, কিন্তু এই আগ্রহশীলতার পরিণাম ভয়াবহ।

সেদিনই বিকালবেলা পেদ্রোর সংগে সাক্ষাৎ হয়েছিল। আগামী কল্য স্থান ত্যাগ করব একথা তাকে জানালাম। চলে যাব শুনে তিনি দুঃখিত হলেন। তাঁকে বুঝিয়ে বললাম "আমার কাজই হল বন্ধুত্ব স্থাপন করে সেই বন্ধুত্ব কয়েক দিনের জন্য বজায় রাখা এবং দরকার অনুযায়ী

যখন তখন স্থান ত্যাগ করা। এই নিয়মটিতে আমি অভ্যস্ত ছিলাম কিন্তু পেড্রো আমার মত পথিক ছিলেন না, সেজন্যই তিনি বন্ধুসংগ পরিত্যাগে কাতর হয়েছিলেন। পরের দিন সকালে পেড্রো এবং লস্‌গনকে পেছনে রেখে ইম্‌তালীর দিকে রওয়ানা হলাম। ইম্‌তালী পর্তুগীজ পূর্ব-আফ্রিকার বাইরে দক্ষিণ রডেসিয়ায় অবস্থিত। ইম্‌তালী সি-লেভেল হতে অন্তত তিন হাজার ফুট উচ্চে অবস্থিত সেজন্য পথ সুন্দর নয় বন্ধুর। পথ চলা কঠিন। শহর থেকে মাত্র আধ মাইল পথ পরিষ্কার তারপরই গ্রেভেল দেওয়া পথ, সাইকেল নীচের দিকে আপনি নেমে আসে। এরূপ পথে চলতে হলে শারীরিক শক্তির যত দরকার হয় মনের শক্তির দরকার হয়ে তার চাইতে আরও বেশি। আমার মনের শক্তি ছিল সেজন্যই চলতে পারছিলাম। কিন্তু বেশি দিন পথ চলা আমার পক্ষে সম্ভব হয় নাই।

কয়েক দিন পথ চলার পর একদিন একটি শিক্ষিত নিগ্রোর সংগে দেখা হয়। নিগ্রোটি উপযাচক হয়ে আমার সংগে কথা বলে। সে সর্বপ্রথমই আমার সাইকেলে লেখা দেখে আবাক হয় এবং বলে "বানা আপনার মত পরিশ্রমী ইণ্ডিয়ান এদেশে দেখি নাই, আপনি কিসের ব্যবসা করেন?"

ব্যবসা আমি করি না একজন পর্য্যটক মাত্র।

জবাব শুনে সে থমকে দাঁড়াল এবং সাইকেলটা ভাল করে দেখে বললে আপনার সংগে করমর্দন করব। তারপর বলতে লাগল যদি এ দেশের ইণ্ডিয়ানরা আপনার মত হত তবে আমাদের উন্নতির পথ খুলে যেত। এদেশের ইণ্ডিয়ানরা আমাদের সংগে করমর্দন করা দূরের কথা কাছেও ঘেসে না।

নিগ্রোর কথা শুনে দুঃখ হল এবং বললাম "বন্ধু এদেশে যত বিদেশী

এসেছে তারা সকলেই নিজের মতলব সিদ্ধির চেষ্টা করছে, তারা তোমাদের ভালমন্দ দেখছে না। ভারতীয় ব্যবসায়ীদের যদি বুদ্ধি থাকত তবে তোমাদের সংগে নিশ্চয়ই সহযোগীতা করত। দুঃখের বিষয় ওদের ঘটে বুদ্ধি নাই সেজন্যই তারা তোমাদের সংগে মেলামেশা করে না।

এখন কোথায় যাচ্ছেন বানা?

ইম্‌তালী, দক্ষিণ রডেসিয়ার একটি শহরে, সেই শহরটি এখান থেকে আরও তিন সপ্তাহের পথ।

নিগো একটু চিন্তা করে বললে সে অনেক দূর। পথে অনেক বন জঙ্গল। লোকালয় নাই বললেই চলে। তারপর পথত পথ নয় যেন জমের দক্ষিণ দুয়ার। এই পার্বত্য পথ আপনার পক্ষে আরোহন করা সম্ভব পর হবে বটে কিন্তু এতে আপনার লাভ হবে না। শরীর ভেংগে যাবে এবং তাতে হয়ত আপনার পক্ষে আর ভ্রমণ করাও সম্ভব হবে না। আসুন আমার সংগে আজকের মত ভাল করে খেয়ে বিশ্রাম করুণ কাল যা হয় করবেন।

নিগ্রোর কথা আমার বেশ ভাল লাগল সেজন্য তার বাড়ীর দিকে রওয়ানা হলাম। লোকটি বেশ শিক্ষিত বলেও মনে হল। তার মুখ হতে নির্ভুল ইংলিশ শব্দ বের হচ্ছিল। তার সংগ নিলাম। গ্রামে পৌঁছে দেখলাম কাছেই রেলওয়ে ষ্টেশন। নিগ্রো আমাকে বসতে দিয়ে মোরগের জন্য চলে গেল। সে ফিরে আসবার পর নিকটস্থ মুদীর দোকান হতে চাল, নুন ইত্যাদি নিয়ে এল। সর্বপ্রথমই কাফি তৈরী করে আমাকে এক কাপ কাফি খেতে দিল তারপর সেও এক কাপ খেল। কাফি খেয়ে সে মোরগ কাটতে রওয়ানা হয়ে গেল দেখে জিজ্ঞাসা করলাম পাশেই মোরগটা কেটে নিলে হয় না?

না মিষ্টার আমাদের এরূপ নিয়ম নাই। যখনই কোন জীবকে

আমরা হত্যা করি তখনই সেটাকে একটু আড়ালে নিয়ে গিয়ে হত্যা করাই হল আমাদের নিয়ম। জীব হত্যা করতে গিয়ে আমরা কোনরূপ ধর্মের নিয়মকানুন মানি না। জীবহত্যা করা নির্মম কাজ, সেই কাজটি লোকের সামনে করতে আমরা রাজি নই। আপনাদের দেশের লোক জীব হত্যায় আনন্দ পায় তা ব্যরাতে দেখেছি। আমরা কিন্তু হত্যায় আনন্দ পাই না বাধ্য হয়ে জীব হত্যা করি, আনন্দ করার জন্য আরও অনেক কিছু আছে।

আমরা যখন খাচ্ছিলাম তখন নিগ্রো লোকটিকে জিজ্ঞাসা করলাম "লোকান্তরালে জীবহত্যা করাটা কি ইউরোপীয়ান সভ্যতা না নিগ্রো সভ্যতা?

এটা নিগ্রো সভ্যতা কি ইউরোপীয়ান সভ্যতা আপনি স্বচক্ষে দেখতে পাবেন দক্ষিণ রডেসিয়ায়।

দক্ষিণ রডেসিয়ায় ভ্রমণ করার সময় অনেক গ্রামে থাকতে হয়েছিল এবং এ বিষয়ে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলাম তাতে এ বিষয়ের কোন উপযুক্ত প্রমান পাই নাই কিন্তু যখন দক্ষিণ রডেসিয়ার দক্ষিণ দিকে গ্রামের পর গ্রাম অতিক্রম করতে ছিলাম তখন বুঝতে পেরেছিলাম একেবারে উলংগ স্ত্রীলোক যারা, সভ্যতার নাম গন্ধও অনুভব করে নাই তারা ও কোন জীবহত্যা দেখতে প্রস্তুত নয়, অথচ তাদের একমাত্র খাদ্য হল পশুর মাংস। এটা নিশ্চয়ই স্ত্রী প্রকৃতি। কিন্তু যে দিন থেকে ধর্মের প্রভাব পৃথিবীতে বাড়তে আরম্ভ করছিল সেদিন থেকে স্ত্রী প্রকৃতিরও পরিবর্তন হয়েছিল। বর্তমানে কালীঘাটে যখন আমরা যাই তখন দেখতে পাই স্ত্রীলোক অবলীলাক্রমে পশু হত্যা দেখছে এবং পশু হত্যার বদলে নিজের সন্তানের মঙ্গল কামনা করছে।

খাওয়ার শেষে কতকক্ষণ বিশ্রাম করলাম। নিগ্রো নিজেই বলল

চার পাঁচটার সময় গাড়ী পাওয়া যাবে। গাড়ীর সময় হয়ে আসল, ষ্টেশনে যেয়ে টিকিট কেনার সময় ষ্টেশন মাষ্টারের সংগে পরিচয় হয়। তিনি বড়ই মিষ্টভাষী। গাড়ীর টিকিট কিন্‌ছি দেখে সুখী হলেন এবং বললেন "এরূপ বনে জংগলে ভদ্রলোকের সাইকেল নিয়ে ভ্রমণ করা কঠিন কাজ। হয়ত ভ্রমণের পর ক্ষয় রোগও হতে পারে। নিগ্রোরা অতি পরিশ্রমে অনেক সময় ক্ষয় রোগে আক্রান্ত হয় এবং আপনি সে পথের পথিক নন সেজন্য আপনাকে ধন্যবাদ।"

ষ্টেশন মাষ্টারের ধন্যবাদে সুখী হলাম না কারণ তার মুখ থেকে এমন একটি কথা বেরিয়ে পড়ছিল যা শুনে আমার দুঃখই হয়েছিল। অতিরিক্ত পরিশ্রম করলে যক্ষা হয়। নিগ্রোরা অতিরিক্ত পরিশ্রম করতে বাধ্য, অথবা তাদের বাধ্য করা হয় এই ধরণেরই কথাটা ছিল। ষ্টেশন মাষ্টারকে এ সম্বন্ধে কিছুই বললাম না, শুধু মামুলী ধন্যবাদ জানিয়েই গাড়ীতে বসলাম।

ষ্টেশন মাষ্টার বললেন "এখন আপনি রডেসিয়ার পথে, মংগলময় ঈশ্বর আপনাকে নিরাপদে ইম্‌তালী পৌঁছে দিন এই আমার কামনা।"

আমার মংগলামংগল আমার উপরই নির্ভর করে সেকথা আমি জানতাম, কিন্তু যারা ঈশ্বরকে বিশ্বাস করে তাদের সংগে যদি এ সম্বন্ধে তর্ক করা হয় তবে তারা সোজা কথায় বলে "লোকটা কমিউনিষ্ট" আজকাল এ সম্বন্ধে মুখ বন্ধ রাখাই ভাল। সাংখ্যদর্শন পড়ে ও মুখ বন্ধ রাখবার সময় এসেছে, ঈশ্বর সম্বন্ধে এই ধরনের সন্ত্রাসবাদ শংকরের সময়েও বিদ্যমান ছিল।

গাড়ী ছাড়বার পূর্বে নিগ্রোলোকটিকে কাছে ডেকে তার সংগে করমর্দন করলাম। সে শ্বেতকায় ষ্টেশন মাষ্টারের ভয়ে আমার কাছে আসতে সাহস করছিল না।

গাড়ী ছাড়বার পরই ইমিগ্রেসন অফিসার গাড়ীতে উঠলেন এবং কয়েক মিনিটের মধ্যেই আমার কম্পার্টমেণ্টে প্রবেশ করলেন। অফিসারের সংগে প্রথম কথা বলা ভাল মনে করলাম না সেজন্য গাড়ীর জানালা দিয়ে বাইরের প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখায় মন সন্নিবেশ করলাম।

ইমিগ্রেসন অফিসার আমার কাছে আসলেন এবং সবিনয়ে বল্লেন কোথায় যাচ্ছেন স্যার?

ইম্তালী।

রডেসিয়া প্রবেশের অধিকার পত্র নিশ্চয়ই আছে?

রডেসিয়ার ট্রেনজিট্ ভিসা আছে এবং দক্ষিণ আফ্রিকা প্রবেশের অধিকার পত্র আছে?

ব্যরাতে কেমন লাগল?

বেশ সুন্দর সহর। এমন সহরে বসবাস করতে ইচ্ছা করে, কিন্তু আপনাদের সরকার আমাদের প্রবেশের পথ বন্ধ করে দিয়েছে।

কি করে?

চারশত পঞ্চাশ ইংলিশ ষ্টালিং ইমিগ্রেসন ধার্য্য করা হয়েছে।

পর্য্যটক মহাশয়ের জানা উচিত কোন দেশকে সমৃদ্ধ করতে হলে অর্থের প্রয়োজন। আমাদের অর্থ নেই, সেজন্যই আমরা শুধু ধনী লোকদেরেই এদেশে প্রবেশের অধিকার দিয়েছি!

তবে কেন দেশটা খারাপ বলে চিৎকার করেন?

এসব দরকারী বিষয়ের অংশ বিশেষ।

বেশ ভাল কথা মশায়, আপনারা যতটুকু পারেন ততটুকু দরকারের সমাধান করুন।

ইমিগ্রেসন অফিসারগণ কম্পার্টমেণ্ট ছেড়ে যাবার সময় আমাকে বার বার নমস্কার জানিয়ে বিদায় নিয়েছিলেন।

গাড়ী পার্বত্য পথে এঁকেবেঁকে চলছিল। যখনই গাড়ী মোড় ফেরাচ্ছিল তখনই তন্দ্রা ভেঙ্গে যাচ্ছিল। আমার মত অনেকেরই তন্দ্রা ভেংগে যাওয়ায় বসে থাকতে বাধ্য হয়েছিলেন। রাত তিনটা বাজবার পর গাড়ীটা একটি জংলী ষ্টেশনে দাঁড়াল। যাত্রী উঠলও না শুধু তিনজন কাষ্টম অফিসার এবং দুজন ইমিগ্রেসন অফিসার গাড়ীতে উঠল। ইমিগ্রেসন অফিসারগণ গাড়ীতে উঠেই আমার কম্পার্টমেণ্টে আসল এবং আমাকে বসা দেখে ভদ্রতাসূচক কোন কথা না বলে বলল "হ্যালো ব্লেকী কেমন আছ?"

আমি বললাম "ye, How do ye do"? তোরা কেমন আছিস্?

মনে হল আমার কথা ওরা বুঝতে পারে নি, সেজন্য বললাম "হ্যালো শ্বেতনিগ্রো, (White Negroes) কেমন আছ?

ওরা চিৎকার করে বললে "আমরা নিগ্রো নই আমরা ইউরোপীয়ান।"

রং সাদা হতে পারে কিন্তু ব্যবহার নিগ্রোর মতই।

আমার কথা শুনে লোকটা আর কথা বাড়াল না, শুধু পাসপোর্ট দেখতে চাইল। এরা যখন আমার পাসপোর্ট দেখছিল তখন ওদের সিগারেট দিলাম এবং নিজেও একটি সিগারেট ধরিয়ে বললাম "মনে করোনা তোমার দেশ দেখার জন্য ব্যস্ত হয়েছি, দক্ষিণ আফ্রিকাতে যাচ্ছি পথে তোমাদের দেশ সেজন্যই এসেছি। হয়ত দু এক সপ্তাহ থাকতেও পারি তার পরই চলে যাব। এই দেখ দক্ষিণ আফ্রিকা যাবার ভিসা আমার আছে।" লোকটা পাসপোর্ট রেখে দিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকার ইমিগ্রেসন বিভাগের পত্র দেখল এবং মনের ভাব বদলে ফেলে পাসপোর্টে ভিসা লিখে বলল জাম্বাবী ধ্বসস্তূত এবং ভিক্টোরিয়া ফলস্ নিশ্চয়ই দেখে যাবেন।

তা দেখতেই এদেশে এসেছি।

লোকটির ভদ্রতা তখন চরমে উঠল এবং কতক্ষণ কথা বলার পরই স্থানীয় রাষ্ট্রনীতি নিয়ে কথা আরম্ভ করল। রাজনীতি নিয়ে কথা বলা বড়ই কষ্টকর কাজ। জানতাম রডেসিয়ার লোক ফাসিস্ত ভাবাপন্ন সেজন্য তার প্রতিটি কথার প্রত্যুত্তরে নিজেকে ফাসিস্ত ভাবাপন্ন বলে পরিচয় দিয়ে উদারনীতির বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করলাম। কমিউনিজমের গন্ধ আমার শরীরে না পেয়ে কতক্ষণ পর লোকটা গাড়ী হতে নেমে গেল। সে চলে যাবার পরও নিশ্চিন্ত হয়ে বসতে পারলাম না। কতক্ষণ পরই আর একদল কাষ্টম্‌স্ অফিসার গাড়ীতে উঠল এবং এদেরও কথাবার্তার দ্বারা সন্তুষ্ট করতে হল।

সকাল বেলা দেখেই যেমন দিনের আবহাওয়ার কথা বলতে পারা যায়, তেমনি রডেসিয়ার সরকারী কর্ম্মচারীদের মুখ দেখলেই বুঝা যায় ওরা সকলেই সাম্রাজ্যবাদী। এসব লোক দুমুখো সাপের মত। যাই বল না কেন তাতেই খুত বের করবে। বিদেশে গিয়ে চুপ্‌ করে বসে থাকলেও চলে না। ধর্ম্মের কথা শিক্ষিত লোক কখনও প্রকাশ্য স্থানে বলাবলি করে না। সভ্য জগতে আজ ধর্মসংক্রান্ত কথা হয় বাজে কথায় পরিণত হয়েছে নয় ব্যক্তিগত বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এছাড়া বাকি থাকে রাষ্ট্রনীতি। রাষ্ট্রনীতির সংগে জীবন-মরণের সম্বন্ধ রয়েছে। ধনীদের কর্মচারীরাই খাঁটী ফাসিস্তে পরিণত হয়। রডেসিয়ার সরকারী কর্মচারীরাও ধনীদেরই চাকর। এদের মনে কখন কি আসে বলা যায় না, সেজন্য আজে-বাজে কথা বলা ছাড়া আমার উপায় ছিল না।

পর্যটক দেখলেই এদের কথা বলার স্পৃহা বাড়ে। বাজে কথায় রডেসিয়ার কাষ্টম অফিসার সুখী হল না। তারা ভাল করেই বুঝতে পেরেছিল রডেসিয়াতে আমি থাকব না, সেজন্য বলল আপনার বাজে

কথা শুনতে এখানে বসি নাই। বেশ ভাল করেই বুঝতে পেরেছি আপনি মনের ভাব গোপন করছেন। রডেসিয়া ভ্রমণ আপনার হবে কেউ তা রুখতে পারবে না। আপনার ভিসা পাওয়া হয়ে গেছে। এখন যদি কেউ আপনাকে এদেশে প্রবেশ করতে বাধা দেয় তবে আন্তর্জাতিক জগতে রডেসিয়া সরকারের বদনাম হবে। সেজন্য বলছি আপনি আমাদের কাছে মন খুলে কথা বলতে পারেন।

এদের বেয়াদবী দেখে বললাম "রডেসিয়াতে মন খুল কথা বলার মত কিছুই নেই। দেশ দেখতে এসেছি বুঝলেন। ইয়তালী হতে সাইকেলে করে বুলবায়োর দিকে রওয়ানা হব। এখন যেতে পারেন, একটু ঘুমোতে দিন, আর ক' ঘণ্টা পরেই ভোর হবে, তখন আপনারাই বা যাবেন কোথায় আর আমিই বা যাব কোথায়, কেউ তখন কারো খবর রাখবে না। সুপ্রভাত।

অফিসার আর অন্য কথা না বলে অন্য কম্পার্টমেণ্টে চলে গেল।

ইম্‌তালী

সকাল বেলা ইম্‌তালী ষ্টেশনে নামলাম। ষ্টেশনটি ঠিক্ দার্জিলিং ষ্টেশনের মত। ষ্টেশন এবং তার চারদিক দেখে মনে হল সত্যিই স্বর্গরাজ্যে এসেছি। শহরের যতটুকু দেখলাম সর্বত্র পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। ছোট রেল ষ্টেশনের একদিকে পার্বত্য ভূমি, অন্যদিকে সমতল, সুন্দর ঢেউ খেলানো ঘাসে পরিপূর্ণ সমতল ভূমি। স্নিগ্ধ বাতাস সমতল ভূমিকে আরও স্নিগ্ধ করেছিল। শ্বাস-প্রশ্বাস ফেলতে আরাম মনে হচ্ছিল। ষ্টেশনের একটু দূরেই সহর। সহর নীরব এবং নিস্তব্ধ। আমাদের দেশে যারা বায়ু সেবনার্থে সূর্য উঠবার পূর্বেই ঘর থেকে বেড়িয়ে আসেন সেই ধরণের বায়ু সেবনকারী একজন লোকও দেখতে পেলাম না। মনে হল স্বর্গভূমিতে বোধ হয় কেউ সকালে বেড়াতে বের হয় না।

ষ্টেশন থেকে বেড়িয়ে বড় পথটা ধরে এগিয়ে চললাম। একটু অগ্রসর হবার পরই দেখতে পেলাম একজন পাঠান তার ঘরের বারান্দায় ইজিচেয়ারে বসে সিগারেট টানছেন। পাঠানের গোঁফ দাঁড়ি ছিল না। চুলও সভ্য সমাজের মতই ছাটা ছিল। লোকটিকে পাঠান বলে অনুভব হয় না, মনে হল একজন ইটালীয়ান অথবা গ্রীক বসে আছে। পাঠান আমাকে ডাকলেন। বারান্দার পাশে সাইকেলটা রেখে দিয়ে তাঁর পাশে একখানা চেয়ার টেনে বসলাম এবং নিজের পরিচয় দিলাম। আমার

পরিচয় পেয়ে তিনি সুখী হলেন এবং ঘরের দিকে মুখ বেড়িয়ে বললেন "সোসী এদিকে এক পেয়ালা চা নিয়ে এস দেশের লোক এসেছেন।"

ভেতর থেকে সোসী বললেন "জ্যানি একটু দেরী হবে, দেশের লোককে বসাও, চা নিয়ে আসছি।

স্বামী-স্ত্রীর কথা শেষ হয়ে গেলে জ্যানি তাঁর আত্মজীবনী বলতে আরম্ভ করলেন। তিনি তার যৌবনে বিদেশে বেড়িয়ে পরেন এবং পায়ে হেঁটে আফ্রিকাতে পৌছেন। পথে সুয়েজ খাল নৌকার সাহায্যে পার হতে হয়েছিল। বাকি সব পথটাই তিনি হেটেছিলেন। সেই পুরাতন ভ্রমণ কাহিনী যখন তিনি আমার কাছে মহানন্দে বলছিলেন তখন তার স্ত্রী চা নিয়ে এলেন। জ্যনির তখন গল্প বলা একেবারে বন্ধ হয়ে গেল। মনে হল তার স্ত্রী জ্যানির ভ্রমণ কথা শুনতে পছন্দ করেন না। জ্যনির স্ত্রীকে আমাদের প্রথায় নমস্কার করলাম। এতে তিনি সুখী হলেন, আমার মনে হল হাত জোড় করে নমস্কার করলে বোধ হয় বনের পশুতেও দয়ার উদ্রেক হয়। নমস্কারে যতটুকু দৈন্যতা প্রকাশ পায় অন্য কিছুতেই ততটুকু পায় না। নমস্কার দ্রাবিড় সংস্কৃতি। চীনাদের মধ্যেও নমস্কার প্রথার প্রচলন আছে। তারাও দৈন্যতা দেখাতে কসুর করে না।

বৃদ্ধের স্ত্রী বোধহয় আমার কাছ থেকেই সর্বপ্রথম নমস্কার পেয়েছিলেন সেজন্যই তার এত আনন্দ। বৃদ্ধ জ্যানি তার নিজের চেয়ার তার নিজের স্ত্রীকে ছেড়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলেন।

জ্যনির স্ত্রী তিন পেয়ালা চা তৈরী করে বৃদ্ধের হাতেই সর্বপ্রথম দিলেন তারপর দিলেন আমাকে। নিজের পেয়ালাতে মুখ দিয়েই বললেন "বেশ ভাল চা হয়েছে", এখন বলুন আপনার দেশ কোথায়, কোন ধর্ম এবং নিগ্রোদের সম্বন্ধে আপনি কি মত পোষন করেন?

বৃদ্ধার তিনটি প্রশ্ন শুনে তাঁর প্রতি আমার শ্রদ্ধাই হয়েছিল। তাকে

আমার জন্মভূমির কথা বলে যখন ধর্মের কথা বলতে যাচ্ছিলাম তখন জ্যানি বাঁধা দিয়ে বললেন "ইনি বাংগালী বেনে নন্।"

বুঝতে পারলাম বৃদ্ধা এত তাড়াতাড়ি কেন কথাটা বদলে দিচ্ছেন। বিদেশে গিয়েও কতকগুলি হিন্দু তাদের কুসস্কার পরিত্যাগ করে না। হিন্দু এবং মুসললান তাদের কুসংস্কার আকড়ে ধরে রাখতে সমান তালে পা ফেলে এগিয়ে চলে। বিদেশে বাংগালী বড়ই উদার। সে তার কুসংস্কার ভুলে গিয়ে ইণ্টারন্যাসনেল হয়ে যায় সেজন্য বাংগালী, হিন্দু মুসলমান সকলের কাছে সম্মানিত।

ধর্মের কথা আমাকে বলতে হল না। নিগ্রোদের আমি ঘৃণা করি না বলেই ক্ষান্ত থাকলাম না। কি করে নিগ্রোদের উন্নতি হবে সে সম্বন্ধেও দু' একটি কথা বলায় বৃদ্ধা আমার প্রতি সদয় হলেন এবং সেদিনই রাত্রে তার বাড়ীতে খাবার নিমন্ত্রণ করলেন।

বৃদ্ধ জ্যানি বেশিক্ষণ আমাকে তার ঘরে বসিয়ে রাখলেন না—নিকটস্থ প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী এবং ধনী লালজীর ঘরের দিকে নিয়ে চললেন। তখন পথেও লোক চলাচল আরম্ভ হয় নাই। পথের দু'দিকের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা দেখে মনে হল এরূপ করে পথ পরিষ্কার রাখা অনেক শহরেই সম্ভব হয় না।

পাশের ফুল বাগিচা হতে ফুলের সুগন্ধ সমেত প্রাতঃকালীন নির্মল বায়ু বয়ে আসছিল। মনে হচ্ছিল এটাই স্বর্গ। আমাদের দেশের লোক কাশ্মীরকে ভূস্বর্গ বলে। ১৯৩৭ সালে শ্রীনগর গিয়েছিলাম, সেখানে ফুলের গন্ধের বদলে অন্য কিছুর গন্ধ পেয়ে নাক রুমাল দিয়ে চেপে রাখতে হয়েছিল। স্বর্গ এবং নরকের স্রষ্টা মানুষ, আর কেহই নয়।

অল্পক্ষণ পরই আমরা লালজীর ঘরে পৌছলাম, লালজী তখন সংবাদপত্র পড়ছিলেন। আমাদের দেখতে পেয়ে তিনি উঠে দাঁড়ালেন

এবং সাদর সম্ভাষণ জানালেন। বসার পর জ্যনি লালজীর কাছে আমার পরিচয় দিলেন। আমার পরিচয় পেয়ে লালজী সুখী হলেন এবং উভয়ের জন্য চা আনতে নিগ্রো বয়কে আদেশ করলেন। চা খাবার পর লালজী আমাকে উপরে নিয়ে গিয়ে তার স্ত্রীর সংগে পরিচয় করিয়ে দিলেন এবং বললেন "আমার অবর্তমানে আপনার যে-কোন অসুবিধার কথা আমার স্ত্রীর কাছে বলবেন, তিনি অতিথি সেবায় বড়ই তৎপর, আশা করি আমার বাড়ীতে আপনার কোন অসুবিধা হবে না।"

নিগ্রো চাকরেরা নবাগত দেখলেই সুখী হয়, বকসিসের আশায় নয়, নূতন কিছু জানতে পারবে সেই ভরসায়। বয় আমার কাছ থেকে অনেক নূতন তথ্য সংগ্রহ করল, কিন্তু তার প্রশ্ন করার পদ্ধতি দেখে ভয় হল হয়ত একদা এই বয় শ্রেণীর লোকই শ্বেতকায়দের সংগে ইণ্ডিয়ানদেরও আফ্রিকা হতে বহিষ্কার করবে। বয়ের মনের ভাব বুঝতে পেরে রডেসিয়াতেই আমি বৈদেশিক সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে কমন ফ্রন্ট তৈরী করার চেষ্টা করেছিলাম। দুঃখের বিষয় স্থানীয় ইণ্ডিয়ানরা আমার কথায় সায় দেন নাই বরং বিদ্রূপ করেছিলেন। এদের ভবিষ্যৎ কোন অন্ধকারে নিমজ্জিত তা কে জানে ?

লালজীর স্ত্রীর সংগে যখন দেখা হল তখন পাঠান তাঁকে সুপ্রভাত জানালেন এবং আমিও তাই করলাম! কথা বলে বুঝলাম লালজীর স্ত্রী শুধু পরদা সরিয়ে দিয়ে সুখী হন নাই তিনি যে একজন স্বাধীন মহিলা তারও পরিচয় দেন। লালজীর স্ত্রীর মত আর একজন ভারতীয় স্বাধীন মহিলা চীন দেশের হার্‌বিন্ শহরে দেখেছিলাম। সেই ভারতীয় মহিলা স্বামীর আয়ের উপর নির্ভর করতেন না অথচ সংসার ধর্মও ঠিকভাবে চালিয়ে যেতেন। স্বাধীনতাপ্রিয় রমণীদের চালচলনই পৃথক। তাদের স্বাধীন ভাব নাকে মুখে ফুটে উঠে।

গুজরাতীরা সকালের খাদ্যকে "নাস্তা" বলে। লালজী, জ্যনি এবং আমি এক সংগে নাস্তা করলাম এবং আমার সাইকেল ও পিঠ-ঝোলাটি লালজীর ধরমশালায় রেখে শহর দেখতে বের হলাম। তখন বেলা হয়েছিল। সকালের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য লোপ পেয়েছিল তবুও শহরটি দেখতে সুন্দর লাগছিল।

একটু বেড়িয়ে এসেই আমরা এক গোয়ানী ভদ্রলোকের বাড়ীতে উঠলাম। ভদ্রলোকের নাম ডিকস্টা। জ্যনি আমাকে ডিকস্টার সংগে পরিচয় করিয়ে দিলেন। আমার পরিচয় পেয়ে ডিকস্টার নাকে মুখে আনন্দের সঞ্চার হল। তিনি তা ভাষায় প্রকাশ করতে পারছিলেন না। কতক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, "শরীরে আর শক্তি নেই, নতুবা আবার পৃথিবী ভ্রমণে বের হতাম। ভালই হয়েছে, পৃথিবীর কি পরিবর্তন হয়েছে তাই জেনে সুখী হব।" তারপরই তিনি আমাকে গোটা পঞ্চাশেক প্রশ্ন করলেন। তার প্রত্যেকটি জবাব দেবার পর তিনি বললেন, পৃথিবীর ঢের পরিবর্তন হয়েছে মিষ্টার জ্যনি, আপনি কি বলেন?

জ্যনি বললেন, অনেক বৎসর পূর্বে দেশ ছেড়ে এসেছি, পরিবর্তন নিশ্চয়ই হয়েছে তবে আমার প্রশ্ন হবে অন্য ধরণের। স্থানের কি পরিবর্তন হয়েছে তা আমি জানতে চাই না, আমি জানতে চাই মানুষের কি পরিবর্তন হয়েছে?

ডিকস্টা বললেন "আমরা যখন এদেশে আসি তখন জাহাজের চলাচল খুব কমই ছিল কিন্তু তাতেও কষ্ট কম হয় নাই। মিষ্টার জ্যনি আপনার ত কষ্ট আরও বেশি হয়েছিল। আপনি এদেশে এসেছিলেন পায়ে হেটে, সে কি সহজ কাজ? আরব, ইরাণী কেউ আপনাকে ছেড়ে দেয় নাই। সবাই নিজেদের পাওনা আদায় করেছে। জুর করে মজুর খাটিয়েছে। আমরা নৌকাতে খেঁটেছি বটে সেজন্য মজুরীও পেয়েছি।

এজন্যে আমাদের আপশোষ করার মত কিছুই নেই। তারপরই আমার প্রতি লক্ষ্য করে বললেন "আপনিও ভ্রমণ করে আনন্দ পাচ্ছেন। আনন্দ সংবাদ দেবার জন্য আপনাকে বিরক্ত করব না। হয়ত আজই নয়ত আগামী কাল বিকালে আপনাদের চায়ের নিমন্ত্রণ করব। এখন পর্যটককে বিশ্রাম করতে দিলেই ভাল হবে।"

ডিকস্টা পর্তুগীজ পূর্ব আফ্রিকাতে ছোটবেলায় এসেছিলেন এবং সেখানে জীবনের প্রায় অর্দ্ধেকটা কাটাবার পর চিন্তা করে বুঝতে পেরেছিলেন সেখানে থাকা সম্ভবপর হবে না। সেখানে টেক্স এতই বেশি যে ব্যবসা-বাণিজ্য করে যা রোজগার হয় তার শতকরা নব্বই ভাগই পর্তুগীজ সরকারকে দিতে হয়। মজুরীও সেখানে কম পাওয়া যায়। সেজন্য তিনি পর্তুগীজ পূর্ব আফ্রিকা পরিত্যাগ করে রডেসিয়াতে আসেন, তখন রডেসিয়াতে শ্বেতকায়দের তত উপদ্রব ছিল না। তারা নিগ্রো অথবা ইণ্ডিয়ানদের তত ঘৃণা করত না। সেজন্যই তিনি রডেসিয়াতে থেকে যান এবং এদেশেরই একটি অর্দ্ধ-নিগ্রো স্ত্রীলোকের পাণিগ্রহণ করেন। অর্দ্ধ-নিগ্রো স্ত্রীলোকদের চালচলন সম্বন্ধে ইংগিতে কিছুটা জিজ্ঞাসা করলাম। আমার প্রশ্নের উত্তরে ডিকস্টা বললেন "স্ত্রী হিসাবে ওরা ভাল কিন্তু ধর্মের গণ্ডি ওদের সহ্য হয় না। ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত কর আর খৃষ্ট ধর্মে দীক্ষিত কর তারা সাধারণত স্ত্রীধর্মই প্রতিপালন করে। পর্ব ইত্যাদির কোনও ধার ধারতে চায় না। মরণের পর স্বর্গ নরক বলে যে কিছু আছে তা তারা কিছুতেই মানতে রাজি নয়। পার্থিব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যটাকে তারা বড় করে দেখে। অর্দ্ধ-নিগ্রো ছেলেরাও সেইরূপ। তারা ধর্ম সম্বন্ধে একেবারে উদাসীন। ইসলাম ধর্মাবলম্বী ছেলেদের সংগে যদি খৃষ্টান মেয়ের বিয়ে হয় তবে তারা দেখে মেয়ের মায়ের পাওনা ঠিক ঠিক ভাবে ছেলে এবং তার মা বাবা দিল

কি না? মেয়ের মায়ের পাওনা পরিশোধ করতে পারলেই বিবাহ কর্ম সমাধা হয়।

মিষ্টার ডিকস্‌টার স্ত্রী আমাদের কথা শুনছিলেন। কতক্ষণ পর তিনি ঘর থেকে বের হয়ে এসে আমাকে এক গ্লাস দুধ দিয়ে বললেন "যত অবতার পৃথিবীতে দেখতে পাওয়া যায় সকলের জন্ম স্থান এশিয়াতে, আমাদের দেশে একটা অবতারের জন্ম হউক তারপর সে যদি বলে স্বর্গ নরক আছে তখন তার সংগে আমরা কথা বলে দেখব সে ঠিক বলেছে কি মিথ্যা বলছে।"

তোমরা প্রত্যেকেই একখানা করে ধর্মগ্রন্থ ইণ্ডিয়া হতে এনে আমাদেরে বল অবতার অমুক কথা বলেছেন, কিন্তু একজনের কথার সংগে অন্যজনের কথার ত কোন মতভেদ নেই, তবে কেন তোমরা একে অন্যে পৃথক থাক? আমরা এসব পারব না। তোমাদের অবতারগণ আমাদের মধ্যে ভেদাভেদ সৃষ্টি করতে পারবে না। জ্যানির স্ত্রী শূকর খেতেন। জ্যানি তা খেতে দেন না বলে জ্যানির স্ত্রী এখন শূকর মাংস খাওয়া পরিত্যাগ করেছেন, এসব কি ভাল কথা? ডিকস্‌টার স্ত্রীর কথা শুনে মিষ্টার জ্যানির মুখাবয়বের পরিবর্তন হল বটে কিন্তু জ্যানি ধর্মকথা পরিত্যাগ করে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ কেমন হবে সে বিষয়েই আলোচনা করতে প্রবৃত্ত হন।

১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের মধ্যভাগের কথা বলছি। রডেসিয়ায় অর্দ্ধ-নিগ্রো ও নিগ্রোদের ভোটের অধিকার ছিল না বলে তারা ক্ষেপে উঠেছিল। তারা প্রকাশ্যে বলত "যুদ্ধই হউক আর শান্তিই হউক টাকার লোভ দেখিয়ে কেউ আমাদের যুদ্ধে নামাতে পারবে না। সংবাদ মারফতে জানতে পেরেছিলাম যতদিন জার্মাণী সোভিয়েট রুশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে নাই ততদিন রডেশিয়ার নিগ্রো এবং অর্দ্ধ-নিগ্রোরা যুদ্ধ

সম্বন্ধে কোন কথাই বলত না। কিন্তু যেদিন জার্মাণী রুশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল সেদিন থেকেই নিগ্রো এবং অর্দ্ধ-নিগ্রোরা জার্মাণীকে পরাজিত করবার জন্য বৃটিশকে প্রাণপণে সাহায্য করতে থাকে।

মিষ্টার ডিকস্‌টার ঘর হতে বের হয়ে ছোট্ট শহরটি দেখবার জন্য পুনরায় বের হয়ে পড়লাম, তখনও দ্বিপ্রহর হয় নাই। সূর্য কিরণ এখানে সকল সময়ই উপভোগ্য। শহরের বৃক্ষরাজি সকল সময়ই সতেজ এবং তরুণ। পিচ দেওয়া পথের উপর বৃক্ষের ছায়া পড়ে শহরের সৌন্দর্য আরও বাড়িয়ে দিয়েছিল। শহরের কোথাও আবর্জনা অথবা ময়লাযুক্ত স্থান দেখতে পেলাম না। পথচারীরা কোথাও পথের উপর থুথু ফেলছিল না। শহরের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা এবং লোকের আচার ব্যবহার দেখে মনে হচ্ছিল সত্যই রডেসিয়ার ইম্‌তালী শহর একটি স্বর্গরাজ্য। তবে এখানে ইণ্ডিয়ান অথবা অন্য কোন এশিয়াটিকের দ্বারা পরিচালিত খাবারের দোকান অথবা রাত্রি যাপনের হোটেল দেখতে না পেয়ে দুঃখিত হলাম।

শহরটি অনেকক্ষণ বেড়ানোর পর মনে হল ইউরোপের কোনও গ্রামে ভ্রমণ করছি। শহরের ঠিক মধ্যস্থল দিয়ে একটি চওড়া রাস্তা লম্বালম্বি হয়ে চলে গেছে। পথের দু' পাশে বড় বড় দোকানে ইউরোপের পণ্য দ্বারা সুচারুরূপে সজ্জিত। দোকানগুলির পেছনে ছোট ছোট গলি। গলিতে অনেকগুলি মোটর কার পার্ক করা ছিল। গলির উভয় পাশে সুন্দর সুন্দর বাড়ী। এই বাড়ীগুলিতে অর্দ্ধ-নিগ্রো, দরিদ্র ইউরোপীয়ানগণ এবং ভারতবাসী বসবাস করে। শুনলাম এখানকার প্রত্যেকটি ভারতবাসীর একখানা করে মোটরকার আছে এবং সেজন্যই এতগুলি মোটরকার পথের পাশে দেখতে পাওয়া যায়।

শহরের বাসিন্দাদের মধ্যে একটি নিগ্রো পরিবারও ছিল না।

অনেকে বলে নিগ্রোদের শহরে বাস করতে দেওয়া হয় না, কেন নিগ্রোদের শহরে বাস করতে দেওয়া হয় না তার উত্তর একজন ভারতবাসী দিয়েছিলেন। এদেশের নিগোরা শহরে বাস করার শিক্ষা এখনও পায় নাই। যারা পেয়েছে তারা ইচ্ছা করলেই শহরে এসে বাস করতে পারে। কথার ভাবে বুঝলাম ভারতীয় ব্যবসায়ী মহাশয় নিগ্রোদের শহরে বাস করার বিরুদ্ধ মত পোষণ করেন। এটা হবার কথাই। গোলাম অপরকে গোলামই করে রাখতে চায়।

ইম্‌তালী শহরটিকে ইউরোপের গ্রামের সংগে তুলনা করেছি। অনেকে হয়ত জিজ্ঞাসা করবেন ইউরোপের গ্রাম কি এতই পরিষ্কার? ইউরোপের গ্রামে কি কোন গৃহপালিত জন্তু নাই? এই প্রশ্নগুলির উত্তরে বলব ইউরোপের গ্রামে গৃহপালিত পশু থাকে না। কোনরূপ গোলাবাড়ী ইউরোপের গ্রামের কাছে রাখতে দেওয়া হয় না। ইউরোপের গ্রামে যেয়ে লোক বায়ু পরিবর্তন করে। এতে বুঝতে পারা যায় ইউরোপের গ্রামগুলি কত উন্নত। ইউরোপের গ্রামের কথা ইউরোপ ভ্রমণে লিখেছি অতএব এসব বিষয় নিয়ে এখানে পুনরায় আলোচনা করা চর্ব্বিতচর্ব্বন মাত্র।

শহর পরিভ্রমণ করে লালজীর বাড়ীতে ফিরে গেলাম। লালজী আমার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। খেতে বসে লালজী দম্ভ করে বললেন ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে কেবল তিনিই স্থানীয় লাইব্রেরী হতে বই এনে পড়তে পারেন। লাইব্রেরীতে ইণ্ডিয়ানদের প্রবেশ করতে দেওয়া হয় না। বই-এর লিষ্ট দেখে নিগ্রো বয়-এর মারফতে লাইব্রেরী হতে বই আনাতে হয়। ভাবলাম আজই বিকালে স্থানীয় লাইব্রেরীতে গিয়ে কিছুটা অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হবে। খেতে বসে লালজীর অনেক কথাই শুনলাম কিন্তু বাইরে গিয়ে পরীক্ষা করবার মত আর কিছুই পেলাম না।

বিকাল বেলা শহরের লাইব্রেরীর দিকে রওয়ানা হলাম। পথে অনেকেই জিজ্ঞাসা করল কোথায় যাচ্ছি? সকলকেই বললাম লাইব্রেরীর কথা—লাইব্রেরীতে গিয়ে কি করি তা দেখার জন্য অনেকেই সংগ নিল। সাথীদের বললাম অপর ফুটপাথে যেয়ে দাঁড়ান, আপনাদেরে আমার সংগে দেখলে লাইব্রেরীয়ান্ হয়ত তার স্বরূপ না-ও দেখাতে পারে। আমার কথায় সকলেই সুখী হল এবং অন্য ফুটপাথে যেয়ে এমনিস্থানে দাঁড়াল যাতে লাইব্রেরীয়ান্ তাদের মুখ দেখতে না পারে। লাইব্রেরীর দরজার কাছে যেয়ে একটুও না দাঁড়িয়ে সোজা ঘরের ভেতর গিয়ে উঠলাম এবং লাইব্রেরীর শো-রুমে যে বই ছিল তাই দেখায় মন দিলাম। বই দেখা হয়ে গেলে যেস্থানে বসে লোক দৈনিক সংবাদপত্র পড়ে সেখানে যেয়ে একটি চেয়ারে বসে একখানা সংবাদপত্রে চোখ বুলাতে আরম্ভ করলাম। এমনি সময় লাইব্রেরীয়ান্ ধীরপদনিক্ষেপে আমার কাছে আসল এবং আমার ঘারে হাতটা রেখে বললে "তবে তোমার ইংলিশ জানা আছে?"

আমি তার দিকে চেয়ে বললাম "আমি তোমাকে চিনি না দূরে সরে দাঁড়াও।"

লোকটা বললে "আমি এখানকার লাইব্রেরীয়ান্"

তোমাকে ধন্যবাদ, আমার মনে হয় তুমি একজন দার্শনিক—নয় অভদ্র। আমার ঘারে হাত রাখার তোমার কোনও অধিকার নাই।

লাইব্রেরীয়ান আর ধৈর্য রাখতে পারল না। সে আমার হাত ধরে টেনে ঘরের বাইরে এনে একটা সাইন বোর্ড দেখাল। তাতে লেখা ছিল Only for Europeans—"শুধু ইউরোপীয়ানদের জন্য।" এরপর আর আমার বলার কিছুই ছিল না। চলে আসবার সময় বললাম "সাইন বোর্ডটি দরজার সামনে টাংগিয়ে দিলেই ভাল হত? লাইব্রেরীয়ান্ আর

কোন কথা না বলেই গট্‌গট্‌ করে চলে গেল। দেশী ভাইরা যারা অন্য ফুটপাথে দাঁড়িয়ে আমার জন্য অপেক্ষা করছিল তারা আমার কাছে এসে বলল এমনি করেই আমাদের জীবন এদেশে কাটাতে হচ্ছে। আমাদের ধন আছে কিন্তু মান নেই। আমরা সংখ্যায় মাইনরিটি।

দেখতে দেখতে অনেকগুলি লোক ফুটপাথের উপর জমে গেল। জনতা ফুটপাথ ছেড়ে দিয়ে পথের উপর দাঁড়াল। জনতাকে লক্ষ্য করে বললাম, "যদি আপনাদের এদেশে থাকতে হয় তবে নিগ্রোদের সাহায্য পেতে হবে। এশিয়াটিক এসোসিয়েশনে নিগ্রোদেরও সভ্য করতে হবে, তারপর দেখবেন মুষ্টিমেয় ইউরোপীয়ান্ আপনাদের কাছে মাথা নত করবে।" জনতা বাড়তে না দিয়ে আমিই সরে দাঁড়ালাম এবং তাড়াতাড়ি করে একজন ইণ্ডিয়ানের ঘরে গিয়ে আশ্রয় নিলাম। পর্যটক বিদেশে গিয়ে হল্লা করে না, বিদেশের সংবাদ স্বদেশে নিয়ে আসে মাত্র।

পরের দিন সকাল বেলা স্থানীয় পোষ্টাফিসে গেলাম। পোষ্টাফিসের দুটি দ্বার। একটি দ্বারে লেখা রয়েছে "শুধু ইউরোপীয়ানদের জন্য", অন্যটিতে কিছুই লেখা ছিল না। যে দ্বারে শুধু ইউরোপীয়ানদের জন্য লিখা ছিল সেটা ছিল পোষ্টাফিসের সামনের দিক, আর যে দ্বারে কিছুই লিখা ছিল না সে দ্বার ছিল পোষ্টাফিসের পেছন দিক। আমি সে দ্বার দিয়েই পোষ্টাফিসে প্রবেশ করছিলাম। দ্বার ডিংগিয়ে গিয়ে পোষ্টাফিসের দরজায় দাঁড়িয়ে দেখলাম একজন অর্দ্ধ-নিগ্রো কাউণ্টারে বসে আছেন। আমার কোনও চিঠি আছে কি না তাই জিজ্ঞাসা করায় তিনি "পোষ্ট রেষ্টে ইসি" ফাইলটি দেখে বললেন "না মাশায়", লোকটিকে ধন্যবাদ জানিয়ে চলে আসলাম।

চলে আসার সময় নিগ্রো লোকটিকে "থ্যাঙ্ক ইউ স্যার" বলেছিলাম।

পেছনের গেট পার হয়ে বাইরে আসা মাত্র ভেতর থেকে একজন শ্বেতকায় এসে বলল "নিগ্রোদের" স্যার "বলতে নেই, এতে ভারতবাসীর পক্ষে বদনাম এবং অপমান হয়।" শ্বেতকায় কর্মচারীটিকে বললাম আমার কাছে শ্বেতকায় এবং কৃষ্ণকায়ে কোনও প্রভেদ নেই, অতএব দরকার বোধে সবাইকেই স্যায় বলব। কিন্তু কারো পদাঘাত সহ্য করব না। তোমাদের পোষ্টাফিসে আসা আমার নিতান্ত অন্যায় হয়েছে—ঐ দেখ লিখা রয়েছে শুধু ইউরোপীয়ানদের জন্য। আজ যদি আমি তোমাদের কাছ থেকে বিশেষ সুবিধা নেই তবে আগামী কল্য যে আমরা ধ্বংস হয়ে যাব। "তোমার উপদেশের জন্য তোমাকে ধন্যবাদ মাশায়।" লোকটি আর কোন কথা না বলে আফিসে চলে গেল।

সেদিন সকাল বেলা কালার্ড স্কুলে একটি সভা হয়। সভায় সভাপতির আসন পাঠান মহাশয়ই গ্রহণ করেন। সর্বপ্রথমই কালার্ড স্কুল কাকে বলে সে কথাটি আমায় বুঝিয়ে দেন। তিনি বলেছিলেন এই স্কুলে শুধু অর্দ্ধ-নিগ্রো এবং এশিয়াটিকরাই প্রবেশ করতে পারে। খাঁটী নিগ্রোদের এখানে প্রবেশ নিষেধ। আমার লেকচারের সময় অন্যান্য দেশের কথা শেষ করে কালার্ড স্কুল সম্বন্ধেই কিছু বলতে হয়েছিল। "বলছিলাম আপনারা শ্বেতকায় দ্বারা ঘৃণিত হন।" স্বচক্ষে দেখলাম আপনারা পোষ্টাফিস এবং লাইব্রেরীতে প্রবেশ করতে পারেন না। ঘৃণার প্রতিশোধ নির্যাতিত জাতকে ঘৃণা নয়, নির্যাতিতদের উন্নত করা এবং নিজের সমপর্যায়ে টেনে আনাই হল ঘৃণার প্রকৃত প্রতিশোধ।

রাত্রে নিগ্রো এবং ইণ্ডিয়ানরা মিলে আমাকে এক ভোজ দেন। ভোজে খাদ্যের প্রাচুর্য হয়েছিল। যা রান্না হয়েছিল তার এক-তৃতীয়াংশও খাওয়া হয়নি। পরের দিন সকাল বেলা গ্রামের গরীব নিগ্রোরা খাদ্যের সদ্ব্যবহার করেছিল। ভোজের আয়োজন দেখেই বুঝতে পেরেছিলাম এ

যেন বাংলা দেশের ব্রাহ্মণ ভোজন। কিছু খাওয়া হবে আর কিছু ফেলা।

ভোজ হতে বিদায় নিয়ে যখন লালজীর ঘরের দিকে আসছিলাম তখন নীল আকাশের সুন্দর চন্দ্রালোকে শ্বেতকায় যুবক-যুবতীগণ তাদের জাতের পরিচালিত রেঁস্তোরায় বসে আনন্দ করছিল আর আমরা চোরের মত পথ চলছিলাম। ইম্‌তালীতে ভারতবাসী এবং অর্দ্ধ-নিগ্রোর সংখ্যা শ্বেতকায়দের চারগুণ হবে কিন্তু স্বভাবের দোষে নিজেদের রেস্তোরা অথবা হোটেল ছিল না। আমাদের দেশের লেখক অথবা কথকগণ রেস্তোরা অথবা রাত্রি যাপনের হোটেলের কথা উঠলেই ভারতবাসীর প্রাচীন আতিথ্যের অহংকার করেন এবং জোর গলায় ইউরোপীয় সভ্যতাকে তৃতীয় শ্রেণীর সভ্যতা বলে গাল দেন। কিন্তু সেরূপ লোকের মুখেই আবার বাহাদুরীপূর্ণ ভাষায় বলতে শুনা যায় "আজ অমুক রেস্তোরায় খেয়ে আসলাম, কাল অমুল হোটেলে শুয়েছিলাম। আফ্রিকাতে আঠার মাস লোকের বাড়ীতে থেকে এবং খেয়ে আমার যতটুকু অধঃপতন হয়েছিল তেমনটি আর কিছুতেই হয়নি। যাদের মনের বিকাশ হয় নাই অথবা স্বাধীন ভাব মনে জাগরিত হয় নাই তারাই পরের বাড়ীতে খেতে এবং শুতে কোনরূপ কষ্টানুভব করে না।

রডেসিয়ার পথে প্রান্তরে

ইম্‌তালীর ইণ্ডিয়ানদের সংগে তিন দিন কাটিয়ে চতুর্থ দিন দক্ষিণ রডেশিয়ার পথে বের হলাম। দক্ষিণ রডেসিয়ার পথ বড়ই সুন্দর এবং উপভোগ্য। দুটা পিচ্ দেওয়া ষ্ট্রেপ্ কালো সাপের মত একেবেঁকে এগিয়ে চলছে। পথের দুদিকে কোথাও গভীর অরণ্য আর কোথাও সাজানো বাগান। লোকের বসবাস যদিও নেই তবুও পথের দুদিকে গোলাবাড়ীর নিদর্শন স্বরূপ সরু তারের বেড়া রয়েছে। এরূপ পথ পেলাম মাইল দশেক। তারপর এসব ছিল না, শুধু পথটিই একেবেঁকে চলছিল। পথের দু'পাশে বন উপবন দূরে দূরে ছিল। স্থানীয় সরকার পথের দুপাশের বন জংগল কেটে পরিষ্কার রাখছিল। বন জংগল কেটে যদি পরিষ্কার না রাখত তবে বনের হিংস্র জীব দিনের বেলায়ই পথিককে আক্রমণ করত। এরূপ জনমানবহীন পথ পেলাম তেইশ মাইল। ক্রমাগত তেইশ মাইল পথ চলে একটু হয়রাণ হয়েছিলাম কিন্তু ওডি ব্রিজ নামক স্থানে আসার পরই শরীরের অবসাদ দুর হল।

কলকল করে একটি সুন্দর নদী বয়ে যাচ্ছিল। নদীর নাম OEZI BRIDGE। স্থানীর লোক ODZI কথাটাকে ওডি উচ্চারণ করে সেজন্য আমিও ওডিই উচ্চারণ করলাম। ওডি শব্দের মানে হল "আসতে পারি কি ?"

সেতুটি পার হবার পর নদী তীরে অনেকক্ষণ বসলাম। সাধারণত কোথাও বসে থাকতে ভালবাসতাম না, গন্তব্যস্থানে পৌছে বিশ্রাম করাই ছিল আমার অভ্যাস, কিন্তু সেতুর পার্শ্বের প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী আমাকে আকর্ষণ করেছিল। সেজন্যই বসতে বাধ্য হয়েছিলাম। ভাবছিলাম এমন সুন্দর দৃশ্য ভারতের কোন কোন স্থানে দেখতে পাওয়া যায়। মনে হল মাতৃভূমিতে চৈত্র মাসের কথা, বৃক্ষরাজি তখন নব পল্লবে শোভিত হয়, নানা রকমের পাখী তখন সুমধুর রাগিনীতে গান করতে থাকে। কোকিল কুহু কুহু স্বরে ডাকে। এখানে এসেও কোকিলের ডাক শুনলাম, কোকিলের ডাক আমাকে বসিয়ে রেখেছিল। সব ভুলে গিয়েছিলাম, হঠাৎ মনে হল আমি অবাস্তবী ভাবপ্রবণ। তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়ালাম, কিন্তু যাই কোথায়? আজ ত আমাকে এখানেই থাকতে হবে। নিগ্রোদের গ্রাম পথের কাছে কোথাও ছিল না। নিগ্রোরা যে-সকল গ্রামে থাকে সে-সকল গ্রামে সাইকেল নিয়ে যাওয়া চলে না। পথের পার্শ্বে কয়েকটি নিগ্রোর সংগে দেখা হল। তারা অনর্গল ইংলিশ বলতে পারত। তাদের মধ্যেই একজন শ্লেষ করে বলল "বানা (মিষ্টার) তোমরা আমাদের সংগে থাকতে ভালবাস না আবার শ্বেতকায়রাও তোমাদের দেখতে পারে না। যদিও আমাদের গ্রাম এখান হতে বহুদূরে তথাপি তোমাকে আমাদের গ্রামে নিয়ে যেতাম, কিন্তু নিব না। পাশের শ্বেতকায় লোকটির বাড়ীতে রেখে আসব। এক রাত এদের সংগে কাটাও বেশ জ্ঞান হবে, চল নিয়ে যাই। নিগ্রো লোকটির কথায় প্রতিবাদ করলাম না। তার সংগে চললাম। কতক্ষণ চলার পর সে আমাকে একজন শ্বেতকায় লোকের বাড়ী দেখিয়ে দিল। শ্বেতকায় লোকটি জাতে বুয়র। তার বাড়ীর কাছে যেয়ে দেখলাম বাড়ীর চারদিক কাটাওয়ালা লোহার তার দিয়ে ঘেরা। অতিকষ্টে সাইকেলটা লোহার

তার পার করে যখন ঘরের কাছে আসলাম তখন একটা মস্ত বড় কুকুর ঘেউ ঘেউ করে আমাকে সম্বর্দ্ধনা করল। কুকুরের ভয়ে ভীত না হয়ে কুকুরের মাথায় হাত দিয়ে একটু আদর করা মাত্র কুকুরটি ঠাণ্ডা হল। ইতিমধ্যে একটি যুবক এসে আগেই নমস্কার জানিয়ে জিজ্ঞাসা করল "কি চাই ?"

বুয়র যুবককে সাধারণ ভাষায় বললাম "আজ রাত তোমাদের বাড়ীতে থাকতে চাই, পথ দেখিয়ে নিয়ে চল ত। তাদের বাড়ীতে রাত্রে থাকতে পারব কি পারব না সে সম্বন্ধে কোন চিন্তা না করেই যুবক বলল "এদিকে আসুন come this way Sir।" যুবকের "স্যার" কথাটী শুনে আমার মন অনেকটা শান্ত হল। এগিয়ে চললাম, কুকুরটী আমাদের পেছনে চলল, অবশেষে যখন আমরা বুয়র যুবকের বাড়ীতে পৌঁছলাম তখন তার বাবা অতীব অভদ্রভাবে ঘরের বারান্দায় যেতে বললে। বারান্দায় উঠে নিজের পরিচয় দিলাম। একটু বসার পরেই ভদ্রলোকের স্ত্রী এক পেয়ালা কাফি খেতে দিলেন। কাফির পেয়ালা হাতে করে একখানা চেয়ারে বসলাল, এতে বুয়রের মনের পরিবর্তন হল। তার মনের ভাব বুঝে চেয়ার হতে উঠতে যাচ্ছি এমন সময় বললে "এখন বসতে পারেন কিন্তু অন্য কোন ভদ্রলোকের সামনে আপনাকে বসতে দিতাম না, কারণ হাজার হউক আপনি একজন "কুলি !"

দক্ষিণ আফ্রিকার লোকের ভাষায় সকল ভারতবাসীই কুলি। সেখানকার শ্বেতকায়দের গুজরাতী মুসলমানেরা বুঝাতে চেয়েছিলেন তারা মুসলমান কুলি নন। বুয়রগণ সেকথা বুঝতে চেষ্টা না করে পেগিং বিল পাশ করেছে এরপরে আরও বিল পাশ করবে। কেউ তাতে বাঁধা দিতে পারবে না এবং বাধা দেওয়া সম্ভবও হবে না। যারা ধর্ম্মের মাপকাঠি দিয়ে জাতের নির্ণয় করতে চায় তাদের ভাগ্যে এরূপ দুঃখের কালিমাই

বিদেশীরা লেপে দেয়। কোনও তুরুক আরব অথবা ইরাণী নিজেদের মুসলমান বলে পরিচয় দেয় না, শুধু ভারতের লোকই ধর্মের নামে নিজের জাতের পরিচয় দেয়।

যে মুহূর্তে বুয়র ভদ্রলোক আমাকে কুলি বলে সম্বোধন করলে সেই মুহূর্তে আমার পা হতে মাথা পর্যন্ত একটা বিদ্যুত বয়ে গেল তারপরই মন আবার শান্ত হল, মনে হল হাওড়া আর শিয়ালদহ ষ্টেশনের কুলির কথা। তারা কি আমাদের পর? তারা আমাদের পর না হলেও তাদের আমরা নিজের লোক ভাবি না। যেদিন আমারা কুলিদের টেনে উঠাতে পারব সেদিন দক্ষিণ আফ্রিকার বুয়রদের বলতে পারব "তোমরা আমাদের কুলি বল আর যা ইচ্ছা তাই বল, আমাদের দেশের মানুষের আত্মসম্মান আছে, প্রচুর খেতে পাচ্ছে, শুইবার সুন্দর ঘর আছে।"

মনের কথা মনেই থাকল বুয়র লোকটীর সংগে কথা আরম্ভ হল, দেখলাম লোকটীর মন পরিষ্কার, গোপন রেখে কোন কথাই বলছে না। কথার মধ্যে আমার প্রতি উদ্দেশ করে "স্যার" শব্দটীও মাঝে মাঝে ব্যবহার করছে।

কথা প্রসংগে বুয়র লোকটীকে জিজ্ঞাসা করলাম "আপনার দেশ হল দক্ষিণ আফ্রিকাতে, এদেশে কি করে রেল কোম্পানীর ঘর পেলেন?"

বুয়র ভদ্রলোক হেসে বললে "ওহো সে-কথা, রডেসিয়া এখনও দক্ষিণ আফ্রিকার মত সমৃদ্ধিশালী হয় নাই, এদেশের রেলপথ দক্ষিণ আফ্রিকার মূলধনে পরিচালিত হয় এবং সেজন্যই আমরা এদেশে চাকরী পেয়ে থাকি। রডেশিয়াতে যদিও ডোমিনিয়ন ষ্টেটাশ রয়েছে তবুও দেশটীর দক্ষিণ আফ্রিকার উপর অনেক কিছু নির্ভর করে। এই ধরুন দেশরক্ষা। রডেশিয়াতে পল্টন নাই। এই যে দেখছেন নিগ্রোরা

আমাদের চারিপার্শ্বে বসে রয়েছে এরা কি কম, পারলে মানুষের মাংস পর্যন্ত খেতে চায়। এদের যদি সায়েস্তা করে রাখতে হয় তবে দক্ষিণ আফ্রিকার সামরিক সাহায্য নিতে হ'বেই।

এদেশের নিগ্রোরা কি মানুষের মাংস খায়? প্রশ্নটী জিজ্ঞাসা করেই বুয়র ভদ্রলোকের দিকে চেয়ে থাকলাম।

তিনি বললেন এরা সবই খেতে চায়, মানুষ হত্যা করে সারতে পারে না বলেই মানুষের মাংস খায় না।

বুঝতে পারলাম বুয়র ভদ্রলোক নিগ্রোদের প্রতি হাড়ে হাড়ে চটা, সেজন্য তিনি তাদের বিরুদ্ধে এরূপ মন্তব্য করতে কোনরূপ দ্বিধা করছেন না।

বুয়র লোকটির সংগে কতক্ষণ কথা বলার পরই সন্ধ্যা হয়ে এল। বুয়র-গিন্নী কতক্ষণ পর এক পেয়ালা দুধ, চিনি মিশ্রিত কাফি আর একটুকরা শুকনা রুটী আমার হাতে দিলেন। কাফির কাপে চুমুক দিতেই বুঝলাম এই রকমের কাফি নিগ্রোদেরই দেওয়া হয়। রুটীর টুকরাটা দেখেই সন্তুষ্ট হয়েছিলাম, স্পর্শ করতেও ইচ্ছা হয় নাই এবং স্পর্শ করিও নাই। কাফির পেয়ালা কোনমতে নিঃশেষ করে পেয়ালাটাকে এক দিকে রেখে দিলাম তারপর আবার কথা আরম্ভ হল।

বুয়র ভদ্রলোক কয়েকটী কথা বলেই বাইরের বারান্দাটা একটা ত্রিপল দিয়ে ঘিরে দিয়ে বললেন, এরই ভেতর আপনাকে শুতে হবে। আপনার কোন ভয় নাই পাশেই আমার কুকুরটী শুয়ে থাকবে। কোনও হিংস্রজীব যদি আপনার গন্ধ পেয়ে এদিকে আসে তবে কুকুরই চিৎকার করবে প্রথম। আমার কাছে বেশ ভাল বন্দুক আছে, অতএব মরবার ভয় খুবই কম। এই বলেই বুয়র মহাশয় স্ত্রী-পুত্রকে সংগে নিয়ে ঘরে প্রবেশ করলেন। বাইরে থাকলাম আমি এবং তার কুকুর! কুকুরটি বড়ই

ভাল। সে বোধহয় জানতে পেরেছিল আমিও তার স্বজাতি, তাই চুপ করে আমারই কাছে শুয়ে থাকল। আমারও ভাবনার কিছুই ছিল না। বারান্দার তক্তাগুলির উপর শরীরটাকে এলিয়ে দেওয়া মাত্রই ঘুম এল। পরের দিন সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠেই পাশের কুকুরটাকে সরিয়ে দিয়ে সাইকেলখানা বাইরে নিয়ে গৃহস্বামী বুয়রকে ডাকলাম। ভদ্রলোক উঠলেন এবং বললেন, সুপ্রভাত মিষ্টার কুলি, রাতটা কেটেছে ভালই এখন চল্লেন না কি ?

হাঁ স্যার, এখন যাই আপনাকে ধন্যবাদ, রাতটা এক ঘুমেই কেটেছে। বিদায় নিয়ে সাইকেল কাঁটাসমন্বিত লোহার তারের বেড়া ডিংগিয়ে পথে গিয়ে ভাবলাম, পথ তুমিই ভাল। যারা আমাকে এবং আমার জাতের লোককে ঘৃণা করে তাদের বাড়ী না গিয়ে তোমার আশ্রয় নেওয়াই কর্তব্য। এই ভেবে এগিয়ে চল্লাম অজানা দেশের অজানা পথে।

রুসাপী (Rusapi) ছিল আমার গন্তব্য স্থান। কয়েক মাইল যাবার পরই ক্রমাগত চড়াই পাচ্ছিলাম। সেজন্য বেশ কষ্ট হতে লাগল। গত রাত্রে খাওয়া হয়নি, এতে শরীরটা খুবই দুর্বল হয়েছিল। পেটের বেল্টটা আরও কষে অগ্রসর হতে হল। কতক্ষণ যাবার পর পথেরই পাশে কয়েকটি নিগ্রো ছেলেকে খেলতে দেখে ভাবলাম এদের গ্রাম নিকটেই আছে। চারিদিকে চেয়ে দেখলাম গ্রাম কোথাও নেই।

একটি নিগ্রো ছেলেকে জিজ্ঞাসা করলাম তোমাদের গ্রাম কোথায় ? ছেলেটি আগের পথটাই দেখিয়ে দিল। মাইল তিনেক যাবার পর ছোট্ট একখানা নিগ্রো গ্রাম পেলাম। গ্রামের অবস্থা শোচনীয়, ঘরগুলি ভেংগে পরেছে। একজন নিগ্রোকে বসা দেখে তার হাতে একটি শিলিং দিয়ে বললাম "রুটি"। লোকটি খাদ্য চাইছি বুঝল এবং আমাকে টেনে নিয়ে গ্রামের পেছনে একখানা দোকান দেখাল। হাফ ছেড়ে বাঁচলাম।

দোকানে যে লোকটি কাজ করত সেও নিগ্রো। নিগ্রোরা সকল সময়ই একান্ত বাধ্য। তাকে বলে খাবারের বন্দোবস্ত করলাম এবং তারই বিছানায় কতক্ষণ বিশ্রাম করে ম্সাপী নামক স্থানের দিকে রওয়ানা হলাম।

কতক্ষণ চলার পরই পথের পার্শ্বে কতকগুলি নিগ্রোকে কাজ করতে দেখে দাঁড়ালাম। তাদের শরীরে একটুকরাও বস্ত্র ছিল না। আমাদের দেশে দরিদ্র লোক যেমন করে নেংটী পরে কাজ করে ঠিক্ তেমনি তাদের নেংটীই ছিল। সে নেংটী ছিল চামড়ার। আমাকে দাঁড়াতে দেখে একজন লোক কাছে আসল এবং বলল তাদের কিছু শিলিংএর দরকার সেজন্য তারা আজ কাজ করছে। তাদের নিযুক্তকারী বলেছেন যদি তারা পথে ভাল কাজ করে তবে আজ রাত্রে যে বিয়ে হবে তাতে প্রচুর মদ খেতে দিবেন। তাদের জিজ্ঞাসা করলাম "যে গ্রামে বিয়ে হবে সে গ্রাম কতদূর ?" একজন আংগুল গুনে বলল চার-পাঁচ মাইল দূর হবে। ভাবলাম আজ নিগ্রোদের বিয়ে দেখতে হবে। লক্ষ্য করার বিষয় লোকটীকে আমি ডাকি নাই অথচ সে আমার কাছে আসল এবং কেন কাজ করছে তাই অনর্গল বলে ফেলল। এসব হল মানসিক দুর্বলতার লক্ষণ।

চার পাঁচ মাইল পথ ঘণ্টা খানেকের মধ্যে চলে গিয়ে দেখলাম পথের পাশেই একখানা গ্রাম। গ্রামে লোকজম নেই বল্‌লেই চলে। গ্রামের কাছেই এক পাশে তিনটী বৃষ এবং চারটী গাই একটা গাছের সংগে বাঁধা ছিল। গরুগুলি দেখেই মনে হল এখানে কোথাও বিয়ে হবে। সাইকেলটী দাঁড় করিয়ে নিকটস্থ ছোট্ট নদীতে গিয়ে হাত মুখ ধুয়ে একটী ঘরের দাওয়ায় বসলাম। কতক্ষণ বসে থাকার পর তন্দ্রা আসল। বিছানা না করেই ডান হাতকে বালিশ করে শুয়ে পড়লাম।

কতক্ষণ ঘুমানোর পর উঠে বসলাম। বসে ছিলাম অনেকক্ষণ তারপর একটী যুবক আসল। যুবকের বয়স পঁচিশের কম হবে না। সে আমার দিকে চেয়ে থেকে বলল তারই বিয়ে। গরু দেখিয়ে বলল এসব পাবে মেয়ের মা এবং একটা বৃষ দেখিয়ে জানাল এটাকে আর কতক্ষণ পরই হত্যা করা হবে। বিয়েতে যারা আসবে তারা এই বৃষের মাংসের রোষ্ট খাবে। যুবককে বললাম "আজ এখানেই থাকব।" আমি যেই বললাম আজ এখানেই থাকব আর তাকে পায় কে। লাফ দিয়ে ঘরের চালের ছন ছুইল, গরুগুলিকে পদাঘাত করল, তারপর মাটীতে পরে একটা উল্টোবাজি খেয়ে আমার সংগে করমর্দন করল। আমি যদি সেই আনন্দের দৃশ্যটী প্রথম দিনই দেখতাম তবে নিশ্চয়ই ভয় পেতাম কিন্তু নিগ্রোদের সংগে ক্রমাগত সাত আট মাস থাকার দরুণ এদের আচার ব্যবহারে অনেকটা অভ্যস্ত হয়ে ছিলাম। যুবকের হাভভাব দেখে মনে হ'ল তার বিয়েতে নিগ্রো ছাড়া ভিন্ন জাতের লোক উপস্থিত থাকবে না।

যুবকের আনন্দ দেখে বেশ সুখী হলাম। চা খাবার ইচ্ছা হচ্ছিল। যুবককে বললাম এই নাও এক শিলিং, দেখত একটু চায়ের যোগাড় করতে পার কি-না। যুবক শিলিংটী হাতে নিয়ে নিকটস্থ দোকানে গিয়ে মস্ত বড় কাপে এক কাপ চা নিয়ে আসল। চা খেয়ে বেশ আরাম পেলাম। ইচ্ছা হল গ্রাম্য দোকানে গিয়ে দোকানের অবস্থা দেখি কিন্তু তা আর হয়ে উঠল না। ইতিমধ্যে কয়েকজন লোক আসল এবং একটী ডুমুরু বাজিয়ে নৃত্য আরম্ভ করল। তাদের প্রত্যেকের পরনেই চামড়ার বেল্ট ছাড়া আর কিছুই ছিল না। নৃত্য আরম্ভ হওয়ার সংগে সংগেই মেয়ের মা আসল এবং একটা বৃষকে ছেড়ে দিল। বৃষটা মুক্ত হওয়া মাত্র দৌড়াতে থাকল। যারা নৃত্য আরম্ভ করছিল তারা বৃষের পেছন দিকে নানারূপ অস্ত্র দিয়ে আক্রমণ করল। বৃষটা বেশীক্ষণ দৌড়াতে পারল না।

পশুরা পশু হত্যা করল। তারপর পশু মাংস একটা ঘরে অতি যত্নের সহিত রাখল। মেয়ের মা বৃষ মাংস অর্দ্ধপক্ক হবার পর সর্বপ্রথম কিছুটা খেয়ে নিল। তারপর তার মেয়েটীকে নানারূপ ঝিনুকের গহনায় সজ্জিত করে সকলের সামনে আনল। মেয়েটী অবনত মস্তকে একখানা চামড়া দিয়ে সমস্ত শরীর ঢেকে দাঁড়াল। ছেলেটীও মস্তবড় একখানা মহিষের চামড়া দিয়ে সর্বাংগ জড়িয়ে দাঁড়াল। তারপর নবাগতেরা এবং গ্রামবাসীরা সকলে যুবক যুবতীর চারদিকে দাঁড়িয়ে কতক্ষণ গান গাইল, গানের পরে অনেকক্ষণ নৃত্য করল। নৃত্য হয়ে গেলে নব বিবাহিত যুবক যুবতী অন্ধকারে উধাও হয়ে গেল। গ্রামবাসীরা গোমাংসের সংগে ভুট্টার ছাতু মিলিয়ে যা পাক করল সকলে মিলে তাই খেল। আমি যে একজন বিদেশী তাদেরই কাছে বসে আছি সেদিকে কিন্তু তাদের দৃষ্টি ছিল না। খাওয়া হয়ে গেলে অন্য গ্রামের লোক নানারূপ গান গেয়ে বিদায় নিল এবং গ্রামের লোক আপন আপন ঘরে শয্যা গ্রহণ করল।

তখনও আমার খাওয়া এবং ঘুমানোর বন্দোবস্ত হয় নাই। এখন কি করতে হবে তাই নিয়ে মহাসমস্যায় পড়লাম। সাইকেলটা সংগে করে নিয়েই গ্রাম্য দোকানের দিকে অগ্রসর হলাম। কতক্ষণ যাবার পরই দেখতে পেলাম প্রকাণ্ড একটা বাতি জ্বলছে। বাতির কাছে কতকগুলি লোক নৃত্য করছে। তাড়াতাড়ি করে সেখানে গিয়ে দোকানীকে আমার জন্য কিছু খাবারের বন্দোবস্ত করতে বললাম। দোকানী বেশ ভদ্রলোক' সে গ্রাম্য আনন্দ পরিত্যাগ করে আমার জন্য ভাত রেধে দিল। আমি ইত্যবসরে স্নান করে এলাম। দোকানে মাখন, এবং ক্রিম ছিল। রাত্রে খাবারের বেশ ভালই বন্দোবস্ত হল। খাবারের পর যে ক্রিমটুকু ছিল তাই দিয়ে কাফি তৈরি করে খেয়ে নিগ্রোদের গান শুনলাম। নিগ্রোরা বিদেশী মদ ত খেয়েছিলই উপরন্তু তাদের নিজেদের

তৈরী মদও খেয়েছিল। রাত দুটা পর্যন্ত এদের নৃত্য দেখে দোকানীর বিছানাতেই শুয়ে থাকলাম। দোকানী কোথায় শুয়েছিল সে সংবাদ আমার জানা ছিল না।

নিগ্রোদের কাছে বিয়ে করা মহা ঘৃণ্য কাজ। তারপর যখন যুবতী গর্ভবতী হয় তখন তার ছুঁয়া জলও কেউ স্পর্শ করে না। সন্তান হবার কয়েক মাস পর শিশুর মায়ের কাছে সবাই আসতে আরম্ভ করে। মেয়ের মা অথবা নিকটস্থ আত্মীয় ছাড়া গর্ভবতীর সন্নিকটে কেউ আসে না এজন্যই বোধহয় নিগ্রোদের ছেলেমেয়ের সংখ্যা খুবই কম। নিগ্রোদের ছেলেমেয়ের সংখ্যা খুব বেশী হয়ত দুই হতে তিন। এই নিয়মটী অসভ্য নিগ্রোদের মধ্যে এখনও আছে। যারা সভ্য হয়েছে তাদের মধ্যে আবার ছেলেমেয়ের সংখ্যা আমাদের চেয়েও বেশী। সভ্যদের ছেলেমেয়ের সংখ্যা যেমন বেশী হয় তেমনি শিশু মরকও বেশ আছে। অসভ্যদের মধ্যে শিশুমৃত্যু নাই বললেও চলে। সভ্য নিগ্রোদের শিশুরা যাতে না মরে সেজন্য স্থানীয় সরকার একটুও পরওয়া করে না। স্থানীয় সরকার নিগ্রোদের শিশুর মৃত্যু সংবাদ হয় আনন্দের সহিত গ্রহণ করে নয়ত একটা বন্যজীব মরেছে এ-ধারণাই মনে পোষণ করে। নিগ্রোদের জন্য হসপিটাল কোথাও দেখি নাই।

সকালে ঘুম থেকে উঠেই বয়কে যুবক যুবতীর সংবাদ জিজ্ঞাসা করলাম। দোকানের চাকরটী বললে যুবক যুবতী নিকটস্থ একটী গ্রামে বাস করছে। সেখানে যুবক তার জন্য পূর্বেই ঘর তৈরী করেছিল এবং ভবিষ্যতে যুবক সেখানেই থাকবে। যুবকের চিরতরে গ্রাম পরিত্যাগের কথা শুনে অনেকক্ষণ ভাবলাল তারপর চিন্তার অবসান হল বটে কিন্তু গ্রাম পরিত্যাগ করার কারণ খুঁজে পেলাম না। যুবতীর বয়স কমের পক্ষে পাঁচিশ যুবকও সেই বয়সেরই, এরূপ অবস্থায় নূতন গ্রামে নূতন

ভাবে বাস করতে কোনই কষ্ট হয় না, তবুও নূতন গ্রাম, নূতন মানুষ একথাটাই আমাকে একটু চিন্তিত করে তুলেছিল।

বেলা হচ্ছিল, গ্রামে বেশীক্ষণ বসে থাকা ভাল হবে না ভেবে অনিচ্ছা সত্ত্বেও গ্রাম পরিত্যাগ করলাম।

নিগ্রো গ্রাম হতে বের হয়ে পুনরায় পথে এলাম। পথের দুপাশে কয়েকট বড় বড় গাছ দেখতে পেলাম। গাছগুলি আমাদের দেশের কদম গাছের মত। দেখতে বড়ই সুন্দর! গাছের গায়ে কে বা কাহারা কতকগুলি টীনের পাতে "ভোট ফর্" লিখে এটে দিয়েছিল। বুঝলাম এদেশে ইলেকশন্ আরম্ভ হয়েছে। যতই এগিয়ে যেতেছিলাম ততই "ভোট ফর্" সংখ্যা বেড়ে চলছিল।

দক্ষিণ রডেসিয়াতে অনেক ভারতবাসীর বাস। তাদের ভোট আছে, কিন্তু নিজের লোক পার্লামেণ্টে পাঠাবার অধিকার নাই অথবা কোন ইণ্ডিয়ানের পক্ষে রডেসিয়ার পার্লামেণ্টে সভ্য হবার অধিকার নাই। বৃটেনে ইণ্ডিয়ানদের সে অধিকার আছে। এখানে ইণ্ডিয়ানদের স্বার্থ রক্ষা করার জন্য পার্লামেণ্টে একজন সভ্য থাকেন, সেই সভ্যকে ইণ্ডিয়ানরা ভোট দিয়ে পাঠায়।

"ভোট ফর্" বিজ্ঞাপনের ছড়াছড়ি দেখে মনে হল ইণ্ডিয়ানরা এপথে আসা-যাওয়া করে, কিন্তু কখন? একটী ইণ্ডিয়ানকেও যে পথ চলতে দেখতে পাচ্ছি না। যে দু'একখানা মোটরকার দেখতে পাচ্ছি তাতে শুধু ইউরোপীয়ানরাই যাওয়া আসা করছে।

রূপাসী তখনও অনেক দূরে। পথের দু'পাশে প্রাকৃতিক দৃশ্যও ছিল। শরীর অবসন্ন হয়ে আসছিল সেজন্য পথে দাঁড়ালাম। অনেকক্ষণ বিশ্রামের পর রূপাসীর দিকে রওয়ানা হবার পূর্বে ইচ্ছা হল জংগলে বেড়ালে ভাল হবে। এমন সুন্দর বন কি আর দেখতে পাব? কিন্তু

সংগে খাদ্য না থাকায় বনের সৌন্দর্য ভুলে শহরের দিকে রওয়ানা হতে বাধ্য হলাম!

রূপাসী গণ্ডগ্রাম। গ্রামের বাসিন্দা সকলেই ইণ্ডিয়ান। ভারতবাসী অধ্যুসিত গ্রামে পৌঁছে মনে হল না সেখানে ভারতবাসী বাস করে। রাস্তা পরিষ্কার, বাড়ীগুলির সামনে সামান্য আবর্জনাও দেখতে পাওয়া যায় না। ঘরের বারান্দা হতে আরম্ভ করে যতটুকু দেখা যায় কোথাও একটুও আবর্জনা নাই। মেথর অথবা ঝাড়ুদারদেরও প্রচলন নাই। গ্রামটি ইণ্ডিয়ান নয় মনে হবার বিশেষ কারণ হল আমাদের বাইরে বেড়ানো অভ্যাস, এখানের লোক ঘরের বাইরে বেড়ায় না। দরকার বোধে খেলার মাঠে যায়, মোটরে গ্রামান্তরে যায় কিন্তু পথে অনর্থক পাইচারী করে না।

গ্রামে নানা রকমের লোক। তামিল, তেলেগু, গুজরাতী এবং দু'একজন হিন্দুস্থানী। একজন গুজরাতী ভদ্রলোকের বাড়ীতেই অতিথি হলাম। গুজরাতী ভদ্রলোক যুবক, হালে বিয়ে হয়েছে। বাড়ীতেই ছিলেন। অতিথি থাকবার ব্যবস্থা থাকায় আমার জন্য কিছুই নূতন করে করতে হল না। অতিথির জন্য বাথরুম এবং সুন্দর বিছানা ছিল।

গুজরাতীদের মধ্যে স্ত্রীস্বাধীনতা আছে। নব বিবাহিত যুবতী আমাকে দেখতে এলেন। তার মুখে একটুও সঙ্কোচ ছিল না। আমার জন্য এক পেয়ালা চা এনে যুবতী বললেন "চা খাও"।

চায়ের পেয়ালা হাতে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম "তুমিই বোধহয় এবাড়ীর গৃহকর্ত্রী?"

হাঁ, তুমি ডাল ভাত খাও?

হাঁ, আর কি খাব? ভাত বেশী করে পাক করো, তোমাদের মত অল্প চারটে ভাত খেয়ে আমার পেট ভরে না।

বেশ তাই হবে। বেশী করে ভাত রাঁধব, দেখব তুমি কত ভাত খেতে পার।

যুবতীর স্বাধীন ভাবে কথা বলা দেখে মনে হল তার জন্ম ভারতে হয় নাই। যদি এই যুবতীর জন্ম ভারতে হত তবে এরূপ পরিষ্কার এবং সহজভাবে আমার সংগে কথা বলতে পারত না।

যুবতী চলে গেলে একটু বিশ্রাম করলাম এবং নিকটস্থ ইউরোপীয়ান গ্রাম দেখতে বেরিয়ে পড়লাম। ইণ্ডিয়ান্ গ্রাম হতে ইউরোপীয়ান গ্রাম বেশী দূরে নয়। তাদের বাড়ী বাংলো ধরণের। যদিও তাদের গ্রামে একশত লোকেরও বসতি হবে না, তবুও তাদের গ্রামে চায়ের দোকান, হোটেল, প্রমোদ উদ্যান সবই রয়েছে। রেঁস্তোরা অথবা চায়ের দোকান দেখার মত জিনিষ। দোকানগুলি সজীব লতাপাতা দিয়ে সাজানো। টেবিল চেয়ার যদিও মামুলী কাঠের তৈরী কিন্তু প্রত্যেকটী জিনিষ আরামদায়ক এবং নয়নাভিরাম। ইউরোপীয়ান গ্রামে পৌছে সাইকেল একটা ল্যাম্পপোষ্টে দাঁড় করিয়ে রেঁস্তোরায় একখানা চেয়ারে বসলাম। ইউরোপীয়ান্ বয় তখন কাজে ব্যস্ত ছিল। কাজ হতে ফিরে আমাকে দেখতে পেয়েই জিজ্ঞাসা করল "কি চাই ?"

ক্রিম চাই, কোয়ার্টার পাউণ্ড ক্রিম নিয়ে এস ত!

বয় কিছু না বলে একটা কাগজের ঠোংগায় কোয়ার্টার পাউণ্ড ক্রিম নিয়ে এল! তাকে তার প্রাপ্য এক শিলিং দেবার পর ঠোংগাটা মুখে ঢেলে দিয়ে নিমিষের মধ্যে ক্রিম নিঃশেষ করে ঠোংগাটা পকেটস্থ করলাম কারণ ঠোংগা ফেলার মত স্থান সেখানে ছিল না।

চলে আসার সময় বয় বলল এখান থেকে ক্রিম কিনতে পার কিন্তু কখনও চেয়ারে বসো না। দাঁড়িয়ে থেকে আমাকে ডাকবে?

চেয়ারে বসব ক্রিমও খাব দেখব তুমি কি করতে পার।

মদ খাবার জন্য মাতাল যেমন আগ্রহান্বিত হয় আমিও ক্রিম খাবার জন্য আগ্রহান্বিত থাকতাম, ক্রিম খেলে শরীর ভাল থাকত তাই ক্রিম খাওয়ার এত আগ্রহ।

গুজরাতী ভদ্রলোকের বাড়ীতে ফিরে এসে দেখতে পেলাম তার বসবার ঘরে অনেক লোক তর্কবিতর্ক আরম্ভ করেছে। তর্কের বিষয়বস্তু ইলেকশন।

কনসারভেটিভ্ পার্টির পক্ষে কি শোসিয়েলিষ্ট পার্টির পক্ষে ভোট দেওয়া হবে এই নিয়ে তুমুল আলোচনা চলছে।

অপরের নাম জিজ্ঞাসা করা আমার অভ্যাস নাই, সেজন্য যখন গুজরাতী ভদ্রলোকের বাড়ীতে গিয়েছিলাম তখন তাঁর নামও জিজ্ঞাসা করি নাই। যখন তর্কবিতর্ক হচ্ছিল তখন একজন লোক মগনভাই বলে গুজরাতী ভদ্রলোককে সম্বোধন করছিল। দেখলাম মগনভাইএর বাড়ীটা একটা আড্ডাখানা। চা সিগারেট চলছে অনবরত, অনেকে হয়ত ভাববেন মগনভাই সকলকে সিগারেট বিতরণ করছিলেন, বিষয়টা কিন্তু বিপরীত। মগনভাই সিগারেট খেতেন না। যারা এসেছিলেন তাদেরই পকেটে কুড়ি সিগারেটের পেকেট ছিল। কুড়ি সিগারেটের দাম এক শিলিং মাত্র। রডেশিয়ার ভারতবাসীর পক্ষে অতি সস্তা।

আড্ডাস্থলে বসলাম না, মগনভাইকে সংগে নিয়ে ভেতরে চলে গেলাম। কথা প্রশংগে জিজ্ঞাসা করলাম এখানে আপনাদের আচার ব্যবহার কিরূপ?

কি জানতে চাইছি মগনভাই বুঝতে না পেরে আমার মুখের দিকে হাঁ করে চেয়ে থাকলেন।

পুনরায় তাকে বললাম "আপনাদের মধ্যে কি জাতিভেদ নেই?

এখানে আমরা জাতিভেদ মানি না। চর্মকারের ছেলের সংগেও

ব্রাহ্মণের মেয়ের বিয়ে হয়। খাবারের দিক দিয়েও তথা। যা হজম করা যায় তাই যদি খাওয়া যায় তবে তাতে কেউ বাঁধা দেয় না। সেজন্যই আমরা সুখে আছি। আমাদের লোক সংখ্যাও বেশ বাড়ছে। দুঃখের সহিত বলছি এখানে ভারতীয় ডাক্তার নেই। যদি ভারতীয় ডাক্তার থাকতেন তবে হয়ত আমাদের শিশুদের একটিরও মৃত্যু হত না। ভদ্রলোক কাছে এসে চুপে চুপে বললেন "সাদা ডাক্তারদের বিশ্বাস করা চলে না, তারাই বোধহয় আমাদের শিশু হত্যা করে।"

এটা নেহাৎ বাজে কথা মশাই।

আমি যা বলছি তাই ঠিক। দক্ষিণ আফ্রিকাতে গেলে এ বিষয়ের প্রমাণ পাবেন।

দক্ষিণ আফ্রিকাতে গিয়ে ভদ্রলোকের কথা শুধু বুঝতে সক্ষম হই নাই স্বচক্ষে একটি ঘটনা দেখতে পেয়ে শিহরে উঠেছিলাম। দুখের বিষয় সকল সময় সকলের কথা বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হত না। এসব দুষ্কর্ম বুয়রদের দ্বারাই সম্ভব হয়। বৃটিশ অথবা ফরাসীরা এরূপভাবে নরহত্যা করেছে বলে কেউ বলে না। বর্তমানে দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতবাসী কোন বুয়র ডাক্তারকে ডাকে না, এই যা মন্দের ভাল। রডেসিয়াতেও বেশি ভিজিট দিয়ে বৃটিশ ডাক্তার ডাকবার প্রথা চালু হয়েছে। বুয়র ডাক্তার ডেকে অকালে কেউ মরতে রাজি হয় না।

বিদায়ের পূর্বদিন বিকাল বেলা এক সভা হয়। কাকে ভোট দিতে হবে তাই নিয়ে বেশ বাকবিতণ্ডা চলতে থাকে। সোসিয়ালিষ্ট পার্টির প্রতিনিধি সভায় উপস্থিত ছিলেন। ভোট কাকে দিতে হবে তাই নিয়ে যখন তর্ক চলছিল তখন একজন আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন আপনার এসম্বন্ধে মত কি বলুন?

আমি চুপ করে থাকার পাত্র নই। অনেক সময় অনেকে নিজের

স্বার্থ বজায় রাখার জন্য নীরবতা পছন্দ করে। আমারও এখানে বেশ বড় রকমেরই একটা স্বার্থ ছিল। মুখ খুবলার পূর্বেই মনে হল আমার কথা শুনে এরা যদি মোটেই চাঁদা না দেয় তবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে হবে। মনটা দুর্বল হল। একটু যেতে না যেতেই শক্তি এল—বললাম আপনাদের ভোটের কোনও মূল্য নেই। আপনারা ভোট দিতে পারেন, নিজের লোক পাঠাতে পারেন না। আপনাদের জানা উচিত নিগ্রোরা ভোটের অধিকারী নয়। আপনাদের প্রথম কর্তব্য হবে নিগ্রোদের টেনে এনে দল বাড়ানো তারপর ভোটের প্রার্থী হওয়া। যে দেশে শতকরা পাঁচজন মাত্র ইউরোপীয়ান, যে দেশের পার্লামেণ্টে শুধু ইউরোপীয়ানরাই প্রতিনিধি হিসাবে প্রবেশ করতে পারে সে-দেশে ডেমোক্রেসী যে কি তা আপনারাই বুঝেন। ভোট পায় এবং ভোট দেয় সেই দেশগুলিতেই যে-সকল দেশে মানুষের স্বাধীনতা স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। এদেশে এখনও নিগ্রো এবং ইণ্ডিয়ানদের মানুষ বলে স্বীকার করে নেওয়া হয় নাই। অতএব এখানে ভোটের কোন মানেই হয় না। আমি মনে করি আপনারা কাউকে ভোট না দিয়ে নিগ্রোদের কাছে টেনে আনবার চেষ্টা করুন তাতেই আপনাদের ভোট দেওয়া হবে। নিগ্রোরা যদি আপনাদের কাছে দাঁড়াতে পারে তবে হয়ত একদিন আপনাদেরও প্রতিনিধিও পার্লামেণ্টে যেতে পারবেন।

আমার কথা শুনে অনেকেই বললেন যিনি আমাদের হয়ে পার্লামেণ্টে যাচ্ছেন তিনি একজন কমিউনিষ্ট। নিপীড়িত জাতের যাতে উন্নতি হয় তারই চেষ্টা করছেন। তাকে ভোট না দিলে হয়ত আমাদের ভোটাধিকারই থাকবে না। আমার আর ভাল লাগল না। শুধু বললাম আপনাদের ইচ্ছা অনুযায়ী আপনারা কাজ করুন কিন্তু মনে রাখবেন এরূপ ভোটের কোন মূল্য নাই। আজ যিনি কমিউনিষ্ট সেজে আপনাদের

ভোট ভিক্ষা করছেন, আগামী কল্য এই ভদ্রলোকই আপনাদের ব্যবসার পথ বন্ধ করতে কসুর করবে না। নামে কমিউনিষ্ট আর কাজে কনজারভেটিভ্ হতেও খারাপ, এমন লোককে ভোট দিয়ে নিজের পায়ে নিজে কুঠার মারবেন না। আমার জানা মতে এদেশে কোনও কমিউনিষ্ট প্রতিষ্ঠান নেই, সে সংবাদ কি আপনারা রাখেন ?

মুখরোচক কমিউনিষ্ট শব্দটি সবাই পছন্দ করে কিন্তু কমিউনিজম কি এবং কি করে কমিউনিষ্টরা কাজ করে সে কথা রুসাপীর ভারতীয় ব্যবসায়ী মহলের লোক কিছুই জানত না। ব্যবসায়ের দিক দিয়ে তারা সামান্য সুবিধা চাইছিল মাত্র। অনেক স্থলেই সোসিয়েলিষ্টরা কমিউনিষ্ট নামে পরিচিত হয়ে কমিউনিষ্টদের বেশ ক্ষতি করে।

একজন ব্যবসায়ী আমার কথা তাড়াতাড়ি শেষ করতে বলছিলেন। ব্যবসায়ীর আদেশ অবহেলা করে আমার বক্তব্য শেষ করলাম। সভার শেষে মগনভাই যখন আমার জন্য চাঁদা উঠাবার প্রস্তাব করলেন তখন অনেকেই চাঁদা দিল না এবং আমার প্রতি কটুবাক্য প্রয়োগ করতেও কসুর করল না। আশা করছিলাম এখানে হয়ত পাঁচশত টাকার মত চাঁদা উঠবে কিন্তু মাত্র তের টাকাতেই সন্তুষ্ট হতে হয়েছিল। তের টাকা পেয়ে একটুও দুঃখ হল না। টাকার জন্য আমার আমিত্ব যে বিক্রি করি নাই সেজন্য গর্ব অনুভব করিতেছিলাম।

যে সকল দেশে আইনের ভেতর কোনও কাঠিন্য নেই সেই দেশগুলিতে যদি কেউ সত্য কথা বলে এবং সরকার পক্ষের তরফ থেকে সেই সত্য কথা পছন্দ না হয় তবে সত্যবাদীকে ছলে, বলে, কলে কৌশলে দেশ হতে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। ভাবছিলাম রডেসিয়া সরকারও আমাকে তাড়িয়ে দেবে কিন্তু তা হয় নাই বরং রডেসিয়া সরকার বিপদে আপদে সাহায্য করেছিল।

রুসাপী হতে বিদায় নিয়ে পথে বের হয়ে কয়েক মাইল যাবার পরই এক শ্বেতকায়ের সঙ্গে দেখা হয়। লোকটা বড়ই উগ্র। সকল সময়ই নরডিক ভাবাপন্ন। সে আমার পেছন দিক থেকে আসছিল। হঠাৎ আমার কাছে মোটর থামিয়ে মোটর হতে নেমে পড়ল এবং বলল "এই এটা সাইকেলের পথ নয়, যখনই মোটর আসছে শুনবে তখনই পথ ছেড়ে দেবে।"

লোকটার কথা ছিল উগ্র সেজন্য বললাম "Is that so," তাই নাকি? Do mind your own. নিজের চরকায় তৈল দাও। তারপরই বললাম, যদি তাতে রাজি না হও তবে এস।

ইনি হলেন আমাদের দেশের ভদ্রলোক। ভদ্রভাবে থাকাই পছন্দ করেন সেইজন্যই বোধহয় গাড়ীতে ফিরে গেলেন এবং হাওয়ার মানুষ হাওয়াতে মিশে গিয়েছিলেন। বুঝতে পেরেছিলাম মরবার যদি সাহস থাকে এবং শরীরে যদি শক্তি থাকে তবে জয় অনিবার্য।

গ্রাম হতে গ্রামান্তরে

সামনেই সুন্দর একটি নিগ্রো গ্রাম। গ্রামের মধ্যে কয়েকখানা ঘর। নিগ্রোদের ঘর গোল হয়, তারই মধ্যে একটি চতুষ্কোণ ঘরে মুদির দোকান। মুদির দোকানের মালিক একজন শ্বেতকায়, কর্মচারী একটি নিগ্রো, মাসিক মাইনে তিন শিলিং এবং দৈনিক দেড় পাউণ্ড করে ভুট্টার ছাতু পায়। লোকটি বড়ই বিশ্বস্ত এবং শ্বেতকায় ভক্ত। কথা প্রসংগে বলল দোকানের মালিক বড়ই উদার। তিনি শিক্ষিত নিগ্রোদের মোটেই পছন্দ করেন না। পাশের ঘরে কয়েকজন নিগ্রো বসা ছিল, তারা নাকি শিক্ষিত। কে শিক্ষিত এবং কে অশিক্ষিত তা জানবার প্রবৃত্তি লোপ পেয়েছিল। পরিশ্রান্ত এবাং ক্ষুধার্ত অবস্থায় এই ধরণের কথা নিয়ে সমালোচনা করা চলে না।

দোকানের বয়কে জিজ্ঞাসা করলাম "এখানে খাওয়া থাকার বন্দোবস্ত করে দিতে পার?"

নিশ্চয়ই স্যার, কি চান বলুন?

শুইবার বিছানা এবং সামান্য কিছু খাবারের সংস্থান হলেই হল।

নিগ্রো লোকটি বেশ ভাল করে চিন্তা করল তারপর বলল আড়াই শিলিং হলেই আজকের মত খাওয়া থাকা হয়ে যাবে। আড়াই শিলিং নিগ্রোর হাতে দিয়ে ঘরের মধ্যে বসে থাকলাম। বয় সর্বপ্রথম বিছানা

করে দিল, তারপর গরম জল করে স্নান করতে বলল। ধারাবাহিক ভাবে একটার পর একটা করে খাওয়া থাকার কাজ হয়ে গেলে বয়কে বলে শরীর হতে কয়েকটি ডু ডু পোকা বের করিয়ে নিলাম। নিগ্রো লোকটি বড়ই গল্প-প্রিয়। সে যখন আমার হাত এবং পা হতে ডু ডু পোকা বের করছিল তখন একটি মজার গল্প বলছিল।

এই গ্রামেরই একটি নিগ্রো সেলিশবারীর এক ধনী শ্বেতকায়ের বাড়ীতে কাজ করত। ধনী লোকটির অনেকগুলি মেয়ে ছিল। মেয়েদের মধ্যে দ্বিতীয় মেয়েটির স্বভাব চরিত্র অনেকটা তার বাবার মতই ছিল। তার বাবা ছিলেন বড়ই উদার, তিনি নিগ্রোদের মানুষ বলেই স্বীকার করতেন এবং মানুষের মতই ব্যবহার করতেন। তার নিগ্রো চাকরদের কাউকে দশ শিলিং-এর কম সাপ্তাহিক মাইনে দিতেন না। নিগ্রো চাকরদের থাকবার জন্য সুন্দর ঘরের বন্দোবস্ত ছিল। উদার শ্বেতকায়ের বাড়ীতে যে সকল নিগ্রো বাস করে তাদের স্বভাব এবং চরিত্র শ্বেতকায়দের মতই গড়ে উঠে। শ্বেতকায়রা যেমন করে স্ত্রী জাতির সম্মান দেখায় তারাও ঠিক সেরূপ সম্মান দেখাত এবং অন্যান্য আচার-ব্যবহারের দিক দিয়েও নিগ্রো চাকরেরা ইউরোপীয়ান রীতি অনুকরণ করছিল। প্রকৃতপক্ষে নিগ্রো চাকরেরা ইউরোপীয়ানদের ভাল গুণ সবই গ্রহণ করেছিল কিন্তু তাদের বিবাহ প্রথা গ্রহণ করতে সক্ষম হচ্ছিল না। নিগ্রোদের বিবাহ প্রথা ইউরোপীয়ানদের বিবাহ প্রথা হতেও ঔদার্যপূর্ণ এবং যখন ইচ্ছা তখন স্বামী এবং স্ত্রীতে বিবাহ ভঙ্গ করা যায়। নিগ্রোদের মতে ইউরোপীয়ানদের বিবাহ প্রথা খুবই কঠোর নিয়মে আবদ্ধ সেজন্য তারা খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেও খৃষ্টধর্ম মতে বিবাহ কার্য সম্পন্ন করে না।

দুঃখের বিষয় শ্বেতকায়ের দ্বিতীয় মেয়েটি তাদের গ্রামের একটি নিগ্রো যুবককে বিবাহ করতে আগ্রহ প্রকাশ করে। যুবক খুব ভাল করেই

জানত এই বিবাহের ভবিষ্যৎ পরিণাম কি? রডেসিয়ার ইউরোপীয়ানরা তাকে প্রকাশ্যে হত্যা করত না, কিন্তু অপ্রকাশ্যে তার মৃত্যু অনিবার্য ছিল। সেজন্য সে শ্বেতকায় ভদ্রলোকের বাড়ীতে চাকুরী করা ভাল হবে না ভেবে স্বগ্রামে চলে যায় এবং একটি নিগ্রো যুবতীকে বিবাহ করে ঘর-সংসার করতে থাকে। যুবক ভাবছিল এখানেই শ্বেতকায় যুবতীর প্রেমের সমাধি, কিন্তু তা হল না। বৎসর শেষ না হতেই কোথা হতে সেই শ্বেতকায় যুবতী তাদের গ্রামে আসল এবং যুবককে দেখা মাত্র অন্য আর দুটি নিগ্রোর সাহায্যে ধরিয়ে এনে মোটরে বসাল। নিগ্রো যুবক পলায়ন করল না, সে জানত পালিয়ে কোনই লাভ হবে না। অনেক নিগ্রো যুবক শ্বেতকায় যুবতীদের কোপানলে পড়ে প্রাণ হারিয়েছে, তারও জীবনের শেষ হবে যদি শ্বেতকায় যুবতীর অবাধ্য হয়।

নিগ্রো যুবক চুপচাপ করে মোটরে বসে থাকল। মোটরকার ক্রমাগত চলে ব্যরা নামক পর্তুগীজ বন্দরে এসে ঠেকল! তারপর দুজন নিগ্রো তাকে একটি জাহাজের কেবিনে প্রবেশ করিয়ে দিয়ে কেবিনের দরজা বাহির হতে বন্ধ করে দিল। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই জাহাজ কলম্বোর দিকে রওয়ানা হল। বন্দর হতে জাহাজ বাহির হয়ে উন্মুক্ত সাগরে পৌছার পর নিগ্রো লোকটিকে মুক্ত করে দেওয়া হল। শ্বেতকায় যুবতী নিগ্রো যুবকের সংগে তখনও কোন কথা বলে নাই। জাহাজ কলম্বো পৌছার পর নিগ্রো যুবককে নিয়ে যুবতী শহরে যায় এবং সেখানে স্বামী-স্ত্রীরূপে বাস করতে থাকে। সুখের বিষয় নিগ্রো যুবক ইংলিশ ভাষায় চিঠি-পত্র লিখতে পারত। নিগ্রো যুবক গ্রাম হতে উধাও হয়ে যাবার কয়েক মাস পরে তার স্ত্রীর কাছে এক পত্র আসে। সেই পত্রে নিগ্রো যুবক তার স্ত্রীকে জানিয়েছিল দরকারবোধে সে অন্য স্বামী গ্রহণ করতে পারে। কলম্বো অতীব সুন্দর বন্দর এবং সেখানে নিগ্রোদের

কেউ তত ঘৃণা করে না। সেজন্য নিগ্রো যুবক কলম্বো বন্দরেই আজীবন কাটাতে মনস্থ করল। এই রকমে অনেক নিগ্রো যুবক শ্বেতকায় রমণীদের দ্বারা অপহৃত হয়ে বিদেশে যেতে বাধ্য হয়। যদি তাদের বিবাহে আমাদের মত কঠোর নিয়ম থাকত তবে তাদের বিবাহিত স্ত্রীদের কত কষ্ট পেতে হত তার কথা ভাষায় প্রকাশ করা কঠিন।

নিগ্রো বয়ের গল্পের শেষে তারই সজ্জিত বিছানায় শুয়েছিলাম। এখানেই সর্বপ্রথম দেখ্‌লাম এক জন নিগ্রো চাকর ইউরোপীয়ান্ ধরণে লোহার খাটের উপর জাজিম পেতে বিছানায় শুয়ে। যদিও গ্রামে একটিও মশা ছিল না তবুও নিগ্রো বয় মশারী খাটিয়ে ছিল।

রডেসিয়ার রাষ্ট্রকেন্দ্র সেলিশবারী। সেখানে পৌঁছবার জন্য প্রাণটা আইঢাই করছিল। তাড়াতাড়ি করে সেলিশবারীতে যাবার দুটি কারণ ছিল। প্রথম কারণ সেলিশবারীর জেনারেল পোষ্টাফিসে আমার অনেকগুলি চিঠি দেশ-বিদেশ থেকে এসে জমা হয়েছিল। দ্বিতীয় কারণ হল জংলী পথে চলতে আর ভাল লাগছিল না। সেজন্য ছোট ছোট গ্রামগুলিতে রাত কাটিয়েই সেলিশবারীতে পৌছিতে চেষ্টা করছিলাম। কিন্তু পথের দূরত্ব আমাকে একটুও দয়া দেখায় নাই।

চিঠির প্রলোভন ভুলতে বাধ্য হয়েছিলাম। এদিকের প্রাকৃতিক দৃশ্য এবং শিক্ষিত নিগ্রোর সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে চলছিল।

সেলিশবাড়ীর পথে একদিন একটি ছোট্ট নিগ্রো গ্রামে থাকতে হয়। গ্রামটি একেবারে ইউরোপীয় ধরণের। গ্রামের স্ত্রী-পুরুষ সকলেই বেশ শিক্ষিত এবং সভ্য। যে বাড়ীতে আশ্রয় নিয়েছিলাম সেই বাড়ীতেই একজন আমেরিকান্ নিগ্রো মহিলা আশ্রয় নিয়েছিলেন। তিনি ভূতত্ত্ব এবং নৃতত্ত্বে অভিজ্ঞ ছিলেন। সেই মহিলা আমাকে দেখতে পেয়ে মোটেই সুখী হন নাই। বরং যাতে আমি গ্রামে থাকতে না পারি তারই

ব্যবস্থা করতে থাকেন; তাঁর ব্যবহার আমার মোটেই ভাল লাগে নাই। সেজন্য তাকে কয়েকটি কটুবাক্য বলতে বাধ্য হই।

আপনি কি বুয়র-গৃহে প্রতিপালিত?

মহিলা ক্রোধ সম্বরণ করতে না পেরে বললেন "আমি হবোদের 'Hobo' পছন্দ করি না।"

আমার জীবনে এই সর্বপ্রথম হবো শব্দটি শুনে দুঃখিত না হয়ে হবো কাকে বলে তাই জানতে আগ্রহ প্রকাশ করি।

মহিলা বললেন তোমার মত যারা এক স্থান হতে অন্য স্থানে ঘুরে বেড়ায় এবং কোনও কাজ করে না তারাই হল হবো। হবোদের চরিত্র দোষ নানা দিকেই থাকে। তুমি যে চোর নও তার প্রমাণ কি?

মহিলাকে বললাম "আমেরিকাতে হবোরা চুরি ও ছেচরামি করে এটাই বোধহয় আপনার বক্তব্য বিষয়। আমি কিন্তু চোর নই, আমার কাছে টাকা পয়সাও বিস্তর আছে। যদি স্থানীয় অসভ্য নিগ্রোরা এখানে একটা হোটেল খুলত তবে আপনাদের আশ্রয় চাইতে হত না।

স্ত্রীলোকটি আর ধৈর্য রাখতে পারলেন না, একেবারে চামুণ্ডা রূপ ধরে বললেন "তুমি কি খাবার থাকবার জন্য দশ শিলিং দিতে পারবে?"

সেদিন আমার পকেটে চল্লিশ পাউণ্ড এবং ব্যাঙ্কের চেক নিয়ে মোট দু'শত পাউণ্ড ছিল। মহিলার হাতে পাঁচ পাউণ্ডের একখানা নোট ফেলে দিয়ে বললাম এবার আমার পালা ও এই নিন পাঁচ পাউণ্ড এবং এর বদলে আমাকে উত্তম থাকবার ও খাবার বন্দোবস্ত করে দেন। আরও বলছি আমি যে সৎ লোক তার প্রমাণার্থে আমার কাছে অনেক দলিল আছে। পুলিশ ডেকে আনুন, পুলিশের সামনেই আমার সততার পরিচয় দেব।

মহিলার চক্ষে যেন সরিষাফুল ফুটে উঠল। তিনি কি করবেন তা

ভেবে কিছুই ঠিক করতে পারছিলেন না, ঘরের ভেতর চলে গেলেন। ঘরের মালিককে বললাম যদি আপনার ঘরে থাকার স্থান না হয় তবে অন্যত্র বন্দোবস্ত করে দিন। ঘরের মালিক মহা ফ্যাসাদে পড়লেন। হঠাৎ তার মনে হল গ্রামে একজন ভারতবাসী আছেন। ঘরের মালিক আমাকে তার ঘরে বসিয়ে ইণ্ডিয়ানের বাড়ীতে গেলেন। ইণ্ডিয়ান তখন ঘরে ছিলেন না, তিনি গিয়েছিলেন সেলিশবাড়ীতে। তার অর্দ্ধ-নিগ্রো স্ত্রী যখন শুনলেন একজন ইণ্ডিয়ান থাকবার জন্য স্থান খুঁজছে তখন দৌড়ে এসে বললেন "আমাদের কথা আপনার কাছে কি কেউ বলেনি?"

অর্দ্ধ-নিগ্রো স্ত্রীলোকগণ বড়ই ভাবপ্রবণ সেজন্য বলতে বাধ্য হলাম "আমি ভেবেছিলাম আপনারা এই ঘরটাতেই থাকেন কিন্তু এখানে আসার পর এরূপ ঘটনা যে ঘটবে তা আমার ধারণাও হয়নি। ভদ্রমহিলা বললেন আর এখানে বসে লাভ নাই মাতালটা বোধহয় এখনই আসবে। সে যদি এসে আপনাকে অপরের দরজায় দেখতে পায় তবে আর আমার ইজ্জত থাকবে না। তাড়াতাড়ি করে মাতালের ঘরে গেলাম এবং আরাম করে বসলাম। অর্দ্ধ-নিগ্রো মহিলা মাতালটা যাকে সম্বোধন করছিলেন তিনি হলেন তার স্বামী।

মাতালের ঘরে গরম জলের বন্দোবস্ত ছিল। স্নান করে কিছু খেয়ে মাতালের অতিথিশালায় শুয়ে থাকলাম। তারপর যখন ঘুম ভালে তখন পুনরায় আমেরিকার নিগ্রো রমণীর ঘরে গেলাম এবং আমার ভ্রমণের কারণ তাকে বুঝিয়ে বললাম। আমার ভ্রমণের কারণ শুনে তার চৈতন্য হল এবং নানারূপ বাক্যালাপে মনোনিবেশ করল। তার ধারণা ছিল না আমিও মনুষ্যতত্ত্ব বিজ্ঞানের কিছুটা জানি। বাইরের মাটির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বললাম এই মাটি বহুদিনের আবাদী। আপনি এখানে যদি একটি গর্ত খোঁড়েন তবে দেখবেন অন্ততঃ ত্রিশ ফুট নীচে

শক্ত পাথর রয়েছে। শুধু এখানে নয় ীচের দিকের যত স্থান বেড়িয়ে আসছি প্রায় সর্বত্রই একই রকমের মাটীর অবস্থা দেখে এসেছি। ন্যাসালও একদিন সভ্যতার লীলাভূমি ছিল তাতে আর সন্দেহ নাই। তবে সেই সভ্যতার সংগে বর্তমান ভারতের কোনও সম্পর্ক আছে কি না তাই দেখবার জন্য আমি সত্বরই বুলবায়ো হতে ভিক্টোরিয়া নামক স্থানে গিয়ে জাম্বাবী ধ্বংসস্তূপ দেখব। আপনি সেই ধ্বংসস্তূপটি দেখেছেন কি?

আমেরিকান্ নিগ্রো মহিলা একটি দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করে বললেন "আমি সে ধ্বংসস্তূপ দেখেছি এবং ন্যাসল্যণ্ডেও দেখেছি, সর্বত্র দ্রাবিড় সভ্যতার পূর্ণ বিকাশ দেখতে পেয়ে সুখী হয়েছি। বুঝতে পেরেছি এদিকে ভারতীয় সভ্যতার প্রসার হয়েছিল, তবে কখন সে সভ্যতার প্রসার হয়েছিল তা অনুমান করতে সক্ষম হইনি। আপনি সেদিকটা একটু ভাল করে দেখবেন। বড়ই দুঃখের সহিত বলছি আমি অনেক ফাইন টাইপের নিগ্রো দেখেছি, তাদের চুল ভারতীয় দ্রাবিড়দের মতই, চোখগুলি বেশ বড় বড় এবং দেখতেও মৃগাক্ষী বললেও চলে। এরা নিশ্চয়ই কোনও বিদেশী বংশের শেষ অংশ। নিগ্রোরাই শুধু নিগ্রো রয়ে গেছে, বর্তমানে তাদের মধ্যেও পরিবর্তন এসেছে, একেবারে শিশুর দল।" নিগ্রো রমণীর দুঃখের কথা শুনে আমারও দুঃখ হল, কারণ নিগ্রোদের মধ্যে আমরা বর্তমানে যে সভ্যতা দেখতে পাই তাতে মৌলিকত্ব মোটেই নাই, সবই বিদেশী। আমেরিকান্ নিগ্রো মহিলাকে বললাম "দুঃখ করার কিছুই নেই, সভ্যতার মৌলিকত্ব নিয়ে যারা বাহাদুরী করে তারা জানে না তাদের পূর্বপুরুষগণও একদিন নিগ্রোদের মতই অসভ্য ছিল।

মাতাল ঘরে ফিরে এসে যখন শুনল আমি তারই ঘরে উঠেছি তখন সে আর ঘরে বসে থাকে নাই। তক্ষণি শহরের দিকে যায় এবং রাত

আটটার সময় দুই বোতল হুইস্কি এবং আরও কিছু টুকটাক জিনিস নিয়ে ফিরে আসে। সে যখন ফিরে আসল তখন আমি তারই ঘরে বসে একখানা দৈনিক সংবাদ পত্র পড়ছিলাম। এসেই বলল "আজ আমার কি সৌভাগ্য, ভারতের ভূপর্যটক আমার অতিথি। তারপরই আরও উচ্ছ্বাসের প্রস্রবণ ছুটিয়ে দিল। সেই প্রস্রবণে ভিজে গিয়ে জ্বরাক্রান্ত হতে চলছিলাম। কিন্তু মাতাল যখন শুনল আমি মদ্যপায়ী নই তখন সে হতাশ হল। সুখের বিষয় মিনিট পনের পরই সেলিসবারীর জনৈক পেটেল তার ঘরে অতিথি হবার জন্য এসেছিলেন। তিনি ছিলেন মদ্যপায়ী, তাঁকে পেয়ে মাতাল অনেকটা শান্ত হয়। রডেসিয়াতে ভারতবাসীর পক্ষে মদ খাওয়া বড়ই ব্যাঙ্গকর ব্যাপার। যার তার কাছে মদ বিক্রি হয় না, সেইজন্য অনেকেই শ্বেতকায়দের ঘুষ দিয়ে মদ কিনিয়ে আনে। এতে শ্বেতকায়দের দু'পয়সা রোজগার হয়। আজ যাকে আমরা ব্লেক মারকেই বলছি দক্ষিণ রডেসিয়াতে তাই যুদ্ধের পূর্বেই প্রচলিত ছিল।

মাতালের বেশ আয় ছিল। সেলিসবারীর তিনি কোনও সওদাগরী অফিসে ত্রিশ পাউণ্ড মাসিক বেতনে হিসাব রক্ষকের কাজ করতেন। এই আয়ের দ্বারা মাতালের সাংসারিক খরচ এবং হাত খরচও চলত। অর্দ্ধ-নিগ্রো রমণীরা খুব কম খরচে থাকতে পারে। গয়না এবং শাড়ীর বালাই তাদের নেই। তাদের একটা প্রধান খরচ আছে, সেই খরচটা হল বড় বড় বই কেনা এবং অবসর সময় তাই পড়া। মাতালের পুত্র কন্যারা খাঁটী ইউরোপীয় প্রথায় প্রতিপালিত হওয়ায় তারা স্ব স্ব ভরণ-পোষণের ভার নিজেরাই বহন করত এতে মাতালের খরচ আরও কমে গিয়েছিল।

প্রাচুর্যের মধ্যে আনন্দের বিকাশ হয়। খালি পেটে অথবা অর্থাভাবের

মধ্যে আনন্দের পেছনে দুঃখ লুকিয়ে থাকে। মুখের মধ্যে হাসি ফুটে উঠে বটে কিন্তু তার মধ্যে একটি দুঃখের ক্ষীণ সূত্র দেখতে পাওয়া যায়, মাতাল এবং তার স্ত্রীর মুখে সেরূপ ভাব দেখতে পাওয়া যেত না। রডেসিয়ার ভারতীয়দের মধ্যে অভাবের নাম গন্ধ নাই। নবাগত ভদ্রলোক সেলিসবারীর একজন বিখ্যাত ধনী। তিনি আমাকে তার বাড়ীতে থাকতে অনুরোধ করেন। মাতালের বাড়ীতে সে রাতটা বেশ আনন্দেই কেটেছিল।

সেলিসবারী

এদিকের পথ বড়ই সুন্দর। পথের দুদিকে বড় বড় খামার। খামারের চারিদিকে সরু তারের বেড়া। পথেরই পাশে একটি ইণ্ডিয়ানের খামার দেখতে পেয়ে খামারে ঢুকে পড়লাম। খামারের মালিক মণিভাই পেটেল। মণিভাই এবং তার স্ত্রী তখন খামারে কপির চাড়া রোপণ করছিলেন। তাঁর বড় ছেলেটি কোদাল দিয়ে মাটি কাটছিল। ছোট দুটি মেয়ে ঘাসের উপর বসে খেলা করছিল। অদূরে একটি নিগ্রো সারেংগী বাজিয়ে গান করছিল। আমাকে দেখতে পেয়ে মণিভাই বললেন "কি চাই ভাই?"

দক্ষিণ রডেসিয়া, জান্‌জিবার, বৃটিশ পূর্ব-আফ্রিকা প্রভৃতি স্থানে ভাই অথবা ভাইয়া শব্দদ্বয় সাধারণতঃ সংযুক্ত প্রদেশের লোকের প্রতিই প্রযুজ্য। সংযুক্ত প্রদেশের লোক এই দুইটি শব্দ মোটেই পছন্দ করে না। আমাকে ভাই বলাতে একটুও দুঃখিত হলাম না বরং সুখী হলাম এবং মণিভাইকে জিজ্ঞাসা করলাম মণিভাইএর মত আর কতজন চাষা এদিকে বাস করে।

বেশি নয় মাত্র কয়েক ঘর। দেশেও আমরা চাষই করতাম এখানেও আমরা চাষই করছি। চাষের কাজ কিন্তু আমাদের দেশের লোকে মোটেই পছন্দ করে না বরং ঘৃণাই করে। আমার নামের পেছনে

পেটেল শব্দ ব্যবহার করতে অনেকেই নারাজ। যাকগে বয়ে গেল, আমি এবং আমার মত যারা একত্রিত হই সবাই নিগ্রোদের নিয়েই থাকি। মাটির সংগেই হল আমাদের সম্বন্ধ, ব্যবসায়ীরা যদি আমাদের ঘৃণা করে আনন্দ পায় তাতে আমাদের দুঃখ করার কিছুই নাই। আপনাকে এদেশে নূতন বলে মনে হচ্ছে, এখন যাচ্ছেন কোথায়?

সেলিসবারী যাব, মাত্র আর দশ মাইল গেলেই হল।

মণিভাই খুব দুঃখ করে বললেন তার মাত্র একখানা ঘর এবং তাতে চারটি রুম। প্রত্যেকটি রুমেতে লোক থাকে। যদি একটি রুম খালি থাকত তবে তিনি আমাকে থাকতে অনুরোধ করতেন। কাজে ব্যস্ত, পেটেলের কাছে বসে থাকলে তার সময়ের অপব্যবহার করা হবে মনে করে আবার পথে আসলাম এবং কোথাও বিশ্রাম না করে সরাসরি সেলিসবারী শহরে পৌঁছলাম।

সেলিসবারী বেশি বৎসরের পুরাতন শহর নয়। এমন কি পঞ্চাশ বৎসরও হয় নাই। তবুও সেখানে পথগুলি আঁকাবাঁকা, ঘরগুলির গঠন নানা রকমের। যার যেভাবে আর্থিক উন্নতি হয়েছে সে সেইভাবেই বাড়ী তৈরী করেছে। কোনও বাড়ীতে কয়লা দিয়ে পাক করা হচ্ছে আর কোথাও ইলেকট্রিক উনুনের রান্না হতে আরম্ভ করে স্নানের জলও গরম করা হচ্ছে। আমেরিকাতে এই ধরণের শহর একটিও নাই। আমেরিকার সর্বত্র সমভাবে শহরের গাম্ভীর্য বজায় রাখা হয়েছে। বৈদ্যুতিক গ্যাস, মডারেট সেনিটেশন্ সর্বত্র বিরাজমান। সেলিসবারীর মত ধনী শহরে খাটা পাইখানাও রয়েছে।

শহরে পৌঁছেই পেটেলের বাড়ীতে থাকা ও খাওয়ার বন্দোবস্ত করে পোষ্টাফিসে গেলাল। নেটিভ এবং ভারতীয়েরা যেস্থানে দাঁড়িয়ে পত্র আদান-প্রদান করে সেখানে গিয়ে আমি দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলাম আমার

কোন পত্র আছে কি না। কতক্ষণ পর একজন শ্বেতকায় কর্মচারী বেড়িয়ে এলেন এবং আমার দিকে চেয়ে রইলেন, মনে হল কোন্ ভাষায় তিনি আমার সংগে কথা বলবেন, সেই ভাষাটি বোধ হয় খুঁজে পাচ্ছিলেন না, সেজন্য আমি নিজেই বললাম "ভাষার জন্য মুখ বন্ধ রাখবেন না, বলুন আপনার কি বলবার আছে ?

শ্বেতকায় কেরাণী বললেন "আপনার ছাব্বিশখানা পত্র এসেছিল। প্রত্যেকখানা প্রেরকদের কাছে ফেরৎ দেওয়া হয়েছে কারণ এখানে Post restente-এ শুধু শ্বেতকায়দের পত্র জমা রাখা হয়। হালে ক'খানা পত্র এসেছে, সেগুলিও আমরা পাঠাবার জন্য উদ্যোগী হয়েছিলাম, এসে গেলেন নতুবা এগুলিও পেতেন না।"

কথানা পত্র হাতে নিয়ে কেরাণীকে বললাম আপনারা আইনের দাস, আইন আপনারা ভংগ করতে পারবেন না, আপনাদের আইন যেদিন বে-আইনি হবে, আপনারা যেদিন আফ্রিকা হতে বহিষ্কৃত হবেন, যেমন করে হিটলার ইহুদীদের জার্মানি থেকে বিতাড়িত করেছিলেন সেদিন আমাদের মত লোক সুখী হবে, এর পূর্বে নয়। লোকটা আমার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রইল। রডেসিয়া সরকারের অন্যায় আইনের জন্য থুথু ফেলে পেটেলের ঘরে বসে ভাবতে লাগলাম "কবে এরূপ বে-আইনি আইন পৃথিবী হতে লোপ পাবে ?"

সেলিসবারী শহরটি বড়ই সুন্দর। চারিদিকে খোলা ময়দান, মধ্যস্থলে শহরের অবস্থিতি। শহর দু'ভাগে বিভক্ত। একদিকে ইণ্ডিয়ান, ইন্দো আফ্রিকান এবং এশিয়ার অন্যান্য জাতের লোক বাস করে। অন্যদিকে শুধু ইউরোপীয়ান্। শহরে কয়েক ঘর নিগ্রোরও বাস আছে। তারা ইন্দো-আফ্রিকানদের সংগেই মিলেমিশে বসবাস করে। এখানে সর্বপ্রথমই ইন্দো-আফ্রিকানদের কথা বলতে বাধ্য হলাম কারণ পেটেলের

বাড়ীতে থাকা আমার পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠে নাই, ইন্দো-আফ্রিকানদের বাড়ীতেই চলে যেতে হয়েছিল।

ইন্দো আফ্রিকানরা যে সকল পাড়ায় বাস করে সেই পাড়ার পথগুলি ইচ্ছা করেই যেন মেরামত করা হয় না, কিন্তু ফুটপাথ থেকে আরম্ভ করে ঘরগুলি দেখলে মনে হয় এই সেদিন বাড়ীগুলি তৈরী হয়েছে। ভেতর এবং বাইরের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার দিক দিয়ে ইন্দো আফ্রিকানরা ইণ্ডিয়ান এবং ইউরোপীয়ানদের ছাড়িয়ে গিয়েছে। তাদের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সর্বত্রই অনুভূত হয়। এরূপ হবার একমাত্র কারণ হল ইন্দো আফ্রিকানরা ভারতবাসী দ্বারা যেমন ঘৃণিত তেমনি ঘৃণিত ইউরোপীয়ানদের দ্বারাও। ঘৃণিত হলেই একটা জাতের উন্নতি বদ্ধ হয় না। জাতকে জাগাতে হলে অনুপ্রেরণার দরকার হয়। সেই অনুপ্রেরণা যোগায় সমাজ পরিত্যক্ত ভারতবাসী। অনুপ্রেরণা সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের মধ্য হতেও আসত। সংখ্যালঘিষ্ঠরা সাধারণতই ছিংসুটে হয় সেজন্য তারা বৃহত্তর দলের সংগে সংশ্রব পরিত্যাগ করে ইন্দো-আফ্রিকান্ দলে যোগ দিয়েছে। প্রকৃতপক্ষে আমার মত এবং পথ পৃথক সেজন্য আমিও বাধ্য হয়ে ইন্দো-আফ্রিকানদের দলে ভিড়ে পড়লাম। এতে আমার কোনরূপ ক্ষতি হল না বরং লাভই হল। বাইরের সংবাদ সংগ্রহের পক্ষে সুবিধা হল।

ব্যবসায়ীরা চেয়েছিলেন আমি যেন বাইরে না যাই এবং বাইরের লোকের সংগে মেলামেশা না করি, কিন্তু এটা হল আমার স্বভাব-বিরুদ্ধ কাজ। বিদেশে গিয়ে যদি অন্যের সংগে কথা বলতে না পারলাম তবে বিদেশ ভ্রমণে কোনই লাভ নেই।

আমার নূতন বাসস্থান মিষ্টার লসমনের বাড়ীতেই ঠিক করলাম। লসমনের নামের পূর্বে শ্রী অথবা শ্রীযুক্ত ব্যবহার হয় না। তিনি এসব ইণ্ডিয়ান গোড়ামী পছন্দ করেন না। মিষ্টার শব্দই তিনি ব্যবহার

করেন। এবার আমি দ্বিতীয় লসমনের বাড়ীতে আসলাম। পূর্বে ন্যাসাল্যণ্ডে আর এক লস্‌মনের বাড়ীতে ছিলাম। তার স্ত্রীও অর্দ্ধ-নিগ্রো ছিলেন এবং সেলিসবারীর লসমনের স্ত্রীও অর্দ্ধ-নিগ্রো। তবে উভয়ের মধ্যে বেশ পার্থক্য ছিল। সেলিসবারীর লসমনের স্ত্রী শিক্ষিতা। অর্দ্ধ-নিগ্রো শিক্ষিতা মহিলার বাড়ীতে আসার পর বেশ শান্তি পেয়েছিলাম।

হিন্দুদের অপ্রাসংগিক দর্শন আলোচনা, মুসলমানদের গোড়ামী, ইউরোপীয়ানদের দাম্ভিকতা এখানে ছিল না। এখানে ছিল নিয়ম এবং কার্যের শৃঙ্খলা। লসমন মদ খেতেন কিন্তু মাতলামী করতেন না। বেশি কথা বলতেন কিন্তু অবান্তরতা ছিল না। লসমনের ঘরে পবিত্রভাব সব সময়ই বিরাজ করত।

সেলিসবারীতে আসার পর থেকে অনেক অর্দ্ধ-নিগ্রো পুরুষ এবং মহিলার সংগে সাক্ষাৎ হয়। তারা আমাকে শহরের অবস্থা বুঝিয়ে দেবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। সর্বপ্রথমই একটি বিদ্যালয়ে যাই, সেখানে ভারতীয় ছাত্রেরাও পড়তে যায়। লক্ষ্য করলাম ছাত্র এবং ছাত্রীদের মধ্যে যেরূপ সংযত ভাব বিদ্যমান তেমন সংযত ভাব ইউরোপীয়ান অথবা ইণ্ডিয়ানদের মাঝে মোটেই দেখতে পাওয়া যায় না। হেডমাষ্টার মহাশয়ের সংগে সর্বপ্রথমই এ বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়—তিনি স্পষ্ট ভাষায় বললেন "আমরা ছাত্র এবং ছাত্রীদের বুঝিয়ে দেই তাদের মধ্যে কারো কারো জন্ম ব্যভিচার হতেই হয়েছে, হয়ত ব্যাভিচারী ভাব তাদের মনেও আছে। সেই দুষ্ট ভাবকে দমন করাই হবে তাদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য, তারা যেন মৌলিক জাতগুলির আচার-ব্যবহার দেখে পথভ্রষ্ট না হয়। শিক্ষক এবং শিক্ষয়িত্রীর মুখ থেকে যখন বয়স্ক ছাত্র এবং ছাত্রীরা প্রকাশ্যভাবেই এসব কথা শুনতে পায় তখন তাদের মুখ শুকিয়ে যায় এবং অসৎ প্রবৃত্তিগুলি আপনা হতেই দমিত হয়।

হেডমাষ্টার মহাশয় হলেন অর্দ্ধ-নিগ্রো। তার শরীর এবং মন একই ধরণের! সমাজের সেবার জন্য নিজের অস্তিত্ব পর্যন্ত বিলিয়ে দিতে প্রস্তুত। কিন্তু তিনি ভেবে পাচ্ছিলেন না কি করে রাষ্ট্রনৈতিক সমকক্ষতা পাওয়া তার সমাজের পক্ষে অনায়াসে সম্ভবপর হয়। আমার সংগে সে বিষয়েই তিনি কথা বলতেন। যতটুকু সম্ভবপর ততটুকু উপদেশ দিয়েই সুখী হতাম।

অর্দ্ধ-নিগ্রো অথবা শ্বেত নিগ্রোদের আকৃতি ইউরোপীয়ানদের হতে সর্বতোভাবে বলিষ্ঠ এবং সুন্দর। তাদের পোষাক যদিও মামুলী তবুও তাদের বিশ্রি দেখায় না। সৌষ্ঠব শরীরে জীর্ণবস্ত্রও অনেক সময় শ্রীবৃদ্ধি করে।

ইউরোপীয়ানরা কম মজুরী করে প্রচুর অর্থ পায়। আয়াসে এবং বিলাসে সে অর্থ খরচ করে। বিলাস এবং ভোগ যখন চরমে উঠে তখন তারা অভুক্ত এবং অর্দ্ধভুক্ত অর্দ্ধ-নিগ্রোদের ভোগের সামগ্রীতে পরিণত করতে প্রয়াসী হয়। অর্দ্ধ-নিগ্রো অথবা শ্বেতকায় নিগ্রোরা সহজে আত্মবিক্রয় করতে রাজী হয় না। তখন তাদের প্রতি ইউরেপীয়ানদের প্রতিশোধ নেবার প্রবৃত্তি আপনিই জেগে উঠে। সেই প্রতিশোধের দৃষ্টান্ত প্রায়ই দেখতে পাওয়া যায়। অর্দ্ধ-নিগ্রো এবং শ্বেতকায় নিগ্রোরা নীরবে আত্মাহুতি দেয়। সংবাদপত্রে সেই সংবাদ বের হয় না। সেরূপ দু' একটা দৃষ্টান্ত পাওয়ার পর এবং সেরূপ গল্প শুনার পর চোখের জল আপনা হতেই এসে যেত!

কয়েক দিনের মধ্যেই আমি অর্দ্ধ-নিগ্রো এবং শ্বেতকায় নিগ্রোদের মধ্যে পরিচিত হলাম। তাদের বললাম আর কিছু না পার হাতে লিখে এসব দুর্ঘটনা মাসিক অথবা সাপ্তাহিকের মত পত্রিকা বের করে তাতে প্রকাশ কর এবং প্রত্যেক শিক্ষিত লোককে এক দিনের জন্য পড়তে দিয়ে

পরের দিন অন্য আর একজন্ যাতে পড়তে পায় তার ব্যবস্থা কর। আমার উপদেশ কার্যকরী হয়েছিল। কয়েক দিনের মধ্যেই কয়েকখানা হাতের লিখা সাপ্তাহিক বের হয়েছিল।

রডেসিয়াতে যে সকল ভারতবাসী বাস করে তাদের কাছে অর্দ্ধ-নিগ্রো এবং শ্বেতকায় নিগ্রো পরিচালিত কয়েকখানা সাপ্তাহিক গিয়েছিল। অনেক ইণ্ডিয়ান তাই পড়ে মাথায় হাত দিয়েছিল। লোভী ব্যবসায়ী প্রমাদ গুণেছিল। তারা বুঝতে পেরেছিল এসব আমারই কাজ সেজন্য আমাকে চাঁদা দেওয়া বন্ধ করেছিল। এতে আমি মোটেই দুঃখিত হই নাই বরং সুখীই হয়েছিলাম অর্দ্ধ-নিগ্রো এবং শ্বেতকায় নিগ্রোদের কিছুটা সাহায্য করতে পেরেছিলাম বলে।

একদিন একজন শ্বেতকায় নিগ্রো আমাকে জিজ্ঞাসা করল ইউরোপীয়ানদের কাছ থেকে আমি কিরূপ ব্যবহার পেয়েছি। সে যখন অবগত হল অছুঁতের মতই ইউরোপীয়ান সমাজে আমার স্থান তখন সে আমার কাছে প্রস্তাব করল যদি আমি কিছু মনে না করি তবে আমাকে একটি নাইট ক্লাবে নিয়ে যেতে পারে। নাইট ক্লাবে যেতে আমার কোনও আপত্তি ছিল না কারণ শালগ্রামের শোয়া ও বসা দুই সমান।

শ্বেতকায় নিগ্রোটি আমাকে নেবার জন্য লসমনের ঘরে এল। রাত তখন বারটা। এত রাত্রে বাহিরে যাচ্ছি দেখে লসমনের স্ত্রী কেঁপে উঠলেন। শ্বেতকায় নিগ্রো তাকে গোপনে কি বলল তারপর আমরা পথে বের হয়ে আসলাম। বেশিক্ষণ আমাদের হাটতে হল না, কাছেই একজন নিগ্রো টেক্সিওয়ালা দাঁড়িয়েছিল। ইংগিত করা মাত্র সে আমাদের কাছে আসল এবং আমাদের টেক্সিতে উঠিয়ে নিয়ে গন্তব্যস্থানের দিকে পবন বেগে রওয়ানা হল। দশ মিনিটের মধ্যে আমরা ক্লাবের

কাছে পৌঁছলাম। শ্বেতকায় নিগ্রো বলছি, দু'ঘণ্টা পর যেন আমাদের ফিরিয়ে নিতে আসে। বাধা দিয়ে বললাম আধ ঘণ্টার বেশি আমি থাকব না। সে যেন আধ ঘণ্টার মধ্যে ফিরে আসে।

টেক্সী হতে নেমে পেছন দ্বার দিয়ে আমরা ক্লাবের ভিতর পৌঁছলাম। ক্লাবের ভেতর অনেকগুলি রুম দেখতে পেলাম। কোন রুমে জাঁকালো আলো আর কোন রুমে মিটমিটে। কোথাও নিগ্রো যুবক বসে আছে আর কোথাও ইউরোপীয়ান যুবতীরা ফিস্ ফিস্ করে কথা বলছে। আমরা রুমগুলি দেখে সর্বশেষ রুমে গিয়ে বসলাম। সেখানে কেহই ছিল না। সেখানে পৌঁছেই শ্বেতকায় নিগ্রোকে বললাম প্রচুর পরিমাণে খাদ্য আনতে বল। সে তৎক্ষণাৎ কলিং বেল বাজাল এবং একজন ইউরোপীয়ান বয় আসল। তাকে নানা রকমের খাদ্য একটার পর আর একটা আনতে বললাম। সুপ, কাটলেট, আলু সিদ্ধ, মাছ ভাজা, পায়স এবং সর্বশেষে কাফি খেয়ে ঘড়িতে দেখলাম আধ ঘণ্টার চেয়ে বেশি হয়ে গেছে। বিল চুকিয়ে দিয়ে শ্বেতকায় নিগ্রোকে বললাম "এখানে আর বসা চলে না, আমার পক্ষে নাইট ক্লাবে যা দেখার তা দেখা হয়ে গেছে এখন ঘরে চল। সে প্রতিবাদ করে বলল "তা কি করে হয়, এখনও ম্যানেজারের সংগে দেখা হল না।" আমি দাঁড়ালাম এবং বললাম "যদি আমার সংগে না আস তবে আমি চললাম, এখানে আর থাকা চলে না।

সাত রকমের খাদ্য খাবার একমাত্র কারণ হল আধ ঘণ্টা সময় কাটানো। যা দেখেছি তাতেই যথেষ্ট হয়েছে, এরবেশি দেখলে হয়ত পেট ফেটে মারা যাব। শ্বেতকায় নিগ্রো আমার কথার ভাবার্থ বুঝতে পারল না। তাকে বুঝানোও শক্ত কাজ ছিল, সেজন্য তাকে টেনে নিয়ে ক্লাব হতে বের হয়ে টেক্সীতে বসলাম। টেক্সী যখন নাইট ক্লাব

হতে অনেক দূরে তখন শ্বেতকায় নিগ্রোকে বললাম এরূপ ঘটনা পৃথিবীর সর্ব্বত্রই ঘটে নূতন কিছুই নয়। তোমাদের যে বিদ্যালয় তাতে যে সমস্ত ছেলেমেয়ে পড়ে তাদের মুখ দেখলেই এসব নাইট ক্লাবের অস্তিত্ব আছে বুঝতে পারা যায়, এসব স্থানে বেশিক্ষণ বসতে নাই, শ্বেতকায় নিগ্রো দুঃখিত হল, কিন্তু সেরূপ দুঃখের কোন মূল্য নাই।

ঘরে ফিরে আসার পর লসমনের স্ত্রী নাইট ক্লাব সম্বন্ধে একটি কথাও আমায় জিজ্ঞাসা করলেন না। পরের দিন লসমনকেও এ বিষয়ে একেবারে নির্বিকার থাকতে দেখে আমাকেই এ সম্বন্ধে প্রথম কথা বলতে হল। লসমন আমাকে হুসিয়ার করিয়ে দিয়ে বললেন এসব কথা ঘরে বসে বলা কওয়া চলে না। চলুন মাঠে যাই সেখানেই এসব কথা বলার উপযুক্ত স্থান। যাদের আমরা অসৎ বলি, সমাজ হতে তাড়িয়ে দেই তাদের পক্ষে এরূপভাবে সংযত ভাব দেখানো নিশ্চয়ই সুখের বিষয়। লসমনের বাড়ী হতে বিদায়ের দিন লসমন বলেছিলেন "আপনি আর কখনও নাইট ক্লাবে যাবেন না। নাইট ক্লাবে গেলে আপনার দুর্ণাম হবে এবং আমাদেরও এ দুর্ণামের বোঝা বইতে হবে, কারণ এখন আপনি আমাদের মধ্যে আছেন এবং ভবিষ্যতেও থাকতে বাধ্য হবেন। কি ভেবে লসমন আমাকে তাদের মধ্যে থাকতে হবে বলেছিলেস তার কারণ খুঁজে পাচ্ছিলাম না। কারণ যাই হউক না কেন যতই দক্ষিণের দিকে চলছিলাম ততই মনে হচ্ছিল অর্দ্ধ-নিগ্রোরা বেশ শিক্ষিত এবং তথাকথিত উচ্চবর্ণের হিন্দুরা প্রাচুর্যে মদমত্ত।

সেলিসবাড়ীতে দেখার মত কিছুই ছিল না, সেজন্য অন্যত্র যাওয়াই ভাল মনে করছিলাম। কথা প্রসংগে একদিন কয়েকজন অর্দ্ধ-নিগ্রোকে বললাম ভিক্টোরিয়াতে গিয়ে জাম্বাবী ধ্বংসস্তূপ দেখা অবশ্য কর্তব্য। ভিক্টোরিয়া ফলস্ না দেখলেও চলবে না। আমার প্রস্তাব শুনে একজন

অর্দ্ধ-নিগ্রো বললে "উভয় স্থানই দেখা আপনার পক্ষে সমূহ কর্তব্য। কিন্তু এ-সকল স্থানে সাইকেলে করে যদি যেতে চান তবে অন্তত চার মাস সময় লাগবে। পথে বন্যজীব ছেয়ে রয়েছে। এমতাবস্থায় রেল গাড়ীতে ভ্রমণ করাই কর্তব্য কিন্তু ভুলবশত যদি আপনার পরিকল্পনা কোন ইণ্ডিয়ানের কাছে বলে ফেলেন তবেই হবে মুস্কিল। তারাই আপনাকে অর্থ দিয়ে সাহায্য করে। অর্দ্ধ-নিগ্রোটি দুঃখ করে বললে ইণ্ডিয়ানরা এদেশে অনেক সুযোগ হারিয়েছে। তারা বাস্তববাদী নয়! এখান থেকে সাইকেলে করে বুলবায়ো যান এবং সেখানকার দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দেখে সর্বপ্রথম যাবেন ভিক্টোরিয়া ফলস্। ভিক্টোরিয়া ফলস্ দেখে পুনরায় বুলবায়োতে ফিরে এসে কয়েকদিন বিশ্রাম করবেন, তারপর যাবেন জাম্বাবী ধ্বংসস্তূপ দেখতে। এসব দেখা হয়ে গেলে পুনরায় বুলবায়োতে ফিরে গিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকার দিকে রওয়ানা হবেন। অর্দ্ধ-নিগ্রোদের প্রস্তাব আমার মনোমত হওয়ায় সত্বরই বুলবায়োর দিকে রওয়ানা হতে মনস্থ করি।

সেলিসবারীতে ছোট্ট একটি মিউজিয়ম আছে। সেখানে সকলকেই অবাধে প্রবেশ করতে দেওয়া হয়। দেখলাম ভূতত্ত্ব সম্বন্ধেই নানা রকমের পাথর এবং কয়েকটা দুষ্প্রাপ্য বন্যপশুর অস্থি কঙ্কাল পড়ে আছে। যারা মনুষ্যতত্ত্ব বিজ্ঞান সম্বন্ধে গবেষণা করতে চায় তাদের পক্ষে লণ্ডন মিউজিয়মই যথেষ্ট। সেলিসবারীর ঠেলা ধাক্কা খেয়ে সেই ছোট্ট মিউজিয়মের দিকে ধেয়ে যাওয়া কোনমতেই কর্তব্য নয়।

সেলিসবারীর প্রত্যেকটি ইউরোপীয়ান আমাদের দেশের নবাব, সুলতান, রাজা, মহারাজা বিশেষ। এদের নাক-সিটকিয়ে পথে চলতে দেখে বেশ রাগ হয়। যেখানে ইউরোপীয়ান রাজমিস্ত্রি দৈনিক পঞ্চাশ শিলিং করে মজুরী পায় সেখানে তারা আমাদের দেশের নবাব, সুলতান,

মহারাজাদের মত চলবে না কেন? স্বর্গের স্বর্গত্ব নরকের অস্তিত্বের উপরেই নির্ভর করে।

সেলিসবারীর কাছেই নিগ্রো গ্রাম রয়েছে। সেখানে উই পোকার ঢিবির মত কতকগুলি মেটে ঘরে নিগ্রোরা বাস করে। বিজলী বাতি অথবা জলের কল সেখানে নাই। আছে সর্বত্র দুর্গন্ধ। দুর্গন্ধ না হয়ে যায় কোথায়? যেখানে ভাল ড্রেন নাই, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার বালাই নাই সেখানে দুর্গন্ধ হবেই। নিগ্রোরা পোল-ট্যাক্স নামে যে ট্যাক্স দেয় যদিও সেই অর্থ নিগ্রোদের শিক্ষার্থে-ই খরচ হয় তবুও বলতে বাধ্য, নিগ্রো শিক্ষা বিভাগের শ্বেতকায় রাজকর্মচারীরাই ট্যাক্সের নিরানব্বই ভাগ খেয়ে ফেলে। এরপর যা থাকে তাতে নিগ্রোদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের উচ্চ ধাপে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভবপর হয় না। নিরক্ষরতা, কুশিক্ষা, দুর্গন্ধ, অভাবের তাড়না, স্বর্গরাজ্য সেলিসবারীর আধ মাইলের মধ্যেই দেখতে পাওয়া যায়, সেজন্যই বোধহয় স্বর্গের স্বর্গত্ব উপলব্ধি করা যায় সত্বর এবং বেশ ভাল করে।

সেলিসবারীর ইউরোপীয়ানদের সংগে পরিচিত হবার জন্য একদিন মাত্র ভিক্ষা করতে বের হই। বড় বড় বাড়ীর ভেতর প্রবেশ করা আমার মত পথিকের পক্ষে বড়ই কষ্টকর কাজ তা আমি জানতাম, তবুও ইচ্ছা করেই অপমানিত হবার জন্য কয়েকজন বড়লোকের দ্বারে ভিক্ষাপত্র হাতে করে দাঁড়াই। অনেক বড়লোকই আমার ভিক্ষাপত্র আগ্রহের সহিত পড়েন এবং আমার সংগে কথা বলার জন্য আগ্রহান্বিত হয়েও কোথায় নিয়ে বসাবেন সে চিন্তা করেই প্রচুর অর্থ দিয়ে বিদায় করতে বাধ্য হন। যেস্থানে কথা বলতে প্রয়াসী হয়ে প্রচুর অর্থ পাওয়া যায়, সেখানে ভিক্ষা ভিক্ষাবৃত্তিতে পরিণত হয় ভেবে বড়লোকদের বাড়ীতে ভিক্ষা করা বন্ধ করে দিয়ে, ছোট ছোট দোকানে ভিক্ষা করতে যাই,

সেখানে ত তারা আমাকে অপ্রত্যাশিত ভাবে দান করেই সুখী হয়েছে। কিন্তু ঘরে বসিয়ে দুটি কথা শুনার সাহস করে নাই কি জানি যদি জাতিচ্যুত হয়? জাতিচ্যুত হওয়ার অভিসাপ মর্মে মর্মে অনুভব করে যখন লসমনের ঘরে ফিরলাম তখন আপন সমাজের কথা আপনা হতেই মনে পড়ল। অনেকক্ষণ চুপ করে বসে থাকলাম। কোথাও যেতে আর ইচ্ছা হল না। দুপুর বেলা যখন লসমনের স্ত্রী খেতে ডাকলেন তখন তিনি আমার শুষ্ক মুখ দেখেই বললেন নিশ্চয়ই আপনাকে কেহ অপমান করেছে। তাঁকে আমার অভিজ্ঞতার কথা বলার পর তিনি বললেন "আপনদের দেশের লোক কিন্তু এ বিষয় নিয়ে একটুও মাথা ঘামায় না। আমরা যদিও এরূপ নিকৃষ্ট আবহাওয়ার মধ্যে বাস করি তবুও যখনই আমাদের আত্মসম্মানে ঘা লাগে তখনই আমরা ইউরোপীয়ানদের কাছ থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করি। ভারতবাসীরা ইউরোপীয়ানদের দ্বারা অপমানিত এবং ঘৃণিত হবার পরও আমাদের সংগে মেলামেশা করতে ভালবাসে না। এটা কি পরিতাপের বিষয় নয়? যদি ভারতবাসী আমাদের সংগে যোগ দেয় তবে বোধহয় আমরা ইউরোপীয়ানদের কোণঠাসা করতে পারি।

পরের দিন মস্তবড় একজন মুসলমান ব্যবসায়ীর দোকানে গিয়ে ইউরোপীয়ানদের ব্যবহারের কথা বললাম এবং প্রতিকারের জন্য ইন্দো আফ্রিকানদের সহযোগীতা করতে অনুরোধ করায় তিনি আমার প্রস্তাব শুনে একেবারে তেড়েবেড়ে উঠে বললেন "যাদের শরীরে নানারূপ রক্তের সংমিশ্রণ তাদের সংগে হাত মেলানো কোনমতেই চলে না। বৃটিশ ত ভাল জাত। তাদের পেছনে থাকাই ভাল। নিগ্রো অথবা অর্দ্ধ-নিগ্রোর সংস্পর্শে আসা কোন মতেই ভাল হবে না।" এ ধরণের কথা শুধু তার কাছ থেকেই শুনি নাই, হিন্দুদের কাছ থেকেও শুনেছি। একজন

মৎস্যজীবি হিন্দুর সংগে এ সম্বন্ধে কথা হয়। ভদ্রলোক ব্যবসা করে বেশ দু'পয়সা কামিয়েছেন। তার কাছে যখন আমার প্রস্তাব উত্থাপন করলাম তা শুনে তিনি একেবারে অবাক হয়ে গেলেন। অনেকক্ষণ চিন্তা করে বললেন "তা কি করে হয় ?"

লসমনের উদ্যোগে আমার বিদায়ের পূর্বে একটি সভা হয়। অন্যান্য দেশের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করার পর বললাম "আমার ভ্রমণের অভিজ্ঞতা কিছুটা শুনলেন এখন আফ্রিকা ভ্রমণের অভিজ্ঞতা থেকে বলছি "যদি আপনাদের এদেশে বাস করতে হয় তবে নিগ্রো এবং অর্দ্ধ-নিগ্রোদের সাথে ঐক্য রেখে বাস করতে হবে, নতুবা জাঞ্জিবারের কাছে পেম্বাদ্বীপে আরবগণ ইণ্ডিয়ান মুসলমানদের যেমন করে তাড়িয়েছে আপনারাও তেমনিভাবে রডেসিয়া হতে বিতাড়িত হবেন। আমার কথা শুনে আমার প্রতি অনেকেই বিতশ্রদ্ধ হয়েছিল, কিন্তু বর্তমানে বুঝতে পারছেন আমার কথা অক্ষরে অক্ষরে ফলতে বসেছে। নিগ্রো এবং অর্দ্ধ-নিগ্রোদের সাহায্যে স্থানীয় সরকার ইণ্ডিয়ানদের হয়রাণ করবার জন্য লেলিয়ে দিয়েছে। ইণ্ডিয়ানরা ভীত হয়ে ভারত সরকারের আশ্রয় ভিক্ষা করছে। যদি ভারতবাসীর-রাষ্ট্রনৈতিক দূরদৃষ্টি থাকত তবে আজ আর বিপদে পড়তে হত না।

তিন সাথী

সেলিসবারী হতে বুলবায়ো যাবার পথে ইণ্ডিয়ান অথবা অর্দ্ধ-নিগ্রোদের বাড়ী না থাকায় খাওয়া থাকার পক্ষে বেশ কষ্ট পেতে হয়েছিল। পথে নিগ্রো চাষীদের সংগে দেখা হলে তারা যেমন কথা বলত না আমিও তেমনি মুখ ফিরিয়ে হয় তাদের আগে চলে যেতাম নয়ত পেছনে থাকতাম।

একদিন তিনটি নিগ্রো যুবক আমার পেছন নেয়। ভাবছিলাম এই যুবকত্রয় আমার পাশ কাটিয়ে আগে চলে যাবে, কিন্তু তারা তা না করে ক্রমাগতই আমার পেছনে চলছিল। কতক্ষণ যাবার পর একটি বৃক্ষচ্ছায়ায় বসে বিশ্রাম করার ভান করলাম। তারাও আমার কাছে বসল এবং বিশ্রাম করতে ছিল। অনেকক্ষণ বসে আছি এবং উঠবার নাম করছি না দেখে যুবকত্রয়ের একজন জিজ্ঞাসা করল "বানা যাবেন কোথায় ?"

বুলোবায়ো।

সকল পথটাই কি সাইকেলে যাবেন না গুটুমা গিয়ে রেল গাড়ীতে বসবেন ?

অন্য আর একজন যুবক বলল "যদি দয়া হয় তবে আমরাও আপনার

সংগে পথ চলতে চাই আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য আপনাকে সাহায্য করা এবং আপনার সংগে থেকে নানা বিষয়ে অভিজ্ঞতা অর্জন করা।" বললাম "এতে আমার কোনও আপত্তি নাই, এখন আমি উঠব, চল ত এস।"

যুবকত্রয় তৎক্ষণাৎ আমার সংগ নিল। মাইল পাঁচেক যাবার পর আমরা একটি নিগ্রো বিদ্যালয়ের কাছে আসলাম এবং যুবকত্রয় আমাকে পথের পাশে বসিয়ে রেখে নিকটস্থ নিগ্রো বিদ্যালয়ের দিকে যাবার পূর্বে বলে গেল যে পর্যন্ত তারা ফিরে না আসে সে পর্যন্ত আমি যেন স্থান ত্যাগ না করি।

অনেকক্ষণ পর যুবকত্রয় একজন ইউরোপীয়ানকে সংগে নিয়ে আমার কাছে আসল। ইউরোপীয়ান্ লোকটিকে দেখেই মনে হল তিনি একজন পাদরী এবং বিদ্যালয়ের শিক্ষক হবেন। তিনি আমার সামনে এসে দাঁড়াবার পরও যখন আমি তাকে অভিবাদন করলাম না এবং কিছুই বললাম না তখন তিনি নিজেই বললেন "তুমি কি পরিশ্রান্ত?"

অনেকটা তাই, তুমি এখানে কি কর?

পাদরী নিজের পোষাকটি দেখিয়ে বললেন, "আমি এখানকার পাদরী এবং শিক্ষক। চল আমার সংগে, তোমার থাকা এবং খাওয়ার বন্দোবস্ত করে দেই।

চল, বলে উঠে পড়লাম।

পথের পাশেই মস্তবড় দোতালা বাড়ী। বাড়ীতে শিক্ষক থাকেন। আর একটু দূরেই গীর্জা। গীর্জার পাশেই আর একটা ঘরে কতকগুলি ছাত্র থাকে যাকে বলা হয় হোষ্টেল। আমাকে সেখানেই নিয়ে গিয়ে বসানে হল। বসার পর পাদরীকে বললাম "এক গ্লাস জল দাও।" পাদরী তৎক্ষণাৎ এক গ্লাস জল আনতে একটি ছেলেকে পাঠালেন।

ইত্যবসরে পাদরী আমাকে বললেন "দেখেছ আমাদের বোর্ডিং হাউস, কেমন সুন্দর, ভারতে এমন হোষ্টেল কটা আছে?"

লণ্ডনেও এমন সুন্দর বোর্ডিং নাই, আমি লণ্ডনে অনেকদিন ছিলাম কিনা তাই বলছি।"

পাদরীর মুখ শুকিয়ে এল। পাদরী যতক্ষণ পর্যন্ত আমার সংগে কথা বলছিলেন ততক্ষণ পর্যন্ত "প্লিজ" শব্দ একবারও ব্যবহার করেন নাই। আমি ঠিক তেমনি তার সংগে কোন কথার সংগে অথবা প্রথমে ভদ্রতাসূচক 'প্লিজ' কথা ব্যবহার করি নাই। অবশেষে যখন পাদরী বুঝলেন আমি অন্য ধরণের লোক, স্থানীয় ভারতবাসী নই, তখন তাঁর ভাষার এবং মনের পরিবর্তন হল। আমাকে তৎক্ষণাৎ তাঁদের ঘরে নিয়ে বসতে দিলেন এবং ভদ্রভাবে কথা বলতে লাগলেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই বুঝিয়ে দিলেন ভারতবর্ষে বৃটিশরা উচ্চশিক্ষা প্রচার করে যে অন্যায় করেছে, ভারতবাসীও যদি এদেশে নিগ্রোদের সংগে মেলামেশা করে তবে তাদেরও এদেশে সেই অবস্থা হবে। আমি প্রতিবাদ করে বললাম "এসব বাজে কথা।"

অতি অল্প কথা অথচ এই অল্প কথার পেছনে বৃহত্তম চিন্তাধারা ছিল। বৃটিশ পাদরী যেমন আমার কথা বুঝতে সমর্থ হয়েছিলেন আমিও তেমনি তাঁর কথা বুঝতে সমর্থ হয়েছিলাম। তারপর উভয়েই নির্বাক হয়ে অনেকক্ষণ থাকার পর আমি চলে আসলাম! বাই-সাইকেল নিয়ে গেট পর্যন্ত আসার পরই দেখলাম দুটি পূর্বপরিচিত ছেলে আমার সংগে বের হয়ে এল। কতক্ষণ যাবার পর জিজ্ঞাসা করলাম "তোমরাও বের হয়ে এলে নাকি?"

হাঁ বানা, আর স্কুলে যাব না ঠিক করেছি। কতকদিন আপনার সংগে থেকে যা বুঝতে পারি তাই মূলধন করে কাজে লাগাব। বুঝতেই পারছ

আমাদের জীবনের মূল্য কত? যদি জীবনটা দেশের কাজে লাগাতে পারি তবেই মনে করব জীবন সার্থক হয়েছে।

অন্য ছেলেটি এল না?

না, তাকে রেখে এসেছি। সে কিছু লেখাপড়া শিখুক। বড় বড় বই পড়ে সে আমাদের বুঝাবে। আমরাও প্রাইভেট্ পড়ব। তবে সর্বসাধারণের মধ্যে আমাদের থাকতেই হবে নতুবা আমাদের উন্নতি হবে না। সুখের বিষয় আমরা বেশি মাইনে পাই না। তাই আমরা যে-কোনও দিকে চলে যেতে পারি। আমরা বিদেশেও যেতে চাই না। দেশে থেকেই দেশের উন্নতি করব।

ছেলে দুইটির বয়স উনিশ-কুড়ি হয়েছে, এরই মধ্যে তাদের মনোনীত স্ত্রী ঠিক হয়ে গেছে। পথের পাশেই একজনের মনোনীত স্ত্রী থাকত। সেজন্য আমরা তিনজনে সে বাড়ীতেই উঠলাম। এরা হল বান্তু। শিক্ষার দিক থেকে এরা অনেকটা উন্নতি করেছে। একজনের নাম ছিল মার্টিন। তারই মনোনীত স্ত্রীর বাড়ীতে গিয়েছিলাম। মার্টিন তার খৃষ্টান নাম পরিত্যাগ করে জব্বো নাম নিয়েছিল। আমি তাকে জব্বো বলেই ডাকতাম। আমরা যখন জব্বোর ভাবী শ্বাশুরী বাড়ীতে পৌঁছলাম তখন সন্ধ্যা হয় হয়। জব্বোর মনোনীত স্ত্রী তখন স্নান করে এক কলসী জল মাথায় করে নিয়ে ঘরে ফিরছিল। জব্বোর সংগে তার স্ত্রীর দেখা হওয়া মাত্র সে তাকে আলিঙ্গন করল এবং গালে ছোট্ট চুমু খেল। তার স্ত্রী ঘরে গিয়ে একটি শিলিং এনে দিল এবং কি কি জিনিস আনতে হবে বলল। আমি জব্বোকে বললাম শিলিংটি ফিরিয়ে দাও এবং আমার কাছ থেকে শিলিং নিয়ে আমি যা আনতে বলি তাই নিয়ে এস। জব্বো গেল না, গেল তার সহাধ্যায়ী নাম মেপ্পা। মেপ্পা আমার আদেশ মত খাদ্যদ্রব্য আনতে গেল।

নিগ্রো স্ত্রীলোকগণ সাধারণত একগাছা সরু রশি তাদের কোমরে বাঁধে এবং সেই রশির সংগে একটুকরা কাপড় অথবা কোন জন্তুর চামড়া আটকিয়ে রাখে। বাড়ীতে ভিন্ন পুরুষ আসলে পরিধেয় বস্ত্র পরিবর্তন করে। জব্বোর স্ত্রীও আমাদের দেখতে পেয়ে তার পরিধেয় পরিবর্তন করল এবং বসবার জন্য ঘরটা পরিষ্কার করে আমার সাইকেলখানা নিজেই ঘরে তুলে রাখল। পরিষ্কার স্থানে একখানা কম্বল বিছিয়ে দিয়ে আমাদের বসতে বলল। ঘরে বাতি ছিল না। আমার কাছে মোমবাতি মজুত থাকত। মজুত মোমবাতি হতে একটি মোমবাতি খুলে দিলাম। তাই প্রজ্জলিত করে ঘরের অন্ধকার দূর করা হল। জব্বোর স্ত্রী যখন অন্যান্য গৃহকাজে ব্যস্ত ছিল তখন আমরা নিকটস্থ ছোট্ট নদীতে স্নান করে ফিরে এলাম এবং দেখলাম চা আম্‌লেট ও দুখানা করে রুটি বৃক্ষপত্রে পরিবেশিত হয়েছে। আরাম করে তাই খেলাম। আমাদের খাওয়া-শেষ হয়ে গেলে জব্বোর স্ত্রীও খেল। খবর নিয়ে জানলাম মেয়েটীর মা অন্যত্র গিয়েছে সেও নাকি নিগ্রো জাতির উন্নতির জন্য চেষ্টা করছে। জব্বো তার ভাবী শাশুরীর প্রশংসা করে বলল বিয়ের পণ স্বরূপ মেয়ের মাকে আটটি গরু দান প্রথা প্রচলিত আছে, সেই প্রথা জব্বোর ভাবী শাশুরী লঙ্ঘন করবেন। এখন বিয়ে হলেই হল। খাবারের পর নানা রূপ গল্প বলে মুখে যখন ব্যথা হল তখন জব্বোকে মশারী খাটিয়ে দিতে বললাম। ঘুম থেকে উঠে দেখি জব্বো এবং তার স্ত্রী মরার মত শুয়ে আছে। তাদের পাশেই মেপ্পা। মেপ্পাকে ডাকামাত্র সে উঠে বসল এবং বলল "বানা, আজ এখানে থেকে যাও, অন্যত্র যেয়ে কাজ নাই, আমি এখনই অন্য গ্রামে যাচ্ছি, সেখান থেকে কতকগুলি শিক্ষিত লোক সংগে করে নিয়ে আসব। তারা তোমার কথা শুনবে। জব্বোও ঘরে থাকবে না, সেও তার ভাবী শাশুরীকে নিয়ে আসতে যাবে। যারা

তোমার সংগে কথা বলতে আসবে, যদিও তারা নিগ্রো সমাজের উন্নতিকামী তবুও তাদের মত এবং পথ ভিন্ন রকমের। এসব লোকের মতিগতি যাতে বদলায় সেজন্যই ডেকে আনতে যাচ্ছি। মেপ্পার কথায় রাজি হলাম এবং অন্য আর একটি রাত এখানে কাটাতে মনস্থ করলাম। জব্বোর ভাবী স্ত্রীর নাম মেরিয়া। জব্বো এবং মেপ্পা চলে যাবার পর মেরিয়া স্নান করতে গেল। স্নান করে ঘরে ফেরবার পথে আমার জন্য কতকগুলি বনজ ফল নিয়ে আসছিল। বনজ ফলগুলি আমার সামনে রেখে দিয়ে সে রান্না আরম্ভ করল। যখন মেরিয়া রান্না করছিল তখন সে আনাকে জিজ্ঞাসা করল "বানা তুমি আমাদের এরূপ সুন্দর উপদেশ দাও কেন? তোমার উপদেশে তোমার দেশের লোকের কি কোম ক্ষতি হবে না?"

না।

মেরিয় তার কারণ জিজ্ঞাসা করল। তাকে যুক্তি দিয়ে সকল কথা বুঝিয়ে বলায় সে সুখী হয়েছিল। কতক্ষণ পর মেরিয়াকে জিজ্ঞাসা করলাম "এমন সুন্দর করে ইংলিশ ভাষায় কথা বলা কোথা হতে সে শিক্ষা করেছে? .

মেরিয়া বলল "দু' বৎসরের মত সে নিগ্রো স্কুলের ছাত্রী ছিল।

দিনটা বেশ পরিষ্কার ছিল। ঘরের বাইরে বসে আরাম করছিলাম। জব্বোর স্ত্রী আমার হাত ও পায়ের নখ হতে ডুডু পোকা নিষ্কাসন করার সময় বিদেশের সংবাদ জিজ্ঞাসা করল। যতটুকু সম্ভবপর ততটুকুই বলতেছিলাম কারণ সে ইংলিশ ভাষায় ততটুকু দক্ষ ছিল না। আমরা যখন কথা বলছিলাম তখন যে-সকল নিগ্রো পথ দিয়ে যাচ্ছিল তারা জব্বোর স্ত্রীকে ঠাট্টা করে বলল "এরূপ আধমরা বিদেশী বুড়াটাকে শেষটায় বিয়ে করলে নাকি?" জব্বোর স্ত্রীও তেড়ে জবাব দিল

"বুড়াটার বেশ টাকা আছে, সেইজন্যই নিয়েছি, যখন বুড়ার টাকা শেষ হয়ে যাবে যখন তাড়িয়ে দেব।" এসব কথা বলেই আমার দিকে চেয়ে কথাগুলি অনুবাদ করে শুনাচ্ছিল। নিগ্রোদের মধ্যে ঠাট্টা তামাসা করার বেশ প্রবৃত্তি আছে দেখে সুখী হয়েছিলাম।

বেলা বারোটার সময় জব্বোর শাশুরী এসেই দরজায় বসে হাঁপাতে লাগল এবং বির্‌বির্‌ করে কতকগুলি কথা বলল। জব্বো তার ভাবী শাশুরীর কথাগুলি বুঝিয়ে দিল। কতক্ষণ পরই মেপ্পা সাত-আটজন যুবককে সংগে নিয়ে এল। যুবকদের মধ্যে কেউ ফ্রেঞ্চ, কেউ ডাচ্‌, কেহ বা ইংলিস ভাষায় অনর্গল কথা বলতে পারত। তাদের সংগে কথা বলে বুঝতে পারলাম ভবিষ্যতে এই যুবকগণ আফ্রিকার নিগ্রো জাতকে বৈদেশিক শৃঙ্খল হতে মুক্ত করতে সক্ষম হবে। এই যুবকগণ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রিধারী হয়েও সাধারণ লোকের পোষাক পরেই সন্তুষ্ট। মামুলী খাদ্য খেয়েই তৃপ্ত, সারাদিন পায়ে হেটে গ্রাম হতে গ্রামান্তরে ভ্রমণ করেও অপরিশ্রান্ত। এই ধরণের লোক যদি আফ্রিকাকে বৈদেশিক শাসন হতে মুক্ত করতে না পারে তবে আর কে করতে পারবে?

এই ধরণের শিক্ষিত নিগ্রো যুবকেরা ইণ্ডিয়ান এবং ইউরোপীয়ান সবাইকে সমানভাবে শত্রু মনে করে। ইণ্ডিয়ানদের সংগে তারা যাতে শত্রুতা না করে সেজন্য কিছু বলতে ইচ্ছা থাকা সত্বেও জিহ্বা আড়ষ্ট হয়ে এল। কি কারণ দেখিয়ে ইণ্ডিয়ানদের মিত্র বলে গণ্য করতে বলব? কোন কারণ খুঁজে পেলাম না সেজন্য বিষয়টা পরিত্যাগ করাই ভাল হবে ভাবলাম কিন্তু কতক্ষণ পরেই দেশের কথা মনে হল এবং ইচ্ছা হল এ সম্বন্ধে কিছু বলি, অবশেষে পামার নামে একজন ফরাসী ভাষায় দক্ষ নিগ্রো ভদ্রলোককে বললাম "আপনারা ইণ্ডিয়ানদের শত্রু মনে করেন কেন?"

ভাল কথাই উত্থাপন করেছেন, আপনিও একজন ইণ্ডিয়ান,

সাধারণতই আপনার মন ইণ্ডিয়ানদের প্রতি ঝুকবে, কিন্তু মনে করুন একজন ইণ্ডিয়ান বৃটিশের সাহায্য নিয়ে আপনার গলা কাটতে আসছে তখন আপনি তাকে জ্ঞাতী-ভাই বলে এড়িয়ে যাবেন না শত্রু বলে আত্মরক্ষা করবেন ?

প্রশ্নের জবাব এত সহজে সমাধান হবে মনে হচ্ছিল না।

পরের দিন জব্বো এবং মেপ্পাকে সংগে নিয়ে পথে বের হলাম: ষ্টার-উড্-ষ্টার এবং কিউ কিউ হয়ে গুয়েলো পৌছলাম। গুয়েলোতে পৌছার পর আমাকে ম্যালেরিয়া জ্বর প্রবলভাবে আক্রমণ করে। ডাক্তার কুইনাইন্ ইনজেকশন্ দেওয়া সত্বেও জ্বর বন্ধ হয় নাই। জব্বো জ্বরের প্রকোপ দেখে তাদের মতে সিনকোনা জাতীয় এক প্রকার গাছের পাতার রস খেতে দেয় এতে পনের মিনিটের মধ্যেই জ্বর সেরে যায়। জ্বর সেরে যাবার পর জব্বো আমাকে বিছানা পরিত্যাগ করতে নিষেধ করে। তার আদেশ মত শুয়ে থাকতে বাধ্য হই। তিন দিন বিছানায় শুয়েছিলাম। এই তিন দিন সে নিজেই কাচা দুধ সংগ্রহ করে আনত এবং কাঁচা দই খেতে দিত। ক্রমাগত তিন দিন কাঁচা দুধ খেয়ে শরীরের দুর্বলতা লোপ করতে সক্ষম হই।

গোয়েলোতে যে ভদ্রলোকের বাড়ীতে উঠেছিলাম সেই ভদ্রলোক জাতে গুজরাতী। ব্যবসায়ের দিক দিয়ে তিনি খুবই উন্নতি করেছিলেন। রাষ্ট্রতত্ব সম্বন্ধেও তিনি অনেক সংবাদ রাখতেন। রডেসিয়া পার্লামেণ্ট সম্বন্ধে বলতে যেয়ে বললেন "হয়ত ভবিষ্যতে দক্ষিণ রডেসিয়াতে শ্বেতকায়দের সংখ্যাধিক্য হবে। গ্রীক্, আর্মেনিয়ান, ইংলিশ, স্কচ, আইরিশ এবং অন্যান্য ইউরোপীয়ান জাতি অনবরত রডেসিয়ায় প্রবেশ করছে, অথচ যাদের এশিয়াটিক বলা হয় তাদের এদেশে প্রবেশ করতে দেওয়া হচ্ছে না।

আপনার কথা শুনে দুঃখিত হলাম স্যার। এরূপ হওয়া খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু বর্তমানে যারা এদেশে বাস করছেন তাদের মধ্যেও একতার অভাব দেখতে পাচ্ছি। আপনারা তামিল অথবা তেলেগুদের আমল দেন না কেন ?

তারা নিগ্রোদের সঙ্গে মেলামেশা ত করেই উপরন্তু নিগ্রো খাদ্য খেতে কোনরূপ দ্বিধা বোধ করে না। এই ধরণের ব্যভিচারী লোকের সংগে মেলামেশা করা কি ভাল হবে ?

ভালমন্দ এখন দেখবেন না, বুঝবেন তখনই যখন তামিল এবং তেলেগুরা নিগ্রোদের সংগে হাত মিলিয়ে আপনাদের সাজানো বাগানে আগুন দেবে।

কি বলছেন মশাই, আপনি যে আমাদের শত্রু।

আমি আপনাদের শত্রু নই মিত্র, পরম মিত্র। যদি মিত্র না হতাম তবে শুধু চাঁদা উঠিয়েই বিদায় নিতাম। এসব কথা বেশি বলা-কওয়া করে লাভ নাই। আপনার ঘরের সামনেই একটি তামিল বসে আছে, তাকে জিজ্ঞাসা করুন তারা আপনাদের প্রতি কিরূপ মনোভাব পোষণ করে।

এদের মনোভাব কিছুটা জানি, কিন্তু ঘরে আগুন দেবে এটা বিশ্বাস করি না।

পাশে বসা তামিল ছেলেটি আমাদের কথা গিলতে বসেছিল না। সে আমাকে তার বাড়ীতে খাবার খেতে নিয়ে যেতে এসেছিল। শুধু আমাকেই সে নিমন্ত্রণ করে নাই, সংগের নিগ্রোদেরও নিমন্ত্রণ করেছিল। ইণ্ডিয়ানরা কখনও নিগ্রোদের নিজের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করে না। কিন্তু এই তামিল যুবক নিগ্রোদের বিশেষ পরিচয় পেয়ে নিনন্ত্রন করতে সঙ্কোচ বোধ করছিল না।

গুজরাতী ব্যবসায়ী যখন শুনলেন সংগের নিগ্রোদ্বয় তামিলের বাড়ীতে আমার একই সংগে খাবে তখন তিনি দুঃখিত হলেন। নিগ্রো সংগীদ্বয়

ভারতীয় ব্যবসায়ীর মনোভাব যাতে বুঝতে না পারে সেজন্য আমি অন্য বিষয়ের অবতাড়না করলাম।

গুয়েলো হতে বুলোবায়ো একশত আট মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। এইটুকু পথ তাড়াতাড়ি যাওয়া পছন্দ করি নাই। তার দুটি কারণ ছিল, প্রথম কারণ হল পথের সৌন্দর্য, দ্বিতীয় কারণ হল মেপ্পা আমার জন্য পথেও দুধের বন্দোবস্ত করে দিত। কাঁচা দুধ খেয়ে শরীরে ক্রমশঃই শক্তি বেড়ে চলছিল এবং সাইকেলে চলতে আরাম লাগত। এক দিন পথের পাশেই মেপ্পা একটা গাইকে ধরে আমার ওয়াটার বোতল ভর্ত্তি করে দুধ আনল। আমি সবটা খেতে পারলাম না বলে সে দুঃখ প্রকাশ করল। আমারই সামনে এরা প্রত্যেকে দুবার করে ওয়াটার বোতল ভর্ত্তি করে দুধ খেয়েছিল।

বোলবায়োর পথে কোনও বিশিষ্ট স্থানে আমরা রাত কাটাই নাই। নিগ্রো গ্রামেই আমরা থাকতাম। জব্বো গ্রামবাসীকে ডেকে একত্রিত করত। লেকচার দিত আর আমি তাই শুনতাম। বুঝতে চেষ্টা করতাম গ্রামবাসী জব্বোর কথা বুঝতে পারছে কিনা? জব্বো কখনও চিৎকার করে কথা বলত না। সে স্পষ্ট করে বিষয়-বস্তু সাজিয়ে গল্পের আকারে বলত। সভাতে থাকতে থাকতেই অনেকে নূতন কাপড় পরে পুনরায় সভাতে আসত এবং জব্বোকে সুখী করত। জব্বো নিগ্রোদের ভাল ঘরে থাকতে, উত্তম খাবার খেতে, ইউরোপীয় ধরণে থাকতে এবং পাক করতে উপদেশ দিত। অনেকে বলত এত টাকা পাবে কোথা হতে? দরকার বেড়ে গেলে টাকা আপনা থেকেই আসবে। নিজের দরকার মিটাতে গিয়ে ডাকাতি চুরি এসব করতেও বিমুখ হয়ো না। জব্বোর জব্বরী উপদেশ শুনে আমি শুধু দুঃখিত হতাম না, শরীরটাও যেন সংগে সংগে কেঁপে উঠত। এসব কথা আমার ধাতে সইত না।

বুলোবায়ো

মেপ্পা এবং জব্বোকে পেছনে রেখে ষ্টেশনের দিকে অগ্রসর হলাম। ষ্টেশনে পৌঁছে দেখলাম স্থানটি বড়ই সুন্দর; ষ্টেশনের বাহিরেই কয়েকটি জলের কল ছিল। জলের কলের আশেপাশে কোথাও "Only for Europeans" এই কয়টি কথা লেখা না থাকায় ভাবলাম শহরের ভেতর প্রবেশ করার পূর্বে হাতমুখ না ধুইলে মানুষের মত দেখাবে না। কাছেই জল রয়েছে, হাত-মুখ ধুইতে কি আপত্তি? হাতমুখ ধোয়া হয়ে গেলে রুমাল দিয়ে যখন মুখ মুছতেছিলাম তখন একটি শ্বেতকায় আমাকে লক্ষ্য করে বলল "এই, জলের কলটা তুই ব্যবহার করেছিলি?"

হাঁ, কি হয়েছে?

হবে আবার কি, কেপটা বদলি করতে হবে; তোরা কি জলের কল ব্যবহার করতে জানিস?

আসল কথা হল ইউরোপীয়ানরা যে সকল জলের কল ব্যবহার করে সেই সকল জলের কল এশিয়াবাসী এবং নিগ্রোদের ব্যবহার করতে দেওয়া হয় না। ইউরোপীয়ানটার সংগে ঝগড়া করা মোটেই সুবিধা হবে না ভেবে শহরের দিকে রওয়ানা হলাম।

একটু যাবার পরই একটি কঙ্কনী মুসলমানের দোকান দেখতে পেয়ে তার ঘরে উঠে এক পেয়ালা কাফি অথবা চা দিতে বললাম।

কঙ্কনী মুসলমানটি হাত জোড় করে বলল "তা কি করে হয় সাহেব, আমার স্ত্রী নিগ্রো, কোন ইণ্ডিয়ান আমার বাড়ীতে জলও খায় না, আপনি একেবারে চা অথবা কাফি চেয়ে বসলেন।

দয়া করে এক পেয়ালা চা দিলে বাধিত হব। এদেশে আমি নূতন এসেছি, উপরন্তু আমার কাছে নিগ্রো, অর্দ্ধ নিগ্রো এবং ইণ্ডিয়ান সকলেই সমান।

কঙ্কনী মুসলমান তৎক্ষণাৎ তাঁর স্ত্রীকে ডাকল এবং আমাকে এক পেয়ালা কাফি দিতে বলল। তাঁর স্ত্রী আমাকে দেখে কি ভাবছিল জানি না কিন্তু কাফি যখন নিয়ে এল তখন বুঝলাম আমার অজানিতে সে আমাকে আপন করে নিয়েছে। হয়ত নিগ্রো রমণী ভাবছিল আমি কোনও নিগ্রো মহিলার পাণি গ্রহণ করেছি নতুবা তাদের ঘরে কাফি অথবা চা খাব কেন ?

কাফি খাওয়া হয়ে গেলে কঙ্কনী মুসলমানকে জিজ্ঞাসা করে জানলাম নিকটেই এক পেটেলের দোকান আছে। সেই পেটেলই হলেন এখানকার ভারতীয়দের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দোকানী এবং তার বাড়ীতেই অতিথি অভ্যাগত এসে থাকেন। কঙ্কনী মুসলমানের কাছ হতে বিদায় নেবার পূর্বে বললাম "বন্ধু যদি তোমার ঘরে থাকবার স্থান থাকত তবে এখানেই থাকতাম। দুঃখের বিষয় তোমার নিজেরই স্থানাভাব, আমাকে কি করে স্থান দিবে বল ?"

হাঁ ভাই যা বলেছ সবই ঠিক্, পেটেলের বাড়ীতে থাক, আমাকে কিন্তু ভুলো না। আমিও একজন ভারতবাসী, কিন্তু স্থানীয় ভারতবাসীরা আমাকে পরিত্যাগ করেছে, করুক তারা পরিত্যাগ, আল্লা এর বিচার করবেন। আমাদেরও সুসময় আসবে।

বাঙ্কনী বলল তার পরিচিত একটি লোক আমাকে রেলষ্টেশনে

দেখেছিল। সেই লোকটি বলছিল আমাকে নাকি একটা ইউরোপীয়ান অপমান সূচক কথা বলেছে।

হাঁ, এটা ত এখন আমার অভ্যাস হয়ে গেছে। আফ্রিকা ছেড়ে যাবার পর ভাবতে পারব এদেশে কি দেখেছি, এখন আমার মন অপমানের ধার ধারে না, কোন মতে আফ্রিকা ভ্রমণ শেষ করতে পারলেই হল।

আপনার পক্ষে ইউরোপীয়ান অধ্যুসিত রেলষ্টেশনে যাওয়াই অন্যায় হয়েছে। আমরা সেদিকে মোটেই যাই না। ভবিষ্যতে আপনিও ইউরোপীয়ানদের সংস্পর্শে যাবেন না।

বান্ধবীকে সান্ত্বনা দিয়ে বললাম এখন এসব কথা রাখ একটু বিশ্রাম করে নেই তারপর এই বিষয় নিয়েই কথা বলতে পারব। বান্ধবীর ঘর হতে বিদায় নিয়ে সহরের দিকে রওয়ানা হলাম। অনেকক্ষণ যাবার পর নির্দ্ধারিত গুজরাতী ভদ্রলোকের বাড়িতে পৌঁছলাম। নিচে দুটি ছেলে বসে ছিল। তাদের কাছে আমার উদ্দেশ্য বললাম। তারা আমাকে তাদের মনিবের কাছে নিয়ে গেল এবং থাকবার ব্যবস্থা করে দিল। আমি তখনও পরিশ্রান্ত ছিলাম। যুবকগণ আমাকে নানারূপ প্রশ্ন করতে ছিল। পরিশ্রান্ত হয়ে কোন কথা বলতে ইচ্ছা করে না সেজন্য বল্‌লাম "আমাকে বকিও না।" যুবকগণ বুঝল আমি পরিশ্রান্ত, বকিয়ে লাভ হবে না। ক্রমাগত কয়েকদিন ভ্রমণ করার জন্য বিছানায় শুয়ামাত্র ঘুম এল। সুখের বিষয় যুবক দ্বয় ঘুমের সময় কোন ব্যাঘাত জন্মায় নাই। দুদিন ক্রমাগত বিশ্রাম করার পর কিছুটা শান্তি পেলাম। তৃতীয় দিন সকাল বেলা সাইকেলখানা ঘসে মেজে পরিষ্কার করার পর পায়ে হেটে শহর দেখতে বের হলাম। কোন রূপ উদ্দেশ্য না থাকলে সাইকেলে ভ্রমণকারী পায়ে হেটে ভ্রমণ করতে রাজি হয় না।

বুলোবায়ো শহর বড়ই সুন্দর। তিন দিকে পাহাড় একদিকে ঢালু, শহরটি সমুদ্র সমতল হতে বহু উর্দ্ধে অবস্থিত থাকায় আবহাওয়া বড়ই ভাল লাগছিল। ইণ্ডিয়ানদের ব্যবসা কেন্দ্র ঢালু ভূমিতে অবস্থিত থাকায় সকালের স্নিগ্ধ শীতল বায়ু দুর্বল শরীরকে সবল করে তুলল। হাটতে বেশ আরাম লাগছিল। নিগ্রো অথবা ইউরোপীয়ান ধরনে ফুটপাতে হাটতে জানতাম এবং তাদেরই অনুকরণে হাটতে ছিলাম। অনেকক্ষণ হাটার পর দেখতে পেলাম মেপ্পা একদিকে দাঁড়িয়ে দোকানের সৌন্দর্য্য দেখছে। সে আমাকে দেখতে পেয়েছিল কিন্তু কাছে এসে কথা বলতে ইচ্ছুক ছিল না, বুঝলাম সে যদি আমাকে পরিচিত বলে স্বীকার করে তবে বিপদের সম্মুখীন হবে সেজন্য আমি তারই কাছে দাঁড়িয়ে দোকানের সৌন্দর্য্য দেখছিলাম। কতকক্ষণ পর সে একদিকে রওয়ানা হল, আমিও তার পেছনে হাটতে আরম্ভ করলাম। কতকক্ষণ হাঁটার পর আমরা শহরের শেষ সীমায় পৌছলাম। শহরের শেষ সীমান্তে লোক চলাচল মোটেই ছিল না। মেপ্পা দাঁড়াল এবং বলল "আগামী কল্য সন্ধ্যার পর আপনি এ পথে আসবেন, আমরা আপনার জন্য অপেক্ষা করব। আপনাকে আমাদের গ্রামে নিয়ে যাব এবং যে সকল গ্রামের লোক তাদের দুঃখের কথা আপনার কাছে বলে শান্তি পেতে চাইছে তাদের দুঃখের কাহিনী আপনি দয়া করে শুনবেন।

"নিশ্চয়ই মেপ্পা। কাল সন্ধ্যার পর আমাকে এই স্থানে পাবে। আমার পরণে কালো বস্ত্র থাকবে। অন্ধকারে মিলিয়ে যাবার পক্ষে সুবিধা হবে। আমার কথা শেষ হবা মাত্র মেপ্পা রাজপথের এক পাশে একটি বৃক্ষের আড়ালে আত্ম গোপন করল। মেপ্পাকে ছেড়ে দিয়ে পুনরায় শহরের দিকে রওয়ানা হলাম। কতকক্ষণ যেয়ে দেখলাম সামনেই একটি ভারতীয় বিদ্যালয়। ভারতীয় ছাত্রগণ তখন খেলছিল। আমাকে দেখা

মাত্র তারা খেলা ছেড়ে কাছে আসল এবং পরিচয় চাইল। আমার পরিচয় পেয়ে তারা তাদের মাষ্টারের কাছে নিয়ে গেল। মাষ্টার মহাশয় আমাকে দেখে এমনি একটা ভাব দেখালেন যাতে মনে হল তিনি আমাকে ভাল চোখে দেখছেন না। জয়রাম সীতারাম বার বার উচ্চারণ করে বললেন "অন্য সময় আসবেন।" আমি আর অন্য সময় যাই নাই, ছাত্রদের কাছেও অভিজ্ঞতার কথা বলা হয় নাই। এই ভদ্রলোকই ধর্ম্ম সম্বন্ধে লেক্‌চার দিবার জন্য অনেক লোককে ডেকে আনতেন কিন্তু পর্য্যটন কাহিনী শোনার কোনও আগ্রহ ছিল না।

বুলোবায়োর ভারতীয় কংগ্রেস দুটি ভাগে বিভক্ত। একদল আর একদলের লোকের সংগে কথা বলতেও নারাজ। অবস্থা প্রণিধান করে বুঝতে পারলাম এখানে নেতৃত্ব নিয়েই বিবাদ। কে নেতৃত্ব করবে? যারা ধর্ম্ম পরায়ণ অর্থাৎ ধনী ব্যবসায়ী তারা পলিটিক্স বুঝতে রাজি নয়। যে অবস্থায় আছে সে অবস্থাতেই থাকতে রাজি। এর মানে হ'ল নিগ্রো ঠকানো এবং অবসর পেলে ঈশ্বরের নাম কীর্তন করা। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মহাশয়ও ধনীদের মতই পোষণ করতেন। কিন্তু এদের তখনও ধারনা হচ্ছিল না নিগ্রোরা এ অবস্থায় থাকবে না। নিগ্রোরাও বিদ্রোহ করতে সক্ষম হবে। নিগ্রোরা যাতে মাথা না তুলতে পারে সেজন্য ভারতীয় ধনী এবং ধর্মপ্রাণেরা ইউরোপীয়াণদের নানারূপ উপদেশ এবং সাহায্য করে সুখী হত দেখে হাসতাম এবং যে সকল যুবক আমার সঙ্গে দেখা করতে আসত তাদের বলতাম তোমাদের ভবিষ্যত অন্ধকারাচ্ছন্ন, ভারতেই তোমাদের ফিরে যেতে হবে। ভেবোনা নিগ্রোরা চিরকাল অশিক্ষিত থাকবে এবং তোমরা ওদের যথাসর্ব্বস্ব অপহরণ করবে।

সন্ধ্যা সমাগত। খাওয়া শেষ করেই শহরের বাইরের দিকে পথ ধরে অগ্রসর হলাম। পথে লোক জন নাই। মাঝে মাঝে দু একখানা মোটর

কার প্রবল বেগে শহরের দিকে আসছিল। এই মোটরকারগুলিকে বেশ সমীহ করে পথ চলতে হচ্ছিল। এরা যদি ইচ্ছা করেও আমাকে মোটর চাপা দিয়ে যেত তবে কারো কিছু বলার ছিল না। রডেসিয়া এবং দক্ষিণ আফ্রিকার প্রায় স্থানেই যখন কোনও নিগ্রোকে রাজনৈতিক কাজে বেশ অগ্রসর হতে দেখতে পাওয়া যায় তখন তাকে পথের মাঝে মোটর চাপা দেবার বন্দোবস্ত করা হয়। মেপ্পা আমাকে সে কথাটি বলেছিল। মেপ্পা শ্রেণীর লোক সেজন্য কখনও প্রকাশ্য স্থানে ভদ্র পোষাকে যেত না। মেপ্পার একদিনের পোষাক দেখে আশ্চর্য্যান্বিত হয়েছিলাম। তার পরণে ছিল একটি পরিত্যক্ত হাফ্‌পেণ্ট, হাতে ছিল দুটা মোটা বেতের বালা, পায়ে ছিল বেতের বুট। তাকে দেখলেই মনে হত এই মাত্র জংগল থেকে সভ্য জগতে চলে এসেছে।

কতকক্ষণ চলার পরই মেপ্পার সঙ্গে দেখা হল। সে আমার হাত ধরে বড় রাস্তা হতে ছোট পথ ধরে চলল। রাত্রে এরূপ পথ চলার অভ্যাস আমার ছিল না, তথাপি চলতে বাধ্য হলাম। কতক্ষণ যাবার পর দেখলাম গণ্ডা কতক যুবক আঁধারে বসে আছে, তাদের কাছে আমিও বসলাম, তারা কেউ উঠে সম্মানও দেখাল না। মেপ্পা তাদের ভাষায় বলল "এই যে দেখছ ভারতবাসী, তিনি পৃথিবী ভ্রমণ করছেন। তার সংগেই আমি আর জব্বো অনেকদিন ছিলাম। তোমরা তাকে দেখতে চেয়েছিলে, তিনি এখন তোমাদেরই মাঝে বসে আছেন। লোকগুলি আরও কাছে এসে অনেকক্ষণ ধরে কি বলল তার একটি কথাও বুঝতে পারলাম না। মেপ্পাকে বললাম "তোমার কাছেই আমার বক্তব্য বলা হয়েছে, এখন আমি যাই, বুলোবায়তে আমার বেশি দিন থাকার ইচ্ছা নাই। সত্বরই এখান থেকে চলে যাব কিন্তু আবার ফিরে আসব। মেপ্পার বন্ধুদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে শহরের দিকে চলার সময় মেপ্পা

বললে "বানা, রাত্রে শহরে যাবার আমাদের কোন অধিকার নাই, সে কথা নিশ্চয়ই অবগত আছ। অতএব এখান থেকেই বিদায় নিচ্ছি, মেপ্পার দুঃখ দেখে মনে বেশ আঘাত লাগল।

ইণ্ডিয়াণরা রাত্রে কোথাও যায় না। রাত নয় দশটার সময় তারা শুয়ে থাকে। আমাকে বিলম্বে আসতে দেখে পেটেলের বাটিস্থ সকলেই চিন্তিত হয়েছিল, তারা ভেবেছিল হয়ত আমি পথ হারিয়েছি। ফিরে আসার পর সকলেই জিজ্ঞাসা করল কোথায় গিয়েছিলাম। তাদের কাছে সত্য কথাই বললাম। সত্য কথা শুনে তারা স্তম্ভিত হল। বুলোবায়োর ভারতবাসী নিগ্রোদের সঙ্গে ব্যবসা সংক্রান্ত কথা ছাড়া অন্য কোন কথা বলে না। এদের এই ধরণের খাপ ছাড়া আচার ব্যবহারে দুঃখিত হওয়া ব্যতিরেকে আর কিছুই করার মত ছিল না। ভিক্টোরিয়া ফলস্ দেখতে যাবার পূর্বে একজন যুবক রডেসিয়াবাসী ইণ্ডিয়ান শিক্ষকের সংগে দেখা হয়। তাঁর পূর্বপুরুষ বিহারের অধিবাসী ছিলেন। তিনি তথা কথিত ছোট জাতের অন্তর্গত। তাঁর কথা কেউ শুনতে রাজি নয়। তিনি মর্মে মর্মে অনুভব করেছিলেন, দক্ষিণ রডেসিয়াতে নিগ্রোদের উন্ননি অতি অশ্চিয়, সেজন্য তিনি নিগ্রোদের সংগেই মেলামিশা করতেন। ইণ্ডিয়ানদের পক্ষে শিক্ষক মহাশয়ের আচার ব্যবহার খারাপ মনে হওরায় তাঁকে সমাজ চ্যুত করা হয়। উপায়ন্তর না দেখে তিনি নিগ্রোদের সংগে সমাজ স্থাপন করতে বাধ্য হয়েছেন! এই শিক্ষক মহাশয়ের ভবিষ্যৎ বংশধরগণ কি ভারতদ্রোহী হবে না? নিশ্চয়ই হবে এবং সেই একটি পরিবারের লোক এক লক্ষ এনটি ইণ্ডিয়ান্ ভারবাসীদের যা ক্ষতি করবে তার চেয়ে শৌ ক্ষতি করবে।

ভিক্টোরিয়া ফলস্

আগ্রার তাজমহল দেখার জন্য যে কোন আমেরিকানের মন যেমন করে লাফিয়ে উঠে ঠিক তেমনি করে যে কোন ভৌগলিকের পক্ষে ভিক্টোরিয়া প্রপাত দেখার জন্য আগ্রহ হয়। আমার মনেও আগ্রহ হয়েছিল বটে কিন্তু বর্ণ বৈষম্য সেই আগ্রহকে অনেকটা দমিয়ে দেয়। সর্ব প্রথমেই প্রশ্ন উঠে থাকার স্থান। ভিক্টোরিয়া ফলস্ হতে আধ মাইল দূরে একটি প্রকাণ্ড হোটেল আছে। হোটেলটির আয়তণ এবং থাকবার বন্দোবস্ত কলিকাতার গ্রেট্ ইষ্টার্ণ হোটেলের তিন গুণ কিন্তু সেখানে কোন এশিয়াবাসীকে থাকতে দেওয়া হয় না। ইসমাইলী সম্প্রদায়ের জীবিত পয়গম্বর মহামান্য আগাখান্ ও সে হোটেলে স্থান পান না। আগা খানের নাম বলার কারণ হ'ল তিনি অনেক বারই আফ্রিকায় গিয়েছেন এবং দেখতে পেয়েছেন আফ্রিকাতে ভারতবাসীর অবস্থা কিরূপ সেজন্যই তাঁর নাম এখানে বলা হল। অন্য কোন কারণ নাই। এমতাবস্থায় আমার মত নগণ্য ভারতবাসীর পক্ষে আফ্রিকার বিপদ সঙ্কুল অরণ্যে বাস করে ভিক্টোরিয়া প্রপাত পর্যন্ত বাইসাইলে ভ্রমণ করা সম্ভব ছিল না। মেপ্পা এবং জব্বো বলেছিল ভিক্টোরিয়া প্রপাতের দিকে যাবে না। নূতন সাথী জুটিয়ে নেওয়াও সম্ভব ছিল না। সংবাদ নিয়ে জানলাম ভিক্টোরিয়া ফলস্ হতে চার মাইল দূরে লিভিংষ্টোনিয়া নামে

একটি গ্রাম আছে। গ্রামটি রেলওয়ে ষ্টেশন কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। সেই গ্রামে অনেক ভারতবাসী বাস করে। চার মাইল দূর হতে প্রত্যহ যদি প্রপাত দেখতে যাই তবে আমার বাসনা পূরণ হতে পারে অন্যথায় ভিক্টোরিয়া প্রপাত দেখা আকাশ কুসুম কল্পনায় পরিণত হবার সম্ভাবনা ছিল।

লিভিংষ্টোনিয়াতে থাকা ঠিক করে সেখানকার ভারতীয় কংগ্রেসী সেক্রেটারীর কাছে তার যোগে আমার পরিচয় দিয়ে থাকবার স্থানের বন্দোবস্ত করতে বললাম। সেক্রেটারী মহাশয় থাকবার ব্যবস্থা করবেন লিখলেন। তাঁ'র তার পেয়ে সুখী হলাম এবং বুলোবায়ো হতে রেল গাড়ীতে যাবার জন্য টিকিট কিনতে ষ্টেশনে গেলাম। ষ্টেশনের টিকেট বিক্রেতা টিকিটটা আমার দিকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলল "এই নাও টিকিট, কাল সকাল সাতটায় এসো। টিকিটটা হাতে নিয়ে পেটেলের বাড়ীতে এসে মাথা নত করে বসে থাকলাম। ভাবতেছিলাম এত অপমান কি করে সহ্য করেছি।

পরের দিন পুনরায় টিকিটটা হাতে করে ষ্টেশনে গেলাম। গাড়ী প্রস্তুত ছিল। দ্বিতীয় শ্রেণীর রিজার্ভ কম্পার্টমেণ্টে বসলাম। এই কম্পার্টমেণ্টে শুধু এশিয়াটিকরাই বসতে পারে। এশিয়াটিক শব্দের ভিন্ন মানে রয়েছে। যারা এশিয়ায় জন্মেছে তারা সকলেই এশিয়াটিক নয়। অনেক ইউরোপীয়াণের ও এশিয়াতে জন্ম হয়েছে এবং তারা বসবাসও করছে, তা বলে তারা এশিয়াটিক নয়, তারা ইউরোপীয়াণ। এশিয়াটিক শব্দটা অনেকটা অসুর, দৈত্য, রাক্ষস ধরণের। ঘৃণ্য লোককে কিছু বলা চাইত, এশিয়াটিক শব্দটা হল সেই ধরণের।

স্টলে সংবাদপত্র বিক্রি হচ্ছিল। একখানা সংবাদপত্র স্টল হতে টেনে নিলাম। সবাই নিচ্ছিল, আমি নিব না কেন? এতে স্টলের মালিকের

রাগ হয়। সে বলল "আমাকে বললেই উঠিয়ে দিতে পারতাম।" লোকটাকে কিছু না বলে দুপেনী ফেলে দিয়ে গাড়ীতে চাপলাম। ঠিক সেই সময় মনে হয়েছিল দেশের কথা। আমাদের দেশেও তথা কথিত এক শ্রেণীর লোক আছে যাদের হীন জ্ঞান ত করা হয়ই উপরন্তু এদেরে মানুষ বলে স্বীকারও করা হয় না। এখানকার ইউরোপীয়ানরাও আমাদের প্রতি সেই অবস্থা করেছে। তারাও এশিয়াটিক অর্থাৎ এশিয়াবাসীদের মানুষ বলে স্বীকার করতে চায় না। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন "যাদের আজ অপমান করছ, তারা একদিন তোমাদেরই অপমান করবে।" আমার মনে হয় মুষ্টিমেয় ইউরোপীয়ানের বর্বরোচিত শাসন ভবিষ্যতে ফুঁৎকারে উড়ে যাবে।

গাড়ী ছেড়ে দেবার পরই বয় নানা রকমের খাদ্য নিয়ে এল। কিছুই ফেরৎ দিলাম না। প্লেটের পর প্লেট উজার করে দিয়ে বয়কে বললাম তুমি বাসনগুলি নিয়ে যাও আমি এখম ঘুমাব। "বয় বললে" এখন ঘুমাবেন না, রেল পথের দুদিকে নানারূপ দৃশ্য দেখতে পাবেন, বসে দেখুন। এদেশেত আর আসবেন না। এই বোধ হয় প্রথম আর এই বোধহয় শেষ।

তাই মনে হচ্ছে বয়।

বয় ফিরে এল, সে শুধু এশিয়াটিকদের আদেশ পালন করে। কথা প্রসংগে সে বলল "আজ বড়ই খারাপ দিন কারণ আজ আপনি এখানে রয়েছেন!"

বয়কে জিজ্ঞাসা করলাম "বুলোবায়োর ইণ্ডিয়ানরা কি গাড়ীতে চড়ে না।"

খুব কম, রেলগাড়ীতে তারা খুব কম ভ্রমণ করে।

তাদের প্রত্যেকেরই মোটর গাড়ী রয়েছে। তারপরই বয়কে জিজ্ঞাসা

করলাম "আমার উপস্থিতিতে আজ কেন খারাপ দিন হল?" বয় আমার কথার জবাব দিল না দেখে মুখ ফিরিয়ে পথের দু'পাশের দৃশ্যবেলী দেখতে মন দিলাম।

রেলগাড়ীর দু'দিকেই উঁচু-নীচু পর্বতমালা। পর্বত গভীর জংগলে ভর্তি। কোথাও লোকালয় আছে বলে মনে হল না। লোকালয় ছিল রেল ষ্টেশনকে উপলক্ষ করেই। এক যায়গায় দেখলাম মস্তবড় একটা কয়লার খনি। খনিটা রেল ষ্টেশনের কাছে। ইউরোপীয়ানরা সুপারভাইজারের কাজ করছে এবং নিগ্রোরা তাদের হুকুম তামিল করছে। আমি ষ্টেশনে নামিনি, গাড়ীতে বসা অবস্থাতেই খনির দৃশ্য দেখলাম। এখানে একটী রেঁস্তোরাও আছে। রেঁস্তোরায় শ্বেতকায় ছাড়া অন্যান্যের প্রবেশ নিষেধ। তা জানতে পেরেছিলাম বলেই গাড়ী হতে নামিনি। আবার গাড়ী চলল। এবার একটি ইউরোপীয়ান কাছে এসে বসে আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করল। তিনি আমার পরিচয় পেয়ে দুঃখিত হয়ে বললেন "এদেশে ভারতবাসীর কোন সম্মান নাই। লিভিংষ্টোনিয়ার কাছেই ছোট্ট একটি ষ্টেশন আছে। তার নাম হল ভিক্টোরিয়া। ভিক্টোরিয়াতে যে হোটেল আছে তাতে শুধু ইউরোপীয়ানরাই থাকতে পারে। সেখানে যদি আপনি থাকতে পারতেন তবে বড়ই সুবিধা হত। কিন্তু সে সুবিধা হতে আপনারা সবাই বঞ্চিত। ইউরোপীয়ানটিকে জানিয়ে দিলাম "ভিক্টোরিয়া ষ্টেশনে না নেমে লিভিংষ্টোনিরাতে নামব। সেখানে আমার স্বদেশবাসী অনেক আছে। ভদ্রলোক স্বইচ্ছায় আমাকে তার নামের একখানা কার্ড দিলেন। তার নাম ছিল পেটারসন্। তিনি জাতে ছিলেন ইংলিশ, পেশায় স্বর্ণ খনির সুপারভাইজার। তাঁর মাইনে প্রচুর, মতবাদে কমিউনিষ্ট! কমিউনিষ্ট মতবাদীরা বেশিক্ষণ তাদের মনের ভাব চেপে রাখতে পারে না, সেজন্যই হঠাৎ বলে ফেললেন

"এসব বর্ণ-বৈষম্য বেশিদিন থাকবে না, আগত মহাযুদ্ধ অর্থাৎ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরই এসব চলে যাবে।" আমি শুধু বললাম বৃটেন আজ যে অবস্থায় আছে সেই অবস্থায় অনেক বৎসর থাকবে। বৃটেন এবং জাপানের কমিউনিষ্ট পার্টির প্রতি আমার আগাগোড়াই বিদ্বেষ ভাব ছিল। বৃটেনের কমিউনিষ্ট পার্টি নামকাওয়াস্তে অথবা খেয়ালের বশবর্তি হয়ে কমিউনিজম সম্বন্ধে আলোচনা করে বটে কিন্তু অন্তরে অন্তরে তারা ঘোর সাম্রাজ্যবাদী। জাপানী কমিউনিষ্টদের কথাও সেরূপ। জাপানী সম্রাট যেমন ভাবে জাপানী সমাজ কর্তৃক পূজিত হন তেমনি বৃটেনের ইংলিশ রাজারা কমিউনিষ্টদের দ্বারা পূজিত হন।

বিশ্বমানবের উন্নতি প্রয়াসী বৃটেনের কথায় কোনরূপ শান্তি পেলাম না। তাঁকে সোজা কথায় বুঝিয়ে দিলাম বৃটিশরা যেমনভাবে সুযোগ এবং সুবিধা পাচ্ছে তাতে মনে হয় না তারা কমিউনিজম্ গ্রহণ করতে সক্ষম হবে। মিষ্টার পেটারসন্ আমার কথা স্বীকার করতে বাধ্য হন। তার উদারতাপূর্ণ বাণী এবং মদের বোতল আমাকে ভোলাতে সক্ষম হয়নি।

বেলা চারটার সময় গাড়ী ভিক্টোরিয়া ষ্টেশনে থামল। অনেকগুলো শ্বেতকায় যাত্রী নেমে যাবার পর গাড়ী মন্থর গতিতে চলল। মিনিট দুই চলার পর ইঞ্জিন হতে বিপদসূচক ধ্বনি উত্থিত হল। গাড়ী ধীরে ধীরে একটি সেতু পার হল। তারপর পুরাদমে চলে লিভিংষ্টোনিয়া ষ্টেশনে থামল।

ষ্টেশনটি ছোট। আমাকে নেবার জন্য স্থানীয় কংগ্রেস প্রেসিডেণ্ট, মুসলিম সভার সম্পাদক এবং সহকারী সম্পাদক এসেছিলেন। মিষ্টার নাই ছিলেন হিন্দু মহাসভার সেক্রেটারী এবং কংগ্রেস প্রেসিডেণ্ট। মিষ্টার নাই-এর বাড়ীতে উঠলাম। আদর-আপ্যায়নের অভাব হল না। বিকালের খাওয়াও বেশ ভালই হল। শহরের গণ্যমান্য অনেক লোক

দেখতে আসেন। বুলোবায়োতে কংগ্রেস দুই ভাগে বিভক্ত হয়েছে, শুনে সবাই দুঃখিত হল। আমার আসবার কারণ সকলের কাছে বললাম এবং আরও জানালাম, আগামী কল্য সকাল বেলা একখানা সাইকেল দিলেই হবে। সাইকেলে করে প্রপাতটি দেখে আসতে পারব। সাইকেল নেওয়া হবে কি বাসে যাওয়া হবে তাই নিয়েই কথা কাটাকাটি চলছিল। এদের আলোচনাতে বুঝতে পারলাম আমার মত বিদেশীকে তারা স্থানীয় হাঙ্গামায় জড়াতে চান না। অবশেষে মিষ্টার নাইয়ের ছোটভাই বললেন "কুছপরওয়া নেই, আমিই ওঁকে নিয়ে প্রপাত দেখাতে যাব।"

পরের দিন সকাল বেলা ষ্টেশনে গিয়ে দেখলাম আরও কয়েকজন ভারতীয় লিভিংষ্টোনিয়া যাবার জন্য বাসে বসে আছে। শ্বেতকায় ড্রাইভার বাস ছাড়বে না বলে গো ধরেছে। পুলিশ এরই মধ্যে এসে গেছে। আমিও বাসে বসলাম। আমাকে দেখে আরও অনেক ইণ্ডিয়ান বাসে বসল। বাসের সিট পূর্ণ হয়ে গেল। ড্রাইভার বাস ছাড়তে বাধ্য হল। আমি সকলকে বললাম "আপনারা কয়েকদিন টাকার মায়া পরিত্যাগ করে বাসে যাওয়া আসা করতে থাকুন, দেখবেন শ্বেতকায়রা আপনাদের নিয়ে যাওয়া আসা করতে অভ্যস্ত হবে এবং এদের মন হতে বর্ণ-বিদ্বেষও আপনা হতেই চলে যাবে। আপনারা সর্বদাই শ্বেতকায়দের হতে দূরে থাকেন। সেইজন্যই শ্বেতকায়রাও আপনাদের কাছ থেকে দূরে থাকে।" ঠিক হল পরের দিন থেকে এক গাড়ী লোক ভিক্টোরিয়া প্রপাত দেখতে যাবে এবং পরবর্তী প্রত্যেক গাড়ীতেই দু'একজন করে যাওয়া আসা করবে। এই নিয়ম প্রবর্তন করার জন্য যত অর্থের দরকার হবে, চাঁদা করে উঠাতে হবে এবং শ্বেতকায়দের সংগে মেলামেশা করার জন্য নানারূপ উপায় উদ্ভাবন করতে হবে।

ভিক্টোরিয়া প্রপাত এবং নায়েগ্রা প্রপাত এই দুটাই হল পৃথিবীর সব চেয়ে বড় প্রপাত। অন্য আর একটি প্রপাত নাকি হালে আফ্রিকাতে আবিস্কৃত হয়েছে। সেই প্রপাত দেখবার সুযোগ আমার হয়ে উঠে নাই। ভিক্টোরিয়া প্রপাত এবং নায়েগ্রা প্রপাতের গঠন একই ধরণের। এখন আমি আফ্রিকার ভিক্টোরিয়া প্রপাতের কথাই বলছি।

দক্ষিণ রডেসিয়ায় উত্তরদিকে জাম্বেসী নদী বয়ে চলেছে। জাম্বেসী নদীর উৎপত্তি স্থান হতে যে জলধারা বয়ে চলেছে তা ভিক্টোরিয়া প্রপাতের একটু আগে পর্য্যন্ত যে অবস্থাতে থাকে তা অতীব আশ্চর্য্য। প্রশস্থ নদী বক্ষে গ্রেভেল (বড় গোল পাথর) সর্বত্র ছড়ানো। গোল পাথরের নীচ দিয়ে কোথাও কোথাও সামান্য জল ঝির ঝির করে বয়ে যাচ্ছে। নদী বক্ষে প্রায় স্থানেই গুল্ম দেখতে পাওয়া যায়। আবার কোথাও কোথাও ছোট ছোট বৃক্ষের জন্ম হয়েছে। জংলী ছাগল নদীবক্ষে ঘাস খায়। বড় বড় বানর নদী বক্ষের বড় বড় পাথরের উপর বসে ছোট ছোট মাছ ধরার জন্য ধ্যানে বসে। বক এবং সারস জাতীয় পাখী নদীবক্ষে দিনের বেলায় অনবরত আসা যাওয়া করে। এই ত হল নদীবক্ষের অবস্থা। তারপর নদীটা যতই নিম্নগামী হয়েছে ততই খরস্রোতে পরিণত হয়েছে। ইচ্ছা করলে যে কোন লোক সেই স্রোতে নির্বিঘ্নে স্নান করতে পারে। অনেক সময় এই স্রোতের জলে অনেক বন্য ছাগল পড়ে যায়। নদীর স্রোত তাদের প্রপাতে টেনে নিয়ে যেতে পারে না, ছাগল সাঁতার কেটে ওপারে চলে যায়। এই দুই শত হাত দূরেই হল প্রপাত।

প্রপাত থেকে ক্রমাগত ধূমের আকারে উপরের দিকে জল উঠে মেঘের সৃষ্টি করে। বাস্তবিক পক্ষে দুই শত হাত দূরে থেকে বুঝা যায় না যে কাছেই এত বড় প্রপাত রয়েছে। নদীর বক্ষস্থল দেখার পর পূর্ব কথিত রেলওয়ে ব্রিজের উপর গিয়ে দাঁড়ালাম। রেলওয়ে ব্রিজের দুপাশে

মোটর রোড্ রয়েছে। মোটর রোডের উপর দাঁড়িয়ে দেখলাম প্রপার্তটি দুভাগে বিভক্ত। কত হাত নীচে জল পড়ছে তার মাপ রডেসিয়া সরকার এখনও নেন নাই। বোধ হয় দরকারও মনে করেন না। দূর থেকে দাঁড়িয়েই অনুমান করলাম প্রপাতের গভীরতা দুই শত ফুটের কম হবে না। যদি দুই শত ফুট্ হয় প্রপাতের গভীরত্ব তবে ভিক্টোরিয়া প্রপাত এত বিপজ্জনক কেন? জাম্বেসী নদীর উপরের দিকে প্রচুর জল জমা রয়েছে। তাতে নৌকা চলাচল করে কিন্তু যে স্থানে ভিক্টোরিয়া প্রপাত হয়েছে তার উপরের দিকটাতে পাথর জমা হয়ে যেন একটা বাঁধ দেখাচ্ছে। পাথরের বাঁধে ছিদ্র রয়েছে। সেই ছিদ্র দিয়ে জল হঠাৎ প্রপাতে পড়ার জন্যই ভিক্টোরিয়া প্রপাত এত বিপজ্জনক।

পূর্বেই বলেছি ভিক্টোরিয়া প্রপাত এবং নায়েগ্রা প্রপাতের উৎপত্তি একই ধরণের। অগভীর জলস্রোত ক্রমাগত চলতে থাকে। পরে সাগরে অথবা অন্য নদীতে, নয় কোথাও হ্রদে গিয়ে পতিত হয়। এখানে নদীর জল ধরাস্ করে নীচে পড়ে প্রপাতের সৃষ্টি করে বড় নদীতে গিয়ে মিলিত হয়েছে। এরূপ হবার কারণ কি? যদিও বিষয়টি ভৌগলিক জ্ঞাতব্য বিষয় তবুও ভ্রমণ কাহিনীরূপে পাঠকদের এ বিষয়ে একটু জেনে নিলে দোষ কি।

অনেক সময় দেখা যায় পাহাড় পর্বত ধ্বসে পড়ছে। লোকে বলে ধ্বসে পড়ছে, সেজন্য আমরাও বলি ধ্বসে পড়ছে। কিন্তু কেন ধ্বসে পড়ে তা আর আমরা জানতে চাইনা। পাথর অনেক সময় পচে। সেই পচা পাথর যখনই বড় বড় পাথরের ভার সহ্য করতে পারে না তখনই খসে পড়ে। ছোট ছোট নদী পাহাড় হতেই জন্ম নেয়। তাদের তলদেশে সকল সময় কঠিন পাথর থাকে না। যদি পঁচা পাথর থাকে তবে সেই পঁচা পাথরের ভেতর দিয়ে জল নীচে নেমে যায় এবং জলের

গভীরতা বাড়ে। কিন্তু ভিক্টোরিয়া প্রপাতের মত প্রপাত সৃষ্টি করতে পারে না। যখনই কোনও পচা পাথরের লহর অনেক দূর চলে গিয়ে হঠাৎ নিম্নস্থানের কাছে গিয়ে শেষ হয় তখনই ভিক্টোরিয়া অথবা নায়েগ্রা প্রপাতের মত প্রপাত সৃষ্টি করতে পারে। জাম্বেসী নদীর প্রথম রেখাটী ঠিক সেরূপ অবস্থায় পৌঁছুতে পেরেছিল বলেই আজ আমরা ভিক্টোরিয়া প্রপাত দেখতে পাচ্ছি। প্রপাপ এবং প্রস্রবনে অনেক প্রভেদ রয়েছে। সেদিকেও পাঠকদের লক্ষ্য রাখা চাই। যে জলরাশি কোনও পর্বতের উপর হতে ঝম্‌ঝম্‌ করে নিম্নস্থানে পড়ে তাকে বলা হয় প্রস্রবন। প্রপাত সেরূপ নয়। প্রপাত নদী হ'তে জন্ম নিয়ে নদীতেই পতিত হয়।

প্রাকৃতিক দৃশ্য এক-দু' ঘণ্টায় দেখা যায় না। প্রথম দিনটা ত গেল হট্টগোল করেই। দ্বিতীয় দিন সকাল বেলা বাসে না গিয়ে সাইকেলে করেই প্রপাতের কাছে চলে গেলাম। আমার পৌঁছার পূর্বেই একদল ভারতবাসী বাসে করে প্রপাতে পৌঁছে গিয়েছিল। দেশবাসীদের সংগে নিয়ে হোটেলে রওয়ানা হলাম। আমাদের যাবার কতক্ষণ পরই দেখলাম হোটেলের ম্যানেজার দৌড়ে আসছেন। তিনি এসেই বললেন হোটেলে লোকে লোকাকীর্ণ আপনাদের স্থান সেখানে হবে না। আমি তাকে বললাম "মশাই হোটেলে স্থান চাই না হোটেলটা দেখতে চাই মাত্র।" হোটেল-ম্যানেজার আমাকে সংগে করে নিয়ে বম্বের তাজমহল হোটেল সদৃশ একটি বাড়ীর সামনে উপস্থিত হয়ে বললেন এখানে শুধু থাকার জন্য একুশ শিলিং চার্জ করা হয়। খাবারের দাম পৃথক দিতে হয়। পৃথিবীতে অনেক সুন্দর বাড়ী দেখেছি কিন্তু লিভিংষ্টোনিয়া হোটেলের মত মস্তবড় বাড়ী খুব কমই দেখতে পাওয়া যায়। চারদিকে দিগন্তব্যাপী উপবন। তারই মাঝে রূপার সূতার মত নদীগুলি বয়ে যাচ্ছে দেখতে পাওয়া যায়। হোটেলটি উচ্চস্থানে অবস্থিত বলে সকল সময়েই ঠাণ্ডা

সমীরণ বইতে থাকে। সেই ঠাণ্ডা সমীরণে ভাবুক অনেক সময় ভেবে ভেবেই দিন কাটিয়ে দিতে পারে।

ফেরার পথে দেখা হল একজন নিগ্রোর সংগে। সে আমাদের একটা মরা সিংহ দেখাতে নিয়ে গেল। এতবড় সিংহ আর কখনও দেখিনাই। সিংহটাকে এক বৈমানিক উপর থেকে মেসিনগান দিয়ে হত্যা করেছিল। নিকটস্থ বিমান ঘাঁটিতে গিয়ে বৈমানিক সংবাদ দেয় এবং নিগ্রোরা মৃত সিংহ বন হতে খুঁজে বের করে হোটেলের সামনে রেখেছে।

একজন ভারতীয় প্রস্তাব করলেন "আপনি সিংহটার কাছে দাঁড়ান আর আমরা ফটো উঠাই। আমি তাতে রাজি হলাম এবং ফটো উঠান হল। পরে ভারতীয় বন্ধুগণ বলল, "দেশে গিয়ে বলবেন আপনি এই সিংহটাকে হত্যা করেছেন। এতে আপনার বইয়ের বেশ কাটতি হবে। ওদের কথায় উত্তর দেইনি বটে কিন্তু এদের কেন যে এত হীন প্রবৃত্তি জেগেছিল তাই আমি কয়েকদিন ক্রমাগত ভেবেছিলাম। এক শ্রেণীর পাঠকও আবার ইত্যাকার আজগুবি গল্প চায়। কিন্তু এরূপ দুষ্ট গল্প ভ্রমণ কাহিনীতে না দিয়ে উপন্যাসে দিলেই ভাল হয়। আমার চীন ভ্রমণে বারংবার আমি ডাকাত শব্দটি ব্যবহার করেছি। তখনকার দিনে প্রগতিশীলদের অপর নাম ডাকাত ছিল। তা ক'জন জানতেন? আমিও প্রগতিশীল শব্দটি ব্যবহার না করে আইন বাঁচিয়ে নিজের কাজ সমাপ্ত করেছি, সেকথাটা ক'জন অনুধাবন করেছেন। পাঠকবর্গের দু' পংক্তির মধ্যে তৃতীয় পংক্তি খুঁজে বের করার শক্তি ক'জনারই বা আছে!

ঠিক বেলা এগারটার সময় দেখলাম একদল ইউরোপীয়ান ভিজা কাপড়ে হোটেলে ফিরছে। আকাশে মেঘ নাই অথচ তারা বৃষ্টিতে কি

করে ভিজল বুঝতে পারলাম না। কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে তারা যেদিক থেকে আসছিল, আমিও সেদিকে গেলাম। কতক্ষণ যাবার পরই লিভিংষ্টোনের পিতল মূর্তি দেখতে পেলাম। মূর্তিটির পরিমাণ লিভিংষ্টোনের জীবিতাবস্থার সম আকৃতি। লিভিংষ্টোনের আকৃতিতে মহানুভবতার বেশ একটি ছাপ দেখতে পাওয়া যায়। এই মূর্তিটি দেখার জন্য বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে না থেকে আরও এগিয়ে গেলাম।

সামনেই প্রবল ধারে বৃষ্টি হচ্ছিল। অথচ একটু দূরে থেকেও সেই মহান দৃশ্যের সন্ধান পাওয়া যায় না। স্থানটি বৃক্ষরাজিতে আবৃত বলেই কাছের জিনিসও দেখা যায় না। বৃষ্টিকে অবজ্ঞা করে আরও এগিয়ে গিয়ে দেখলাম প্রবল ধারায় জল নীচে পড়ছে। জল নীচের দিকে পড়ার সময় ভয়ঙ্কর শব্দ করছিল। সেই শব্দ কানে অত্যন্ত যন্ত্রণা দিচ্ছিল। সংগে তূলা ছিল না। রুমাল ছিঁড়ে ভিজিয়ে তাই কানে গুজে দিলাম। কানের ব্যথা কমল। আরও এগিয়ে দেখলাম যেখানে জল পড়ছে সেখান হতে ছিটকে উপরের দিকে উঠছে এবং পুনরায় বৃষ্টির আকারে নীচের দিকে নেমে আসছে। আশে-পাশে নানা রকমের গাছ। গাছে টিন্ প্লেটে নানা ইউরোপীয়ান ভাষায় "সাবধান" লেখা ছিল। এশিয়ার কোন ভাষায় সাবধান লেখা ছিল না। এরপর কি চিন্তা করছিলাম তার একটি কথাও মনে নেই।

কতক্ষণ যে দাঁড়িয়ে ছিলাম বলতে পারি না। হঠাৎ একজন লোক আমার মুখে একটি জ্বলন্ত সিগারেট গুজে দিয়ে বলল চলুন মশায়, এবার বাড়ী যাই—আমিও লিভিংষ্টোনিয়া যাব। সিগারেট টানতে বেশ আরাম বোধ করছিলাম, কিন্তু নড়তে পারছিলাম না। হাত পা ঠাণ্ডা হয়েছিল। আগত লোকটি আমার দুর্দশা দেখে বলল ভয়ের কোন কারণ নেই আমিই আপনাকে নিয়ে যাচ্ছি বলেই সে আমাকে কাঁধে উঠিয়ে জংগলের বাইরে

আনল। সেখানে কয়েকজন ভারতীয় দাঁড়িয়েছিল। তারা বোতল হতে ব্রাণ্ডি আমার মুখে ঢেলে দিল। চলবা শক্তি হল না তবে দাঁড়াবার শক্তি হল।

নিয়ম রয়েছে যখন কোন লোককে প্রপাতের কাছে দেখা যায় তৎক্ষণাৎ তাকে ডাকতে নেই। পাশেই পুলিশ থাকে। পুলিশ জানে কি করে তন্ময় লোকটিকে ডাকতে হয়। ভারতীয়রা আমার দেরী দেখে আমায় খুঁজে বের করে এবং আমার তন্ময় অবস্থা দেখে পুলিশ ডেকে আনে। পুলিশের পোষাক ভদ্রলোকের মত থাকে। সাহায্যপ্রাপ্ত লোকটি মনে করে কোনও সদাশয় লোক তাকে সাহায্য করছেন অথবা সাহায্য করবেন। অনেকে পুলিশ দেখেও থতমত খেয়ে যায়, অনেকের জ্ঞানও লোপ পায়। পরিষ্কার স্থানে অনেকক্ষণ দাঁড়ালাম, তারপর শরীরে চেতনা হলে শহরের দিকে রওয়ানা হলাম।

পরের দিন সকাল ন'টার সময় আবার সেস্থানে গেলাম। দেখলাম ইউরোপীয়ানরা একটা প্রকাণ্ড বানরকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। বানর তখনও মরেনি। একজন ইউরোপীয়ান তার হাতের কেতলী হতে একটু ব্র্যাণ্ডি বানরের মুখে ঢেলে দেবার কয়েক মিনিট পর বানরটা সজ্ঞানে এল এবং একটু এদিক সেদিক চেয়েই এক লাফ দিয়ে জংগলের দিকে পালিয়ে গেল। এরূপ করে অনেক বানও নাকি এখানে মরে। এসব স্থানে কেউ একাকী যায় না। যারা একাকী যায় তারা নানারূপ বিপদে পড়ে।

যদি তন্ময় হবার কোনও স্থান থাকে তবে ভিক্টোরিয়া প্রপাতের তীরদেশ। আমেরিকার নায়েগ্রা প্রপাতের কাছে সেরূপ স্থান নাই। যে সকল ভারতবাসী মনটাকে চিন্তাশূন্য করতে চান তাদের বলি তারা যেন ভিক্টোরিয়া প্রপাতের কাছে যান। মুক্ষ অনিবার্য। আধ্যাত্মিকতার জয় জয়।

ইউরোপীয়ানরা যতক্ষণ ছিল আমিও ততক্ষণ তাদের সংগেই ছিলাম। তারা যখন হোটেলে ফিরে গেল আমি সেই স্থান পরিত্যাগ করে প্রপাতের জল যেদিকে বয়ে যাচ্ছে সেদিকে রওয়ানা হলাম। কয়েক মাইল যাবার পর সামনে পড়ল একটা মস্তবড় বন। বনে প্রবেশ করতে ইচ্ছা হল না, ফিরে আসলাম।

লিভিংষ্টোনিয়াতে ফিরে আসার পর অসুস্থতা অনুভব করায় শুয়ে ছিলাম। আমাকে অসুস্থ দেখে একজন ইণ্ডিয়ান, তাদের জন্য নির্দ্ধারিত বিয়ারের দোকানে নিয়ে গেল। দোকান ইউরোপীয়ানদের দ্বারা পরিচালিত। যে সকল ভারতীয় পুরুষ ইউরোপীয়ান পোষাক পড়েন এবং যে সকল ভারতীয় মহিলা শাড়ী ব্যবহার করেন শুধু তারাই এই বিয়ারের দোকানে প্রবেশ করতে পারেন। ইউরোপীয়ানের ব্যবহার খুবই ভাল। ঘরও বেশ পরিষ্কার। নারীদের বসার স্থান পৃথক রয়েছে বটে কিন্তু ইচ্ছা করলে একত্রেও বসতে পারেন।

বিয়ারের সংগে চাটন স্বরূপ অন্য কিছু কিনতে পাওয়া যায় না। খাঁটী ইউরোপীয়ান ধরণে দোকান পরিচালিত হয়। যদি কোন ইণ্ডিয়ান মাতাল হয়ে কোনও স্ত্রীলোককে আক্রমণ করে তবে মাতালকে বাড়ীতে পৌঁছে দেবারও ব্যবস্থা রয়েছে। মদের দোকানে ঢোকার পর আমার মনের পরিবর্তন হ'ল। অবুঝ ভারতবাসীর কাছ থেকে সবাই অর্থ ছিনিয়ে নিতে পারে কিন্তু সভ্যতার দিকে একটুও এগিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করে না। লিভিংষ্টোনিয়ার বিয়ার ব্যবসায়ী কিন্তু সেরূপ লোক নয়। সে ভারতবাসীকে বিপথগামী করতে রাজি নয়। আমার মন্তব্য শুনে অনেকেই বলবেন স্ত্রী-পুরুষ মিলে কি বিয়ার খাওয়া ভাল দেখায়? যারা সিমেটিক সভ্যতার মোহে মোহিত তারা আমাকে এ বিষয়ে ক্ষমা করবেন। স্ত্রীলোকের মর্যাদা সিমেটিকরা কখনও দেয় নাই। আমরা

সেই সভ্যতায় অন্ধ হয়ে রয়েছি। অতএব স্ত্রী-পুরুষ মিলে বিয়ার খাওয়া আমাদের কল্পনাতীত।

সকাল বেলা আবার প্রপাতের দি'ক রওয়ানা হলাম। পথ চলতে ইচ্ছা হচ্ছিল না। নদী তীরে অনেকক্ষণ বসে থাকলাম। জাম্বেসী নদীও সুন্দর। অনেকক্ষণ নদী তীরে বসে প্রপাতের কাছে গেলাম। সেখানে বেশিক্ষণ বসলাম না কি জানি নির্বান পেয়ে যাই। যারা মনকে চিন্তাশূন্য করার জন্য নানারূপ প্রাণায়াম করেন তাদের আমরা কত সম্মান করি, খাদ্য সংগ্রহ করে দেই এবং ভাবি প্রাণাযামকারী আমাদের চেয়ে কত উন্নত। সেই দুর্লভ শক্তি এখানে পাঁচ মিনিটেই আয়ত্ব হয়।

প্রপাতের বহুদূরে নানাস্থানে কুঞ্জবন রয়েছে, সেই কুঞ্জবনে অনেক ইউরোপীয়ানকে ধ্যানস্থ অবস্থায় দেখলাম। একটি লোককে ঠেলা দিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম "এরূপ ভাবে থাকবার মানে?" অবশ্য সেজন্য বারবার ক্ষমা চাইতে হয়েছিল। ইউরোপীয়ান বললেন এসব স্থানে বসে থাকলে মন চিন্তাশূন্য হয়। আহার নিদ্রার উদ্রেক থাকে না সেজন্যই বসে আছি। "ধন্যবাদ মশাই" এই বলেই সেখান হতে বিদায় নেই।

পৃথিবীর সর্ববৃহৎ একটি প্রপাত দেখতে পেরেছি বলে মনে বেশ আনন্দ হল। চতুর্থ দিন সকাল বেলা লিভিংষ্টোনিয়ার ভারতবাসীর কাছে বিদায় নিয়ে যখন পুনরায় গাড়ীতে বসলাম তখন মনে হল হয়ত আর এখানে আসা হবে না।

আবার সেই বংশীধ্বনি। বংশীধ্বনি বিপদ সংকেত জ্ঞাপক। বুঝতে পারলাম ভিক্টোরিয়া প্রপাতের ব্রিজের কাছে গাড়ী এসেছে। খিড়কী দিয়ে মাথা বের করে তাকালাম। পুনরায় নয়ন ভরে সে দৃশ্য দেখলাম। গাড়ী মন্থর গতিতে ব্রিজ পার হয়ে পুরাদমে চলতে থাকল। নিমেষে ভিক্টোরিয়া প্রপাত অদৃশ্য হল। দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করে দৃষ্টি ফেরালাম।

কতক্ষণ চলার পর দেখতে পেলাম গাড়ী থামল এবং একটি নিগ্রোকে গাড়ী হতে টেনে নামিয়ে দেওয়া হ'ল। নিগ্রোটা ভুল করে বিপদ হতে রক্ষা পাবার অস্ত্র ছোড়া নিয়েই গাড়ীতে উঠেছিল। আফ্রিকাতে প্রত্যেক নিগ্রো, আরব, সোমালী একখানা করে ছোড়া সংগে নিয়ে পথ চলে। ইউরোপীয়ান এবং ইণ্ডিয়ানরাই সংগে ছোরা রাখাটা বর্বরতার লক্ষণ বলে মনে করে। সেজন্য শহরের মধ্যে, রেলগাড়ীতে কাউকে ছোরা রাখতে দেওয়া হয় না। নিগ্রো লোকটিকে যখন বুঝিয়ে বলা হল রেলগাড়ীতে ছোড়া নিয়ে চলতে নেই তখন সে দু' তিনবার তার জাতীয় নৃত্য করে কোমড় হতে বেণ্ট সমেত ছোড়াটা ফেলে দিল এবং হাসতে হাসতে আবার গাড়ীতে উঠল। নিগ্রোদের যদি কিছু বুঝিয়ে বলা হয় এবং সে তা বুঝতে সক্ষম হয় তবে সে গা ঝাড়া দিবেই এবং একটু নৃত্যও করবেই। তারপর সে উপদেশ অনুযায়ী কাজ করবে। এটা হল তাদের জাতীয় বৈশিষ্ট্য। যারা সভ্য হয়েছে তারা এখনও সেই বৈশিষ্ট্য পরিত্যাগ করতে পারে নাই। উপদেশ দেবার সময় উর্দ্ধে চোখ উঠিয়ে পরে চারদিক চেয়ে যে উপদেষ্টা উপদেশ দেয়। তার উপদেশ অনুযায়ী যারা কাজ করে তারা কিরূপে তাকে অনুসরণ না করে থাকতে পারে ?

গাড়ী চলছে বুলোবায়োর দিকে। সভ্যতা সেখানে আছে সেজন্য সবাই সেখানে পৌছবার জন্য উদ্‌গ্রীব। যে সকল ইউরোপীয়ান জংগলে থেকে বেশ মোটা টাকা অর্জন করেছে তারা বুলোবায়ো পৌঁছার জন্য অস্থির হয়েছে। অনেকেই গান ধরেছে। প্রত্যেক ষ্টেশনে ষ্টেশনে তারা আনন্দসূচক ধ্বনি করছে। এতে আমার ঘুমের যদিও ব্যঘাত হচ্ছিল তবুও এদের আনন্দ দেখে আমিও আনন্দিত হয়েছিলাম।

বুলবায়োতে ফিরে এসে পেটেরে বাড়ীতেই আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিলাম। জাম্বাবী ধ্বংসস্তূপ দেখবার জন্য মন বড়ই উথলা হয়ে

উঠেছিল। জাম্বাবীতে পৌঁছে কোথায় থাকব, কি দেখব এসব কথাই চিন্তা করতাম এবং সে সম্বন্ধে লোকের উপদেশ সংগ্রহ করতাম। এদিকে জব্বো কোথায় এবং কি করছে সে কথা একবারও মনে হচ্ছিল না। সকাল বেলা ট্রেনে উঠব এমনি সময় একটি নিগ্রো আমার পাশ কেটে যাবার সময় একখানা পত্র পকেটে গুঁজে দিয়ে গেল। পত্রে লিখা ছিল, "বুলোবায়ো হতে বিদায়ের পূর্বে পুনরায় যেন দেখা পাই, দক্ষিণ রডেসিয়া সরকার আমাদের নির্বংশ করতে বসছে।" পত্রখানা পকেটে রেখেই গাড়ীতে বসতে হল।

পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য

দেশী ভাষায় ভ্রমণ কাহিনীকে অনেকেই শিশু পাঠ্য মনে করেন। এই ধরণের ধারণা মনে পোষণ করার নানা কারণ আছে। কারণগুলি না বলাই ভাল। পিরামিড্ অথবা বাবিলনের তথ্য পূর্ণ প্রবন্ধ ও আমাদের দেশের লোকের কাছে শিশুপাঠ্য। এখানে যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করা হল তা আমাদের দেশের লোকের মতে কোন্ রকমের পাঠ্য হয়ে দাঁড়াবে জানিনা তবে প্রত্নতত্ত্ববিদ্ ও ভূতত্ত্ববিদ্‌দের কাছে বিষয়টি এখনও অজ্ঞাত। বিষয়টি অজ্ঞাত থাকার প্রথম কারণ হল বাবু শ্রেণীর তত্ত্ববিদ্‌গণের শরীরে তত শক্তি এবং খরচের মত অর্থ না থাকায় জাম্বাবী ধ্বংসস্তূপের কথা ভারতবাসী এখনও জানতে পারছে না।

আমাদের দেশের দর্শণ হল মায়াবাদী। যাদের দর্শণে পৃথিবী মিথ্যা বলা হয়েছে তাদের পক্ষে আফ্রিকার গভীর বনের ধ্বংসস্তূপের সংবাদ সংগ্রহ করা নিতান্ত আহাম্মকের কাজ। সুখের বিষয় বর্তমাণ ভারত পৃথিবী যে সত্য সে কথা বেশ ভাল করেই উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছে। বর্তমাণ সমাজেই আমার জন্ম। যারা টাকার মর্ম্ম বুঝে তাদের পক্ষে বিদেশ বলে কিছুই নেই, তারাই আফ্রিকার জঙ্গলে গিয়েও জাম্বাবী ধ্বংসস্তূপ দেখার প্রবৃত্তি হারায় না। আজ জাম্বাবী ধ্বংসস্তূপের কথা সকলের কাছে সমাদৃত হবার সময় এসেছে।

বৃটিশ পূর্ব্ব আফ্রিকার যখন ভ্রমণ করছিলাম তখন কয়েকজন জার্মাণ এবং পর্তুগীজ পর্য্যটকের সংগে দেখা হয়, তাদের সংগে দেখা হয়েছিল একটি জঙ্গলে এবং সেজন্যই তারা বর্ণাভিমাণ ভুলে গিয়ে মন খুলে কথা বলতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁরা বলছিলেন ইউরোপের কয়েকটি স্থান ভ্রমণ করার পর শাহারা প্রভৃতি বৃহৎ মরুভূমি দেখে মিশর, সিরিয়া এবং প্যালেষ্টাইন ভ্রমণ করে আফ্রিকায় আসেন। আফ্রিকায় আসার পর জাম্বাবী ধ্বংসস্তূপ দেখে আরও সেই ধরণের কতকগুলি ধ্বংসস্তূপ দেখতে পান। ধ্বংসস্তূপগুলির গঠণ একই ধরণের এবং আশে-পাশে এমন কোন কিছু পান নাই যা দেখে ধ্বংসস্তূপ সম্বন্ধে কোনও উপসংহারে পৌঁছতে পারেন। একজন বৃটিশ প্রত্নতত্ত্ববিদের মত উদ্ধৃত করেন এবং বলেন বৃটিশ প্রত্নতত্ত্ববিদ্ এই ধ্বংসস্তূপ সম্বন্ধে যে ধারণা পোষণ করেছেন তাতে তারা সায় দিতে পারেন না। তাদের মতে এই ধ্বংসস্তূপগুলি বহু পুরাতণ এমন কি বিশ্ববিখ্যাত ব্যাবিলোনিয়ান্ সভ্যতারও বহু পূর্বের।

ইউরোপীয়ান পর্য্যটকগণ আপাতত আমাকে তাদের সমকক্ষ মনে করেই কথা বলতেছিলেন এবং এই ধ্বংসস্তূপগুলি সম্বন্ধে আমার মতামত জিজ্ঞাসা করেছিলেন। ধ্বংসস্তূপ না দেখেই কোনও মন্তব্য করা ভাল হবে না মনে করে পর্য্যটকদের কাছে কোন মন্তব্য করলাম না। বলে দিলাম যখন ধ্বংসস্তূপ দেখব তখন সে সম্বন্ধে কিছু বলতে পারব। পর্য্যটকগণ বিদায়ের পূর্বে তাদের নামের কার্ড দিয়ে বলেছিলেন, "আপনার মন্তব্য জানবার জন্য আমরা উৎসুক রইলাম।"

গাড়ীতে বসা মাত্রই কম্প দিয়ে জ্বর উঠল। সারাদিন এবং সারারাত জ্বরে কষ্ট পেয়ে যখন ভিক্টোরিয়াতে নামলাম তখন ইচ্ছা হচ্ছিল না গাড়ী হ'তে নামি। কাছেই কয়েকখানা টেক্সী দাঁড়িয়েছিল। একখানা

টেক্সী ভাড়া করে স্থানীয় একজন গুজরাতী ব্যবসায়ীর ঘরে গেলাম। যদিও গুজরাতী আদর-যত্ন করে আমাকে তার ঘরে স্থান দিলেন কিন্তু যখন কয়েকবার স্থানীয় পুলিশ আমার অনুসন্ধান করল তখন ব্যবসায়ীর পিলে ফাটবারই উপগ্রম হল। তিনি আমাকে দ্বিপ্রহরের পর পেট ভরে খাইয়ে একখানা মোটর এবং একজন ড্রাইভার দিয়ে বললেন "বাবু এই লোকটি আপনাকে ধ্বংসস্তূপ দেখিয়ে বিকেল চারটার সময় গাড়ী ধরিয়ে দিয়ে আসবে, কেমন ?"

তাতেই রাজি হলাম, ভাবলাম যাদের পুলিশের এত ভয় তাদেরই জাত-ভাই আমি।

ড্রাইভার গাড়ী চালাল। সুন্দর পথে গাড়ী চলল। কতকক্ষণ যাবার পরই দেখতে পেলাম একস্থানে লেখা রয়েছে We could not say anything about the ruins, if you can please let us know, Our address is London W. C.—3. etc. etc. ঠিকানাটি নোট বইয়ে লিখে নিলাম তারপর ড্রাইভারকে বললাম খুব ধীরে গাড়ী চালাও। আমি ভাবছিলাম গাড়ীতেই একটু শুয়ে নেব কিন্তু ড্রাইভার যেই দেখল আমার চোখ বুজে গেছে সে অমনি গাড়ী ঘণ্টায় পঞ্চাশ মাইল বেগে গাড়ী চালিয়ে ধ্বংসস্তূপের সামনে এসে দাঁড়াল। তারপর সেও ঘুমিয়ে পড়ল।

আমার ছিল ক্লান্তির নিদ্রা। কতক্ষণ পরই ঘুম ভেংগে গেল। প্রবল পিপাসা হল। গাড়ীতেই ড্রাইভার প্রচুর জল এনেছিল। এদিকে এশিয়াটিকদের জলের ব্যবস্থা ছিল না শুধু ইউরোপীয়ানদের ব্যবহারের জন্যই জলের বন্দোবস্ত ছিল। যদি কোন নিগ্রোর জল পিপাসায় কাতর হ'ত এবং সে জলের জন্য ছটফট করত তাতে কারো এসে যেতনা। নিগ্রো জলের পাইপে হাত দিলে জলের বদলে বুলেট পেত। আমাদের

দেশেও মেথর শ্রেণীর লোক কূপ অথবা পাতকূপে স্নান করতে গেলে এমন কি পাতকূপের কাছে গেলেও গলাধাক্কা খায়।

জলের টিন হতে জল নিয়ে পেট ভরে খেয়ে বহাল তবিয়তে যখন সামনের দিকে তাকালাম তখন দেখতে পেলাম আমার সামনে এক বিরাট ধ্বংসস্তূপ। এরূপ ধ্বংসস্তূপ আফ্রিকাতে আর দ্বিতীয়টি নেই। ধ্বংসস্তূপটি দেখেই মনে হল এটার সম্বন্ধে খামখেয়ালী মন্তব্য করা আর নিজের গলায় নিজে ছুরি বসান একই কথা। তাই ধীরে ধীরে অগ্রসর হলাম এবং যা দেখতে পেলাম তাই লিপিবদ্ধ করলাম।

ধ্বংসস্তূপের সামনে একটা প্রকাণ্ড দরজা। এরূপ দরজা আমাদের দেশের পার্বত্য দুর্গে দেখা যায়। গোয়ালিয়র দুর্গের সদর দরজার সংগে এই প্রবেশ পথের বেশ সাদৃশ্য রয়েছে। তারপরই একটি ধারণা আপনা হতে এসে গেল, সে ধারণা হল এটা কি আরবগণ তৈরী করেছিল, কারণ আরবদের দুর্গের সংগে এর অনেক সাদৃশ্য রয়েছে। এ ভাবটা বেশিক্ষণ স্থায়ী হল না। একটু কাছে যাবার পর আপনা হতেই হাসি পেল। মনে হল কোথায় রাজা-ভূজা আর কোথায় গঙ্গারাম তেলী। সিমেটিকদের এত ফ্যাশন করে পাথর কাটার ধৈর্য কখনও ছিল না। সিমেটিক সভ্যতার অনেক ইমারত এবং অনেক দুর্গ দেখেছি বলেই একথা সাহস করে বলতে সক্ষম হলাম।

আরব সভ্যতার মধ্যে আজ আমরা যে কারুকার্য দেখতে পাচ্ছি আরবদের তা নিজস্ব নয়। দ্রাবীড়দের কাছ থেকে ধার করা। সিমেটিক সভ্যতা জন্ম নেবার হাজার হাজার বৎসর পূর্বে দ্রাবিড়গণ আরব দেশে প্রবেশ করেছিল তার সমূহ প্রমাণ পাওয়া যায়।

সিমেটিক, আর্য, ফিনিসিও এসব সভ্যতা হল দরকারের দাস। দরকার হয়েছে একটা বিল্ডিং তৈরী করতে হবে তাতে ছোট বড় পাথর

ব্যবহার কর ক্ষতি নেই কিন্তু বিল্ডিংটি তৈরী হওয়া চাই এই হল এদের কৃষ্টি। শিল্পের দিক দিয়ে এদের কোন দিন কোন রকমের খেয়াল ছিল না, যে সকল চারুশিল্প আমরা আর্য, সিমাইট অথবা ফিনিসিও সভ্যতার ভেতর দেখতে পাই তা দ্রাবিড় অথবা অষ্ট্রিক সভ্যতার মত নয়।

দরজার পাশেই কতকগুলি জ্বালানি কাঠ অর্দ্ধদগ্ধ অবস্থায় দেখে মনে হল হয়ত এখানে কোন দরিদ্র পরিব্রাজক পাক করে খেয়েছিল। তারপরই দেখলাম রডেসিয়া সরকারের বিজ্ঞপ্তি। অমুক দিকে যাবেন, অমুক জিনিস দেখবেন ইত্যাদি, যেন দর্শককে গাইড করে নিয়ে যাবার বেশ নির্দেশ রয়েছে। আর একটু এগিয়ে গিয়ে একটি মঠ পেলাম। মঠটি অবিকল ভারতীয় ধরণের। যে সকল পাথর দিয়ে মঠ তৈরী হয়েছে সেগুলি একই রকমের এবং একই জাতের। কৃষ্ণবর্ণ পাথর দিয়ে এতবড় একটা ইমারত গঠন করা বড়ই কঠিন কাজ। মঠ হতে বের হয়ে যখন মাইল ব্যাপী ধ্বংসস্তূপ দেখতে পেলাম তখন শুধু একই ধরণের পাথর একই আকৃতিতে কাটা দেখতে পেয়ে আশ্চর্য অনুভব করলাম।

মঠের কাছেই দুটা বকুল গাছ দেখে মঠের ভেতর বসে থাকতে ইচ্ছা হল না। বকুল তলায় গিয়ে পাকা বকুল গোটাগুলি একত্রিত করার সময় নানা কথা ভাবছিলাম। কাছেই একটা ডুমুর গাছ দেখতে পেলাম। এরূপ ডুমুর গাছ বাংলা, আসাম, উড়িষ্যা এবং দক্ষিণ ভারতেই দেখা যায়। ডুমুর ফলগুলি পাকা ছিল বলেই দু একটা পাকা ডুমুর মুখে দিতে ভুলিনি। কিন্তু তাতে অসংখ্য ছোট ছোট বীজ থাকার মুখ থেকে ফেলে দিতে হয়েছিল। ডুমুর খাওয়া হয়ে গেলে একখানা পাথর বের করে তাই পরীক্ষা করলাম। কৃষ্ণ পাথরে চূণের ভাগ ছিল কিন্তু চূণের ভাগ অতি সামান্য থাকায় পাথর পাথর রূপেই ছিল। পাথর খানা সামান্য পরিমাণে

পচতে আরম্ভ করেছিল। শুষ্ক ভূমির উপর যে পাথর দাঁড়িয়ে থাকে তা সহজে পচে না যা পচে তা শুধু রোদে এবং বর্ষায়। এরূপভাবে পাথর পঁচতে সহস্র বৎসর লাগে তা ভূতত্ববিদ্‌গণ অতি সহজে নির্ণয় করতে পারেন। অঙ্কটি অতি ছোট এবং সামান্য কিন্তু তার করমুলা জানা না থাকায় এখানে তার সঠিক সময় দিতে পারলাম না। বৃটিশ প্রত্নতত্ত্ববিদ্ ওয়ালস্ কেন যে সেই অঙ্কের সাহায্য নেননি তা বলা বড়ই কঠিন। হয়ত তিনি জাম্বাবী ধ্বংসস্তূপ সম্বন্ধে নীরব থাকতেই পছন্দ করেছিলেন। নীরবতার কারণ কি বলা বড়ই কঠিন।

মন্দির হতে বের হয়ে পাহাড়ের উপরে স্থাপিত আর একটি মন্দিরের দিকে অগ্রসর হলাম, পথে অনেকগুলি স্থানে কে অথবা কাহারা ইচ্ছা করেই দেওয়াল ভেংগেছে বলে মনে হল। অনেকে বলেন যখন আরবগণ ইসলাম ধর্ম প্রচারার্থ স্পেনের দিকে অগ্রসর হয় তখন এক দল আরব আফ্রিকার ভেতর প্রবেশ করে যত প্রাচীন মন্দির ও মঠ পেয়েছিল তার সবই ধ্বংস করেছিল। তার প্রমাণ ন্যাসাহ্রদের তীরে অবস্থিত মন্দিরগুলি দেখলেই বুঝতে পারা যায়। ন্যাসা লেকের তীরের মন্দিরগুলির পাথর এবং জাম্বাবী স্তূপের পাথরের আয়তন এবং জাত একই। এই মন্দির লহরী যে একই সময়ে তৈরী হয়েছিল তাতে আর কোনও সন্দেহ নেই। কোন কোন পর্য্যটকের ধারণা এই মন্দিরগুলি আদিম যুগের গ্রীকগণ তৈরী করেছিল। আমি তাতে একমত হয়ে পারি না। গ্রীকদের তৈরী বহু পুরাতণ বিল্ডিং দেখেছি তাদের গৃহ গঠন পদ্ধতি অন্য ধরণের। তারা দরকার অনুযায়ী পাথর ব্যবহার করত কিন্তু এখানে তাড়াতাড়ি করে যে কোন পাথর ব্যবহার করা হয় নাই। একই সাইজের একই রঙের পাথর ব্যবহার করা হয়েছে! এতেই প্রমাণিত হয় এসব ইমারত গ্রীকদের নয়, অন্য কারো দ্বারা তৈরী, গ্রীকদের গৃহ কার্যে

প্রায়ই পিলার ব্যবহার করা হত কিন্তু এই ধ্বংসস্তূপে একটিও পিলার নেই। বঙ্গদেশে যত পুরাতন দেবমন্দির দেখেছি তার কোথাও পিলার ব্যবহার করতে দেখিনি। আসামের অসমিয়া সভ্যতার ভেতরও পিলার ব্যবহৃত হয় নাই। গৌর, মৈথিল, বর্তমান বঙ্গ এমন কি খাসিয়া জয়ন্তিয়া পাহাড়ে যে সকল পুরাতন মন্দির দেখতে পাওয়া যায় তাতে পিলারের ব্যবহার মোটেই নাই। এই ধ্বংসস্তূপ সেজন্যই ভারতের স্থপতি বিদ্যার একটি অংশ বলা যেতে পারে। অনেকে হয়ত বলবেন আমি ভারতবাসী সেজন্য আফ্রিকার জংগলে যেয়েও নিজের দেশের টান টানছি। ধরে নিলাম আমার মতবাদ পক্ষপাত পূর্ণ কিন্তু আর একটা সভ্যতা দেখাতে হবে যার সংগে এই ধ্বংসস্তূপের সাদৃশ্য রয়েছে, বর্তমান সিমাইট সভ্যতার ভিতর পিলারের ব্যবহার খুবই বেশি অতএব আরব সভ্যতার সঙ্গে এর কোন সম্বন্ধ নাই একথা বলতেই হবে।

জাম্বাবী ধ্বংসস্তূপের আশেপাশের লোকের আচার ব্যবহার সম্বন্ধে কিছু জানবার জন্য আরও কিছু সময় কাটিয়েছিলাম। আশেপাশের গ্রামগুলিতে এমন অনেক লোক আছে যাদের চুল আমাদের মত। যাদের চোখগুলো এবং ভ্রূ-যুগল বাস্তবিকই তাদের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছে। কপাল উঁচু এবং প্রশস্থ। হাত পা অবিকল স্কচদের মত। এই আকৃতির লোক সংখ্যা খুবই কম। ক্রমাগত নিগ্রো সংস্পর্শে থেকে তারাও আকৃতি বদলাচ্ছে। এদের শরীরে যদি গ্রীক অথবা আরব রক্ত থাকত তবে এদের গাত্র-বর্ণের কিছুটা পরিবর্তন নিশ্চয়ই হত। কিন্তু সেদিকে তারা একটুও অগ্রসর হয় নাই। শরীরের রং একেবারে কালো।

দ্রাবিড় জাতের ক্রমবিকাশ এবং বিস্তৃতি সম্বন্ধে নৃতত্ত্ববিদ্‌গণ কি বলেছেন তারাই জানেন। আমার কিন্তু এসব বই পড়ার সময় এবং

সুযোগ হয়ে ওঠেনি। মনে হয় নরডিকরা যেমন উত্তর দেশ হতে ক্রমে গ্রীষ্মপ্রধান দেশে আসবার চেষ্টা করেছিল তেমনি দ্রাবিড়গণও পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ার চেষ্টা করেছিল। পৃথিবীর সর্বত্র মানুষের আসা যাওয়া করা এটা হল মানুষের প্রকৃতি। আরব, সিরিয়া, লেবানন্, বলকান প্রভৃতি দেশে এখনও দ্রাবিড় সভ্যতার সমূহ প্রমাণ পাওয়া যায়। আফ্রিকাতে তারা যে যায়নি সেকথা বোধ হয় কেহ বলেন নাই আর যদিও বা বলে থাকেন তবুও আমি বলব দ্রাবিড়গণ আফ্রিকাতেও গিয়েছিল এবং তাদের সভ্যতার চিহ্ন আজও তথায় বর্তমান রয়েছে।

আসল কথাটা হল কতকগুলি লোকের চোখ, মুখ দেখেই সেদেশে কোনও জাতির গমনাগমন নির্ণয় করা চলে না। দেখতে হবে পুরাতন বিল্ডিং, মঠ, দেব-মন্দির প্রভৃতি তারপর জাতির গমনাগমন নির্ণয় করতে হবে। আমার জানা মতে জনৈক ভারতীয় ভদ্রলোক দক্ষিণ আমেরিকাতে গিয়ে কতকগুলি লোক দেখেই সেদেশে আর্য-সভ্যতার সন্ধান পেয়ে যান। হাসির কথা বটে। দেখতে হবে ইমারত, তারপর মানুষ। এতগুলি বিবেচনা করে আমি বলতে বাধ্য জাম্বাবী ধ্বংসস্তূপ দ্রাবিড় সভ্যতার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

ইউরোপের যে যে স্থানে দ্রাবিড় সভ্যতার লক্ষণ দেখেছি সেই দেশগুলিতে এখনও দ্রাবিড়ের বসতি রয়েছে। তারা কত শত বৎসর পূর্বে শীতপ্রধান দেশে গিয়েছে সেকথা তারাও জানে না, অথচ রক্তের সংমিশ্রণ না হওয়ায় এখনও তাদের শরীরের কালো রং বদলাতে সক্ষম হয় নাই। দক্ষিণ আফ্রিকার মালয়, ইটেনটট্ ইত্যাদি জাত মৌলিকত্ব বজায় রাখতে পারে নাই, সেজন্য শ্বেতাংগে পরিণত হয়েছে। আমার মনে হয় দ্রাবিড়গণও নিগ্রো সংস্পর্শে আসায় তাদের তামাটে রং একেবারে কৃষ্ণাংগে পরিণত হয়েছে।

স্থানীয় লোকদের সংগে যখন কথা বলছিলাম তখন তাদের কতকগুলি সদ্‌গুণের পরিচয় পেয়েছিলাম। তারা বেশি কথা বলে না। অন্যায় কাজ মোটেই পছন্দ করে না, সমাজে সর্বদাই শৃঙ্খলা বজায় রাখে। যখন তারা উত্তেজিত হয় তখন বেশি উৎপাত করে না। এরা বহু বিবাহ পছন্দ করে না; বিধবা বিবাহ প্রচলিত আছে। ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না, কিন্তু ভগবান ভূত, প্রেত এবং পিতৃপুরুষের পূজা করে। এদের আচার ব্যবহার দেখলে অনুন্নত ভারতীয় দ্রাবিড়দের সংগে বেশ সম্বন্ধ রয়েছে বলেই মনে হয়। এদের নামগুলির সংগে ভারতীয় মৌলিক তামিলদের নামের বেশ সম্বন্ধ রয়েছে। মৌলিক তামিল বলতে অব্রাহ্মণ তামিলদের কথাই বলছি। ব্রাহ্মণ তামিলদের নাম প্রায়ই উত্তর ভারতীয় হিন্দুদের নামের সংগে মিলতে দেখা যায়।

অর্দ্ধেকটা ধ্বংসস্তুপ দেখার পর হাঁপিয়ে পড়েছিলাম। সেজন্য অনেকক্ষণ বিশ্রাম করতে হয়েছিল। বিশ্রাম করে আবার একটা পাহাড়ের উপর উঠতে আরম্ভ করি। ভাবছিলাম আজ আমি একাই ধ্বংসস্তুপ দেখছি। পাহাড়ের উপর উঠে ভুলটা ভেংগে গেল। কয়েকজন ইউরোপীয় মহিলা এবং পুরুষও একটি মন্দিরের প্রকোষ্ঠে বসে বিশ্রাম করছিলেন। আমাকে দেখা মাত্র তারা উঠে দাঁড়ালেন এবং বললেন "আমরা বেড়িয়ে যাচ্ছি, এখন আপনি দেখুন।" আমি তাদের বিশ্রামে ব্যাঘাত জন্মানোর জন্য দুঃখ প্রকাশ করলাম এবং প্রকোষ্ঠটি ভাল করে দেখে নিলাম। কুঠরীটির একটি মাত্র দরজা এবং দরজার বিপরীত দিকে একটি ত্রিভুজাকৃতির নক্সা দেখতে পেয়ে ইউরোপীয়ানদের ইঙ্গিত করে বললাম "দেখুন কেমন সুন্দর একটি ত্রিভুজ। ত্রিভুজটির তিনটি কোণের পরিমাণ নব্বই ডিগ্রির বেশী হবে না।" আমার কথা শুনে ইউরোপীয়ানরা ফিতা বের করে ত্রিভুজটির মাপ নিলেন এবং গণনা করে

বললেন, আপনার কথাই সত্য। একেবারে কাণায় কাণায় নব্বই ডিগ্রি। সেই মন্দিরে দেখবার আর কিছুই ছিল না। বাইরে এসে চারিদিকের দৃশ্য দেখলাম।

পশ্চিম দিকে তখন সূর্য হেলে পরছিল। উত্তর এবং দক্ষিণ দিক একেবারে খোলা থাকায় মনে হচ্ছিল এমন সুন্দর দৃশ্য জীবনে আর দেখি নাই। কিন্তু পূর্বদিকে দৃষ্টি পড়া মাত্র মনে একটা দুঃখের ছায়া পড়তে বেশিক্ষণ লাগে নাই। মনে হচ্ছিল যেন বহু পুরাতন একটি শহর ধ্বংস হয়েছে এবং তাহারই উপর সূর্যালোক পড়ে ঝক্‌মক্‌ করছে। সংগঠন সবাই দেখতে চায়। ধ্বংস কেউ দেখতে ভালবাসে না। এই ধ্বংসস্তুপটি দেখে ধ্বংসের কারণ জানতে ইচ্ছা হয়েছিল।

সর্বোচ্চ প্রকোষ্ঠে এবং তার আশেপাশে না দাঁড়িয়ে বিধ্বস্ত শহরটি দেখার জন্য যখন নামতে আরম্ভ করলাম, আমার সংগে ইউরোপীয়ানরাও নেমে আসলেন। একই সংগে আমরা বিধ্বস্ত শহরটি দেখলাম এবং একই সংগে বেরিয়ে আসলাম। পথে ইউরোপীয় পর্যটকদের সংগে যে-সকল কথা হয়েছিল আমার সেই কথাগুলি পর্যটকগণ কেপটাউনের আর্গাস নামক পত্রিকায় ছাপিয়েছিলেন। এই পর্যটকগণ বোধ হয় সর্বপ্রথম দ্রাবিড় সভ্যতা সম্বন্ধে আমার কাছ থেকেই কিছুটা শুনেছিলেন, সেজন্যই তারা এত আগ্রহ করে শুধু আর্গাস নামক পত্রিকায় নয়, নানা পত্রিকায়ই আমার কথা বিশদভাবে উল্লেখ করতে ভোলেন নাই।

আমাদের দেশে সংবাদপত্রে অনেক সময় অনেক ভাল কথাও সংবাদপত্রের মালিকের আদেশে পরিত্যাগ করা হয়। দক্ষিণ আফ্রিকাতে সংবাদ পরিবেশন করা সম্পাদকের উপরেই নির্ভর করে, সেজন্যই বোধ হয় আমার সম্বন্ধে দক্ষিণ আফ্রিকার সংবাদপত্রগুলি এত কথা প্রকাশ করেছিল।

চারটার গাড়ী ধরার কথা ছিল। উপযুক্ত সময়েই ধ্বংসস্তূপ পরিত্যাগ করে ষ্টেশনে আসতে সক্ষম হই এবং ট্রেণে বসার পর মোটরকার ড্রাইভারকে সামান্য অর্থ উপহার দিয়ে বিদায় নেই। পরের দিন দুপুর বেলা গাড়ী বুলোবায়ো পৌঁছে এবং গাড়ী হতে নেমেই পেটেলের ঘরের দিকে রওয়ানা হই।

জংলী পথে

রডেসিয়ার দক্ষিণে দক্ষিণ আফ্রিকা। দক্ষিণ আফ্রিকাই আমার গন্তব্য স্থান। বুলোবায়ো হতে দক্ষিণ আফ্রিকার সীমান্ত পর্যন্ত জংলী পথ। জংলা পথে চলা বড়ই বিপদ সঙ্কুল। বাস কিংবা রেলপথের সন্ধান ছিল না বলেই বিপদজনক পথে চলাই স্থির করেছিলাম। অনেক গুজরাতী এরূপ বিপদজনক পথে চলতে নিষেধ করেন, কিন্তু মন এগিয়ে চলছিল, বসে থাকা সম্ভবপর ছিল না।

ভাবছিলাম জব্বো হয়ত আমার সঙ্গী হতে পারে, কিন্তু তার কোন পাত্তাই পেলাম না, আশায় বুক বেঁধে তার জন্য অপেক্ষা করলাম, সে কিন্তু আর এল না। কয়েকদিন পর তার সন্ধান করবার জন্য একজন গুজরাতী ব্যবসায়ীর স্মরণাপন্ন হলাম। গুজরাতী ব্যবসায়ী জব্বোর কথা কিছুই বলতে পারলেন না, অবশেষে একজন ভারতীয় স্কুল-মাষ্টারের কাছে জব্বোর কথা বললাম। তিনি বললেন "চুপ্ করুন" জব্বো এবং তার বন্ধুদের সম্বন্ধে আর কারো কাছে কোন কথা জিজ্ঞাসা করবেন না। কয়েকদিন পূর্বে অনেকগুলি নিগ্রো যুবককে হত্যা করা হয়েছে। সকলেই মোটর চাপা পড়ে মরেছে, জব্বোও বোধ হয় নিহত এবং আহতের মধ্যে একজন। বেচারী দরিদ্র নিগ্রো, এদের এমনি করে হত্যা করা হয়। লোকের কাছে বলা হয় মোটর চাপা পড়ে মরেছে। পৃথিবীতে অনেক

রকমের আশ্চর্য আছে, নিগ্রোদের মোটরের নীচে ফেলে হত্যা করা তার মধ্যে অন্যতম।

এই ধরণের কথা শুনবার পর আরও কয়েকদিন বুলোবায়তে কাটিয়ে একদিন সকাল বেলা সাইকেল বাইরে রেখে পেটেলের সংগে দেখা করতে গিয়ে দেখলাম তিনি ঘরে নেই, আগের দিন রাতে কোনও কাজে অন্যত্র গিয়েছেন। পিতার পরিবর্তে পুত্র বিদায় দিল। এক ঝোঁকে সাইকেল চালিয়ে শহরের বাইরের একটি নিগ্রো দোকানে এক পেয়ালা চায়ের আশায় বসলাম। নিগ্রো রমণী চোখ মুছতে মুছতে আমাকে চা দিয়ে বলল "একটা পর্যটকের সংগে আমার ছেলে কথা বলেছিল বলেই সে বোধ হয় মোটর চাপা পড়েছে, তুমি কি সেই?" আমি বললাম আমি পর্যটক নই, এই দেখছ না, সাইকেলের পেছনে মাল বেঁধে চলেছি। আমি ব্যবসায়ী। চা খেয়ে আর বসলাম না, একটি পেনী ফেলে দিয়ে হুড় হুড় করে পাহাড়ের উপর উঠলাম। তারপরই উৎরাই। সাইকেল আপনি চলতে লাগল। পাহাড়র উপর সিংহ আছে সেই সিংহ আমার উপর লাফ দিয়ে পড়বে এসব কথা মনে হল না!

দু'শত চব্বিশ মাইল গেলে পরে পাওয়া যাবে দক্ষিণ আফ্রিকার সীমান্ত। যে পথ ধরে চলছিলাম স্থানী মানচিত্রে সেই এলাকাকে পার্বত্য এবং গভীর বন বলেই বর্ণিত করা হয়েছে এই স্থানটিকে নিয়ে অনেক গল্পের বইও লেখা হয়েছে। কিন্তু আমি গল্প লিখছি না। লিখছি যা দেখেছি তাই। এই এলাকাকে পার্বত্য এলাকা বলা চলে, কিন্তু গভীর বন বলা চলে না। বন আছে কিন্তু গভীর নয়। গভীর বনে বন্য জীবের সংখ্যা কম, এখানে হিংস্র জীবের সংখ্যা এত বেশি যে, কথাপ্রসংগে হিংস্র জীবের কথা বারবারই বলতে হবে। হিংস্র জীবের নাম করলে অনেক পাঠকের আবার ভয় হয়। বনের নিয়ম মানলে

বনের পশু হতে অতি সহজে রেহাই পাওয়া যায় সে সংবাদ অতি অল্প লোকই রাখে।

বুলোবায়ো হতে ক্রমাগত ত্রিশ মাইল চলার পর হঠাৎ পথটা পাহাড়ের উপর গিয়ে উঠেছিল। বাধ্য হয়ে সাইকেল হতে নামলাম। সাইকেল হতে নামার পরই অবসাদ এল। কিন্তু উপায় নাই বালা-বালা (Balla-Balla) পৌছতে হবেই। ঠিক করলাম বালা-বালাতে গিয়ে রেলগাড়ীর আশ্রয় নেব। পথ ঘেঁসেই রেল লাইন চলছিল সেজন্য বেশ আনন্দ হচ্ছিল। আর মাত্র তের মাইল গেলেই বালা-বালা। পথ ক্রমেই উপরের দিকে উঠছিল। পথের দু'দিকে বন্য জীবের বেশ সাড়া পাচ্ছিলাম। বন্য জীবের অস্তিত্ব বুঝতে পেরেই আর অগ্রসর হলাম না, কতকগুলি শুকনা পাতা একত্রিত করে চট্‌পট্ করে আগুন জ্বালিয়ে কয়েকটি শুকনা ডাল তাতে আহুতি দিলাম। আগুনটা জমে উঠবার পর রুটি বের করে আগুনে সেকে খেলাম। ওয়াটার বোতল হতে তৃপ্তির সহিত জল পান করে আগুনের পাশেই শুয়ে থাকলাম। আধ ঘণ্টা সময় ঘুমিয়ে তারপরও আগুনের কাছে বসে থাকতে হল কারণ এই সময়টাতে অনেক পশু খাদ্য আহরণ করে।

বেলা যখন তিনটা তখন আবার পার্বত্য পথে অগ্রসর হলাম। চলার পথে একটি লোকের মুখও দেখতে পেলাম না। লোক মুখ দেখার জন্য বড়ই উদ্‌গ্রীব ছিলাম। বালা-বালাতে পৌছার পূর্বে কয়েকজন নিগ্রোর সংগে দেখা হল। তারা একটি কথাও বলল না। এদিকে নিগ্রোরা বাইসাইকেল যোগে অনেকে আশি-নব্বই মাইল পথ ভ্রমণ করেও পরের দিন নূতন তেজে আবার চলতে সক্ষম হয়। এই শ্রেণীর লোকের কাছে আমার মত লোকের আদর যত্ন পাওয়া অন্যায় আব্দার মাত্র।

বালা-বালা ছোট্ট গ্রাম। এখানে একটি ইউরোপীয়ান হোটেল

আছে। হোটেলে ইণ্ডিয়ানদের প্রবেশ নিষেধ। হোটেলের পাশেই কতকগুলি নিগ্রো বাস করে। তাদের বাড়ীতে আশ্রয় নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। একটি নিগ্রো গৃহের সামনে দাঁড়ালাম। গৃহিণী বাইরে এসে কি চাই জিজ্ঞাসা করলেন। গৃহিণীকে একটি শিলিং উপহার দিয়ে থাকতে চাই জানালাম। গৃহিণী আমার আবেদন গ্রাহ্য করলেন এবং ঘরের এক কোণে আমার থাকার স্থান দেখিয়ে দিলেন। কিন্তু এতেই সন্তুষ্ট থাকা উচিত ছিল, কিন্তু মন অন্য ধরণে গঠিত বলে চুপ করে বসে থাকা সম্ভব হল না। চা, চিনি, চাল, নূন, মাখন ইত্যাদির জন্য আর একটি শিলিং দিলাম এবং ইংগিতে জানালাম আমার এসবের দরকার, রাত্রে খেতে হবে। এতগুলি বিষয় ইংগিতে যে-কোন সভ্য অথবা অসভ্য জাতের লোককে বুঝানো সম্ভব হয় কিন্তু ভারতবাসী হয়ে ভারতবাসীকে এতগুলি কথা ইংগিতে বুঝানো সম্ভব হয় না। কেন যে হয় না তার কারণ এখনও নির্ণয় করতে সক্ষম হই নাই।

গৃহিণী সকল কথা বুঝে শিলিং নিয়ে ঘরের বাইরে গেল এবং দরকারী জিনিসগুলি নিয়ে এল। পাকের ব্যবস্থা আরম্ভ হল। নিগ্রোরা যদিও একটু অপরিষ্কার, তবুও তাদের অপরিষ্কারতা মোটেই চোখে পড়ল না। যখন ক্ষুধায় পেটের নাড়ীগুলি পর্যন্ত জ্বলতে থাকে তখন পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার কথা মনে হয় না।

গৃহিণী যখন পাক করছিল তখন তার স্বামী এবং পুত্র-কন্যাগণ আমাকে ঘরে দেখে প্রত্যেকে অবাক হয়ে গেল। তারা হয়ত ভেবেছিল তাদের মা নূতন স্বামী গ্রহণ করেছে। গৃহিণীর স্বামী ত আমাকে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে আহ্বানে করতে চাইছিল, কিন্তু গৃহিণী যখন আমার পরিচয় দিল এবং কাল সকালে চলে যাব জানাল তখন বুঝলাম তাদের মন পরিষ্কার হয়েছে। প্রত্যেককে একটা করে সিগারেট দিলাম, এতে এদের

মুখে হাসি ফুটে উঠল। রাত্রি যাপন নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হল। পরের দিন সকালে অজানা পথে অজানাকে জানবার জন্য পুনরায় রওয়ানা হলাম।

বালা-বালা হতে গাওএণ্ডা (GWANDA) চল্লিশ মাইল পথ। ভাবছিলাম চল্লিশ মাইল পথ চার ঘণ্টার মধ্যেই চলে যাব। পথও বেশি উঁচু-নীচু নয়, কিন্তু অর্দ্ধেক পথে এসেই গাছের মড়মড়ি, ভূমিকম্প এসব অনুভব করলাম। এতে একটুও ভীত হলাম না, রাস্তা ধরে এগিয়ে চলালম। এক মাইল পর্যন্ত রাস্তার উপর সবই দেখা যায় অথচ এত গণ্ডগোল কিসের? একটু আগে যেয়ে দেখি বনগরুর পালে সিংহ পড়েছে। একটা সিংহ একটা গরুকে নেবেই, আর গরুগুলি প্রাণ বাঁচাবেই। দেখলাম একটা দুগ্ধবতী গাই বেশ লড়াই করছে আর এক পা এক পা করে হটে যাচ্ছে। অমনি গরুগুলি সিংহটাকে আক্রমণ করছে। এদিকের বনগরুগুলিও মহা হিংস্র। এদের সংগে সিংহ সর্বদা জয়ী হয় না। যে-স্থানটাতে দাঁড়িয়ে ছিলাম তার আশে-পাশ একটিও বৃক্ষ ছিল না। পবনবেগে সাইকেল চালালাম, ভয় হতে লাগল হয় সিংহ নয় বন্য গরু আক্রমণ করবে। শেষটায় আর পারলাম না, সাইকেল হতে নেমে বিশ্রাম করতে বসলাম। বন্যজীব কিন্তু এল না, আপন মনেই বললাম "বনের বাঘ হতে মনের বাঘই বড়।" আর যদি সাইকেল চালাই তবে কলিজা ফেটে মারা যাব। অনেকক্ষণ বিশ্রাম করার পর হঠাৎ একখানা মালগাড়ী আমারই পাশ দিয়ে চলে যেতে দেখে মনে বেশ আনন্দ হল এবং সাহসও বাড়ল।

এদিকে সিংহ এবং বনগরুতে প্রায়ই লড়াই হয়। গরু মানুষকে যেমন আক্রমণ করে না, সিংহও মানুষের কাছে আসে না। যদি তাই হত তবে আজ আর আমাকে আফ্রিকার ভ্রমণ কাহিনী লিখতে হত না।

বিকালে গোয়াণ্ডাতে পৌঁছলাম। এখানেও প্রকাণ্ড একটা হোটেল

আছে। সেই হোটেলে শ্বেতকায় ছাড়া আর কেহই স্থান পায় না। হোটেলে গেলাম না, নিগ্রো গ্রামেই থাকতে মনস্থ করলাম। একখানা ঘর এক শিলিং দিয়ে ভাড়া করলাম। যে লোকটা ঘরে থাকত তার একটা বিছানাও ছিল, বেশ সুন্দর বিছানা। গানি-বেগের ভিতর খড় পূরে গদি করেছে। সেই গদির উপর মস্ত একটা হরিণের চামড়া বিছানো। ভদ্রতা করে হরিণ বলছি, আসলে কিন্তু তা হল বন্যগরুর চামড়া। বিকালে নিগ্রোটি পাক করে দিল। লোকটা পাকে বেশ ওস্তাদ। একটা ছোট মুরগী কেটে তার ঝোল এবং ভাত পাক করেছিল। পাড়ার লোকের কাছ থেকে ঘিয়ে ভাজা রুটি এবং দুধও নিয়ে দিয়েছিল। সন্ধ্যার পূর্বেই আমাকে খাইয়ে সেও কিছু খেয়ে নিল এবং কোথায় চলে গেল। আমি আর কোথাও না গিয়ে ঘরের ভেতর আগুন জ্বালালাম এবং রাত্রে যাতে কোনও বন্যজীব ঘরের ভেতর মুখ না ঢুকোয় সেজন্য অনেকগুলি শুকনো কাঠ জমা করে রাখলাম। বাইসিকেলের বাতিতে তেল ছিল। সংগে মোমবাতি ছিল, টিপ্‌বাতির ব্যাটারী ঠিক ছিল সেজন্য অনেকটা নিশ্চিন্ত ছিলাম এবং সন্ধ্যা না হতেই দরজা ভেজিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়লাম।

রাত বারটার সময় ঘুম ভেংগে গেল। উপর হতে টুপ্‌টাপ্ করে বৃষ্টি পড়তে লাগল। আগুনটা একটু চড়িয়ে দিয়ে বিছানার উপর উঠে বসলাম, বাইসিকেলের লেম্প্ ভাল করে জ্বালিয়ে কাছে রেখে দিলাম। কিছু সময় না যেতেই দেখি একটা ছোট সাপ ঘরের ভেতর মুখ ঢুকিয়ে দিচ্ছে। তখনই জ্বলন্ত একটুকরা কাঠ তার সামনে ধরে দিলাম, সাপ পালাল। তারপর একদল খরগোস ঘরের কাছে এসে গলাবাজি আরম্ভ করল। খরগোসের কিচির-মিচির শব্দ যদি আমার অজানা থাকত তবে আমি হয়ত অজগর ভেবে অজ্ঞানই হয়ে যেতাম। এইভাবে রাত

তিনটা পর্যন্ত কাটল। তারপর বৃষ্টি বন্ধ হয়ে আকাশ পরিষ্কার হল। চন্দ্র দেখা দিল। চাঁদের আলো দিনের মতই মনে হল। দরজা খুলে দিয়ে একটি মাটির হাড়ীতে জল গরম করতে বসলাম। গরম জলের সাহায্যে কাফি তৈরী করে খেয়ে বড় ছুরিটা হাতে নিয়ে বাইরে পাইচারী করতে বের হলাম। ভাবলাম এমন সুন্দর চাঁদের আলো ক'জন দেখেছে। মনটা আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে উঠল এবং মনের মধ্যে কি দু'টা চিন্তা এমনই মল্লযুদ্ধ আরম্ভ করে দিল যাতে ভুলে গেলাম আমি বাইরে দাঁড়িয়ে আছি। হঠাৎ মনে হ'ল ভাবপ্রবন হলে চলবে না বাস্তব চিন্তা করতে হবে। মাথার উপর দিয়ে দু'টা পাখী চলে গেল। বুঝলাম তারাও আহার অন্বেষনে বের হয়েছে।

কাফির বিস্বাদটা তখনও মুখে ছিল। সংগে চিনি না থাকায় বিনা চিনিতেই কাফি খেয়েছিলাম। ওয়াটার বোতল হতে জল নিয়ে মুখটা ধুয়ে ফেললাম এবং একটি সিগারেট ধরিয়ে আবার সেই পুরাতন চিন্তায় মন দিলাম। মনে হচ্ছিল আমি এসব করছি কেন? এত কষ্ট মাথা পেতে নিচ্ছি, এত নির্জনতা ভোগ করছি কার জন্য? বাস্তববাদীর পক্ষে এসব চিন্তা করা অন্যায়। হঠাৎ দেখতে পেলাম একটা কালো চিতাবাঘ আমারই দিকে চেয়ে আছে। তৎক্ষণাৎ আগুনটা বাড়িয়ে দিয়ে টিপবাতিটা চিতাবাঘটার উপর ফেলতেই চিতাবাঘ এক লাফে জংগলে চলে গেল। আফ্রিকাতে সুন্দর বনের বাঘ নাই, আছে চিতাবাঘ। চিতাবাঘ মানুষ আক্রমণ করে সত্যকথা কিন্তু মানুষ যদি চিতাবাঘের সংগে লড়াই করে তবে চিতাবাঘ মানুষকে সহজে কাবু করতে পারে না। অনেক নিগ্রো খালি হাতে লড়াই করে চিতাবাঘকে হত্যা করতে সক্ষম হয়। চিতাবাঘটাকে দেখার পর দরজা খুলে বসে থাকতে ইচ্ছ হল না। সত্য কথা বলতে কি বেশ একটু ভয় হল। দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে পুনরায় কাফি তৈরী

করে খেলাম। কাফি খাওয়ার জন্য যদিও ঘুম এল না কিন্তু বসে থাকতে পারলাম না। কতক্ষণ বসেছিলাম তারপরই ঘুমে চোখ দু'টো বুঁজে যাচ্ছিল। ঘুম যাতে অভিভূত না করে সেজন্য খুবই চেষ্টা করলাম কিন্তু আমার অজ্ঞাতে কখন যে ঘুম আমাকে অভিভূত করল বুঝতেও পারলাম না। যখন ঘুম ভাংল তখন আকাশে সূর্যের সোনালী আলো ছড়িয়ে পড়ছিল। শরীরটা ভাল করে পরীক্ষা করে দেখলাম কোথাও কোন ক্ষত নাই, শরীরে দুর্বলতাও নাই, ভামপার্ রক্ত শুষে খায় নাই।

নিগ্রো গ্রাম

আজ অল্প দূর যেতে হবে, কাছেই ওয়েষ্ট নিকলসন্ (West Nicholson) পথটাও সুন্দর। যে পথে সিংহ এবং বনগরুতে লড়াই দেখেছিলাম সে পথটা ছিল প্রশস্ত। রাস্তার উভয় দিকে দুইশত ফুট করে বৃক্ষাদি কেটে ফেলে পরিষ্কার রাখা হয়েছিল আর এদিকে পথের পাশেই বনজংগল রক্ষিত এবং কাটা তার দিয়ে বেড়া দেওয়া একটু দুরে দূরেই লেখা ছিল "সাবধান আগুন লাগতে পারে।" সেজন্য সিগারেট ধরিয়ে কাঠিটা নিবিয়ে ফেলতাম। কতক্ষণ পর দুজন নিগ্রো সাথীও পেলাম। তারা আনন্দের সহিত আমার সংগে কথা বলতেছিল, যেন অনেক দিনের পরিচিত। সংবাদ নিয়ে জানলাম ওয়েষ্ট নিকলসনে নিগ্রো হোটেল আছে, নানারূপ খাবারও পাওয়া যায়, স্নানের বেশ ভাল বন্দোবস্ত রয়েছে।

পথে কোনরূপ কষ্ট হল না। বারটা না বাজতেই গ্রামে পৌছে দেখলাম কাছেই রেল ষ্টেশন। মানচিতে রেল লাইন দেছিলাম। মাঝে মাঝে গাড়ীও দেখেছি কিন্তু কোথাও রেল-ষ্টেশন দেখি নাই। বড়ই দুঃখ হল কেন এতটা পথ সাইকেলে করে এলাম? এটা আমার একটা মস্ত ভুল। এদেশে কি সাইকেলে ভ্রমণ করতে আছে!

ওয়েষ্ট নিকলসন্ বেশ বড় গ্রাম। রেল টারমিনাস্ হওয়াতে

কতকগুলি ইউরোপীয়ানও সেখানে বাস করে। ইউরোপীয়ানদের কাছও ঘেসলাম না। স্থানীয় একমাত্র নিগ্রো হোটেলে গিয়ে পরিচারিকাকে ডেকে আমার জন্য ভাল বিছানা করে দিতে বললাম। যুবতী মিশনারী স্কুলে শিক্ষা পেয়েছিল এবং ইণ্ডিয়ানদের সংগে তার মেলামেশা ছিল; সে আমাকে প্রথমেই সতর্ক করে বলল "এখানে সকল সুবিধাই পাবে কিন্তু ভদ্রভাবে চলতে হবে একথাটা মনে রাখা চাই।" আমি সুর নামিয়ে বললাম তাই হবে মেম। যুবতী বেশ ভাল করে বিছানা করে দিয়ে বলল "বিছানায় এখনই শুলে ত হবে না আগে গরম জলে স্নান করুন। হাত পা হতে ডুডু পোকা (জিগার্স) বের করে কিছু খান তার পরে শোবেন। হাঁ মেম, আগে স্নান করব, তারপর হাত পা পরীক্ষা করাব, দেখব তাতে ডুডু পোকা আছে কি না!

হাঁ তাই করুন বলেই যুবতী চলে গেল। ভাল করে স্নান করে একটি লোক ডেকে হাত পা পরীক্ষা করলাম। হাত পায়ে একটাও ডুডু পোকা ছিল না। তারপর রুমে বসে খাবারের জন্য অপেক্ষা করলাম। কতক্ষণ পর একটি শ্বেতকায় যুবক আর একটি যুবতী আসল এবং তাদের পরিচয় দিল। নামে তাদের পরিচয় পাওয়া কঠিন। তারপর যখন বলল তারা শ্বেতকায় নয় কৃষ্ণকায় তখন আমার চৈতন্য হল। অনেকক্ষণ চেয়ে থেকে দেখলাম তাদের চোখের তারা এবং চুল কটা নয়—কালো, একটু মোটা। বুঝলাম এদের শরীরে নিগ্রো রক্ত রয়েছে। যুবক যুবতী আমার কাছে অনেকক্ষণ বসে থাকল। তারপর নিগ্রো যুবতী আমাকে খাবার ঘরে নিয়ে গেল।

সুন্দর টেবিলের উপর ধবধবে টেবিল ক্লথ, তিনজনের খাবারের উপযুক্ত কাটা-চামচ এবং নানা রকমের চাকু ছিল। সর্বপ্রথমই জানিয়ে দিলাম আমি হরেক রকমের চাকু ব্যবহার করতে জানি না বলে যেন

তারা আমাকে ক্ষমা করে। তারা সমস্বরে বলল "দু'বৎসর পূর্বেও আমরা হাতে খেতাম, হালে কাটা-চামচ ব্যবহার করতে শিখেছি।

যে যুবতী আমাদের খাদ্য পরিবেশন করবেন তিনি কোন শ্বেতকায় ধনীর বাড়ীতে চাকরি করতেন। তাঁর ইচ্ছা নিগ্রোরা শ্বেতকায়দের মত কাটা-চামচ ব্যবহার করুক। কথা মন্দ নয়, নিগ্রোরা যদি ভাল করে ইউরোপীয়ান প্রথা গ্রহণ করতে পারে তবে লাভ তাদেরই। আমি ত নিগ্রো নই, আমি হলাম ভারতবাসী, আমরা ভালতে যেমন প্রতিবাদ করি, মন্দতেও তেমনি প্রতিবাদ করি। প্রতিবাদ করে বললাম "কাটা চামচ আবার ভাল ব্যবহার কিসের ?" এমনি সময় নিগ্রো যুবতী এসেই বললে "কুলিরা তা বুঝবে না, তুমি যে একজন কুলি সে-কথা আমি ভাল করেই জানি। তোমাদের জাতের ইতিহাসও আমার জানা আছে। এখন খাও মিষ্টার কুলি, এখনও দক্ষিণ আফ্রিকায় পৌঁছাও নাই। এখনও বুঝতে পার নাই তোমরা আমাদের চেয়ে একচুলও উচ্চস্তরে থাক না, ভালকে ভাল বলতে শিখো। নিগ্রো মেয়ের কড়া মেজাজের কাছে হার মানতে হল। কারণ হাজার হোক, স্ত্রীলোক ত? স্ত্রীলোকের সম্মান নেই সিমেটিকদের মধ্যে, আমি সিমেটিক নই, সেজন্য স্ত্রীলোকদের সম্মান দিতে বাধ্য।

অর্দ্ধ-নিগ্রো যুবক যুবতীর মত আমিও নানারূপ কাটা-চামচ ব্যবহার করলাম এবং ছয় রকমের খাদ্য বারখানা কাটা চামচের সাহায্যে খেলাম। খাবারের বিল এল। বিল দু' রকমের। অর্দ্ধ-নিগ্রো যুবক যুবতীকে ছয় পেনী করে চার্জ করা হয়েছে এবং আমাকে করা হয়েছে এক শিলিং ছয় পেনী। সংগে সংগে কারণটিও বলা হল। নিগ্রো যুবতী বললেন আপনি ইণ্ডিয়ান আপনাদের আয় বেশি আর এঁরা হলেন অর্দ্ধ-নিগ্রো, এদের আয় হল খুবই কম। এমন কি নিগ্রোদের তুলনায় কম। আজ

কি করে এরা এক শিলিং রোজগার করলেন তাই হল আশ্চর্যের বিষয়। ইউরোপীয়ানরা এদের অন্তরের সহিত ঘৃণা করে, এমন কি সামান্য চাকরী দিতেও রাজি হয় না। সামান্য চাকরী না দেবার একমাত্র কারণ হল এদের শরীরের রং শ্বেতকায়দের মতই, শুধু চোখ কটা নয় এবং চুলগুলি একটু মোটা। এখনও এদের ধমনীতে নিগ্রো রক্তের সিট্ রয়েছে।

যারা সত্য কথা বলতে লজ্জা অনুভব করে তাদের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করে সত্যের উদ্ঘাটন সর্বসাধারণের কাছে করবই। এই অর্দ্ধ-নিগ্রো যুবক যুবতীর সম্বন্ধে আমি অন্যত্র কিছু লিখেছিলাম কিন্তু দুঃখের সহিত বলছি শ্লীলতার দোহাই দিয়ে আমার কথাগুলি পরিত্যাগ করা হয়। এই যুবক যুবতীর জন্ম যে প্রকারেই হউক এদের জীবন যাপন প্রণালী বড়ই কষ্টের। যুবতীর সৌন্দর্য ছিল, শ্বেতকায় যুবকগণ যুবতীকে প্রচুর অর্থের বিনিময় উপভোগ করত। অর্দ্ধ-নিগ্রো যুবকেরও যৌবন ছিল তাকে নিয়ে ধনী পরিবারের যুবতীরা টানা-হেচরা করত। যুবকও এই করে বেশ দু' পয়সা রোজগার করত। অশ্বেতকায় সুন্দর যুবক যুবতী নিয়ে শ্বেতকায়রা টানা-হেচকা করতে পারে অথচ তাদের সমাজে স্থান দিতে পারে না সে কেমন কথা? যে সমাজ নৈতিক চরিত্রে এত হীন সেই সমাজে আঘাত করলে আঘাত কোনমতেই সহ্য করতে পারে না। এরূপ অন্যায়ী সমাজের প্রতি আঘাত না করে শিক্ষার ভেতর দিয়ে যে-ই সমাজের গলদ দূর করতে যাবে সে-ই কার্যে নিষ্ফল হবে।

নিগ্রো রমণী শিক্ষিতা। বি-এ, অথবা এম্-এ পাশ নন্। ইংলিশ ভাষায় বেশ জ্ঞান আছে। বড় বড় বই তার পড়া হয়েছে। সাধারণ জ্ঞান প্রচুরই আছে। তবে একটু কড়া মেজাজ। এই গ্রামের মধ্যে এই যুবতীই কর্তৃত্ব করেন। সেদিন যুবতীর সংগে কথা হল না। পরের দিন থাকব জানিয়ে আরামদায়ক বিছানায় শুয়ে থাকলাম।

বেটব্রিজ হতে দক্ষিণ আফ্রিকার আরম্ভ। রডেসিয়া যদিও দক্ষিণ আফ্রিকার অন্তর্গত নয় তবুও এদিকের লোক দক্ষিণ আফ্রিকার অনেক নিয়ম কানুন মেনে চলে। যদিও ইণ্ডিয়ানদের প্রকাশ্যে কুলি বলে না, তবুও কুলির মত ব্যবহার করে। ওয়েষ্ট নিকলশন্ গ্রামটা বেশ বড়। ঘুম থেকে উঠেই গ্রামটা দেখার জন্য ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লাম। একটু যেতে না যেতেই পূর্ব দিনের যুবক যুবকী আমাকে হোটেলে ফিরিয়ে নিয়ে এলো এবং উভয়ে গত রাত্রে কি করেছে তাই অকপটে বলল। গত রাত্রে ওদের আয় হয়েছিল চার পাউণ্ড। চার পাউণ্ডে ওদের এক মাসের মত থাকা খাওয়ার খরচ চলবে। উভয়ে এরা ভাই বোন। এরা একে অন্যের কাছে সকল কথা অকপটে বলা-কওয়া করে। এদের ইচ্ছা সত্বরই একটা ঘর তৈরী করে এবং গৃহস্থ হয়। সেজন্যই তারা যেন-তেন প্রকারে টাকা রোজগার করছে।

আমরা যখন কথা বলছিলাম তখন নিগ্রো যুবতী ঘরে প্রবেশ করেই বলল "তোমরা বোধহয় পর্যটকের কাছে সকল কথা বলে দিয়েছ?" যুবক বললে হাঁ, আমরা সকল কথা বলে দিয়েছি। এতে পাপের কিছুই নেই। পর্যটক জেনে নিক আফ্রিকার জীবন কেমন সুখের ও সুন্দর। "হ্যাঁ বল বল, সবই বল, আমি পর্যটকের খাবার নিয়ে আসি, তোমরাও বোধ হয় কিছু খাবে?" হ্যাঁগো, কিছু খাবার জন্যই এসেছি, দয়া করে কিছু নিয়ে এস। নিগ্রো যুবতী চলে যাবার পর নিগ্রো-রক্ত সমন্বিত ভাই বোন বলল "আমরা আপনাকে চিনি, আপনি এখন বেটব্রিজের দিকে যাচ্ছেন তাও শুনেছি। আপনি এখানে আসার পূর্বেই দুজন নিগ্রো এসেছিলেন, তারা আপনার পরিচয় আমাদের কাছে দিয়ে গেছেন। আমরা আপনার সংগে মেলামেশা করার একটি উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছি। আমাদের উদ্দেশ্য অতি অল্প কথায় আপনার কাছে বলব। আপনি যখন

দক্ষিণ আফ্রিকাতে পৌঁছবেন তখন ভারতবাসীদের বলবেন তারা যেন নিগ্রোদের সংগে সংযোগ রেখে কাজ করে নতুবা তারাও যেমন অত্যাচারিত হবে আমরাও তেমনি অত্যাচারিত হব। এই দেখুন যে-কোন শ্বেতকায় এই দেশে আসার পর দৈনিক চল্লিশ শিলিং করে যে-কোনও কাজের জন্য পায়। তাদের বেকার করে রাখা হয় না। আর আমরা যদি কাজ চাই তবে শ্বেতকায়রা সর্বপ্রথম দেখে আমাদের শরীরের সুগঠন এবং মুখের লাবণ্য। আমাদের তারা কাজ দেয় না। যতদিন মুখের লাবণ্য থাকে ততদিন আমাদের কাছে কাছে রাখে তারপর তাড়িয়ে দেয়। এসব অন্যায় হতে রেহাই পেতে হলে আমাদের কাজ করার অধিকার শ্বেতকায়দের কাছ থেকে আদায় করতে হবে। কাজের অধিকার পেতে হলে ইণ্ডিয়ান, আফ্রিকান এবং আরবদের সকলের মিলে বিদ্রোহ করতে হবে নতুবা দক্ষিণ আফ্রিকা এবং রডেসিয়ার শ্বেতকায়গণ আমাদের টুকরা টুকরা করে হয় আটলাণ্টিক নয় ভারত মহাসাগরে ভাসিয়ে দেবে।

আর একটি কথা এখন থেকে ভাল করে মনে রাখবেন "এখান থেকে বেটব্রিজ প্রায় একশত মাইল। পথ কোথাও প্রশস্ত আর কোথাও একেবারে সংকীর্ণ। এদিকে মোটর বাস চলাফেরা করতে দেওয়া হয় না। অবশ্য ইউরোপীয়ানরা মোটর বাস্, মোটরকার সবই চালাতে পারে, কোনও ইউরোপীয়ান ভুলেও আপনাকে তাদের গাড়ীতে স্থান দেবে না। পথে মাত্র তিনটি গ্রাম দেখতে পাবেন। এই তিনটি গ্রামের লোকসংখ্যা কখনও বাড়ে আর কখনও বা একেবারে কমে যায়। গ্রামের লোককে কেউ মেরে ফেলে না, গ্রামের লোক খাদ্যান্বেষণের জন্য বনে জংগলে চলে যায়। যদি গ্রামে লোক না থাকে তবে আপনি গৃহে প্রবেশ করবেন এবং যে-কোন গৃহে আশ্রয় নিবেন। নিগ্রোরা কোন আপত্তি করবে না।

কিন্তু মনে রাখবেন এ-পথে অনেক নিগ্রোকে ইচ্ছাপূর্বক মোটর চাপা দেওয়া হয়। যদি দক্ষিণ আফ্রিকার কোনও জংলী বুয়র বুঝতে পারে আপনি একজন বিশিষ্ট লোক তবে হয়ত সে আপনাকে মোটর চাপা দিতে ত্রুটি করবে না।

কথা শুনে শিহরে উঠলাম। মালয় দেশেও দুটি রবার বাগানের ইউরোপীয়ান আমাকে মোটর চাপা দিতে চেষ্টা করেছিল। কিন্তু তারা তাদের কাজে সফল হতে পারে নাই। মালয় দেশের পথের দুদিকে খাল ছিল। যখনই পেছন থেকে মোটরের শব্দ শুনতাম তখনই সাইকেল সমেত খালে গিয়ে পড়তাম। এদিকেও সেরূপ কিছু করতে হবে, নতুবা আর উপায় থাকবে না। দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করে নিগ্রো যুবক যুবতীকে বললাম "বন্ধুগণ! এই ত আমাদের জীবন, এ জীবন এমনিভাবে বয়ে নিয়ে যাওয়া কত কষ্টকর তা আপনারা বেশ ভাল করেই বুঝতে পারছেন। আমিও তার ভুক্তভোগী। তা বলে আমাদের ভয় করলে চলবে না, আমাদের চলতে হবেই।

আমাদের খাবার নিয়ে নিগ্রো যুবতী ঘরে প্রবেশ করল এবং তিনজনকেই গম্ভীরভাবে বসে থাকতে দেখে বললে "ঔষধ তবে কাজ করেছে।" অর্দ্ধ-নিগ্রো যুবতী বললে "ঔষধ সুস্থ দেহে দিতে হয় না। পর্যটকের শরীর বেশ সুস্থ। আজ আমরা ওকে আমাদের পরিচালিত বিদ্যালয়টি দেখাবো এবং উনি বিদ্যালয়টি দেখে বুঝতে পারবেন আমরা কতদূর কাজে অগ্রসর হয়েছি। আমি তখন বিদ্যালয়ের কথা একটুও ভাবছিলাম না। আগামীকল্য এখান থেকে রওয়ানা হয়ে কিভাবে পথ চলব সে-কথাই মনে তোলপার হচ্ছিল।

খাওয়া শেষ করে আমরা গ্রাম দেখার জন্য বের হয়ে পড়লাম। গ্রামের অবস্থা বিশেষ ভাল নয়। কারো ঘর ভেংগে পড়েছে আর

কারো ঘরের পেছনে আবর্জনা জমে আছে। ঘরের সামনে আবর্জনার মধ্যে বসেই শিশুরা খেলছে। বেকার যুবক-যুবতীরা ঘরের সামনে রৌদ্রে বসে আনমনে চেয়ে আছে। বৃদ্ধ এবং বৃদ্ধেরা ছেঁড়া অপরিষ্কার কাপড় পরে পথেরই দিকে তাকিয়ে আছে। বৃদ্ধ এবং বৃদ্ধাদের দেখলেই মনে হয় এদের জীবনের কোনও মমতা নেই। মৃত্যুতেই শান্তি, জীবিত থাকলেও ক্ষতি নেই। একে ত নিগ্রোদের মুখের আকৃতি বদখতে তার উপর যদি ওরা অপরিষ্কৃত থাকে তবে দেখতে অনেকটা বানরের মতই দেখায়। গ্রামটা যতই দেখছিলান ততই মনে হচ্ছিল যেন একটি বানর পল্লীতে ভ্রমণ করছি। কোন কোন নিগ্রো গ্রামে দেখেছি তারা মাথার চুল একেবারে চেঁছে ফেলে। যারা মাথার চুল একেবারে ফেলে দেয় তাদের মাথায় উকুন হতে পারে না। স্নানের সময়ও সুবিধাই হয়। কিন্তু এই গ্রামে স্ত্রী বা পুরুষ কেউ মাথার চুল একেবারে ফেলে দেয়নি বলে এদের আরও খারাপ দেখাচ্ছিল। অর্দ্ধ-নিগ্রো পুরুষটিকে জিজ্ঞাসা করলাম "মশাই এরা কেন মস্তক মুণ্ডন করে না? মস্তক মুণ্ডন করলে এদের মুখের সৌন্দর্য অনেকটা বাড়ত।"

যুবক দুঃখের হাসি হেসে বলল "এখানে কেউ সুন্দর হতে চায় না, একথা যদি আপনি ভেবে থাকেন তবে সেটা আপনার ভুল হবে।"

এখানে এমন লোক কেউ আসেনি যাতে এদের উন্নতির পথ বলে দিতে পারে। এই যে অবস্থা দেখছেন তা হল প্রাকৃতিক। গ্রামে হোটেল খোলার পর হতে এই গ্রামের লোক চিনি কাকে বলে প্রথম দেখেছে এবং চিনি খেতে যে মিষ্ট তা বুঝতে পেরেছে। আমরা এ গ্রামের লোক নই। হোটেলওয়ালী অন্যগ্রাম থেকে এখানে এসেছেন। আমাদের সর্বপ্রথম কাজ হ'ল এ গ্রামে নিজকে স্থাপিত করা, তারপর গ্রামের উন্নতিতে হাত দেওয়া। হোটেলওয়ালী এখানে এসেই নিজেকে

প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছেন, তার পূর্বের সঞ্চিত অর্থে এবং আমাদের সাহায্যে। এখন আমরাও যদি কোনমতে একখানা ঘর করে ফেলতে পারি তবেই গ্রামের অবস্থা ফিরে যাবে। যে পর্যন্ত আমরা নিজের ঘরে প্রতিষ্ঠিত হতে না পারব, সেই পর্যন্ত এই গ্রামে আমাদের কোন অধিকার স্থাপিত হবে না। আমরা যদি গ্রামের লোককে কোন ভাল উপদেশ দেই এবং সেই উপদেশ মত কাজ করার পর আমাদের বিরুদ্ধে গ্রাম্য পাদরীর কাছে নালিশ করে তবে আমাদের গ্রাম ছেড়ে চলে যেতে হবে। সেজন্যই এখন আমরা চুপ করে আছি। আপনার কাছে বিদ্যালয়ের কথা বলেছিলাম। সেটা বিদ্যালয় নয়। আমরা কোনরূপ বিদ্যালয় স্থাপন করতে পারি না। আইন তাতে বাধা দেয়। আমরা নৃত্য-গীতের বিদ্যালয় খুলেছি। ছেলেমেয়েরা বিকাল বেলা নাচ-গান প্রভৃতি করতে আসে। নাচ-গানের ভেতর দিয়েই আপাতত তাদের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা শিক্ষা দিচ্ছি। এতে শিক্ষা বিভাগ বা স্থানীয় পাদরীরাও আপত্তি উঠাবে না; কারণ এতে তাদেরই সুবিধা হবে। তারা নূতন নূতন যুবক-যুবতীদের চাকর রাখতে পারবে। চাকর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকতে ভালবাসে। ভাববেন না এদেশে কোন সৎকার্য অতি সহজে সম্পন্ন করা যায়। সাধারণ লোকের মধ্যে যদি কেউ শিক্ষা বিস্তার করতে যায় অমনি তাকে কমিউনিষ্ট আখ্যা দেওয়া হয় এবং গ্রাম হতে বহিষ্কার করা হয়। রডেসিয়ার নিগ্রোদের উপর শ্বেতকায় প্রভুরা বড়ই কড়া হাতে শাসন এবং শোষণ কার্য চালিয়ে যাচ্ছেন।

নিগ্রোগ্রাম দেখা হয়ে গেলে আমরা ইউরোপীয়ানদের গ্রামের দিকে অগ্রসর হলাম। ইউরোপীয়ানরা রেলষ্টেশনের কাছে থাকে। নিগ্রো-গ্রাম থেকে রেলষ্টেশন প্রায় দুই মাইল দূরে অবস্থিত। আমরা গজেন্দ্র গমনে সেদিকে অগ্রসর হলাম। পথের অবস্থা মোটে ভাল নয়।

কোথাও গর্ত আর কোথাও বালি একত্রিত হয়ে ঢিবি হয়ে রয়েছে। কোথাও গৃহপালিত জীবের মোটা মোটা হাড় একত্রিত করে রাখা হয়েছে। এসব হাড় হতে দুর্গন্ধ আসছিল। আমরা নাকে রুমাল দিলাম না। রুমাল দেওয়াটা দরকারও মনে করলাম না, কারণ নিগ্রো-গ্রামেও নানারূপ দুর্গন্ধ থাকে, শুধু হোটেলের চারিদিকই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ছিল।

ইউরোপীয়ান বসতিতে পৌঁছামাত্রই মনেরও পরিবর্তন হল। সুন্দর পথ। পথের দুদিকে বাঁধানো ফুটপাথ। ফুটপাথের পরেই ফুলের বাগান। ফুটপাথ ধরে হাটতে আমার সাথীরা খুবই ভয় পাচ্ছিল। আমিই শুধু ফুটপাথের উপর দিয়ে চলছিলাম। কতকক্ষণ যাবার পরই একখানা গ্রোসার সপ্ (মুদির দোকান) দেখতে পেলাম। দোকানে দৈনিক সংবাদপত্র থেকে আরম্ভ করে সব কিছুই ছিল। আমার সাথীরা দোকানে প্রবেশ করল না। আমি দোকানে প্রবেশ করে জোহান্সবার্গ হতে প্রকাশিত ডেইলী এক্সপ্রেস্ এবং নিউ আউটলুক্ বলে দু'খানা সংবাদপত্র এবং লণ্ডন হতে প্রকাশিত সাপ্তাহিক ডেলী মিরার এবং ডেলী ওয়ার্ল্ড কিনেই একটি বোতলে রক্ষিত ক্রিম্ দেখতে পেয়ে দোকানীকে ক্রিমের বোতলটিও দিতে বললাম। দোকানী ক্রিম্ বোতলটি এক শিলিং ছয় পেনীতে বিক্রয় করল এবং জিজ্ঞাসা করল আমি কোন্ দেশের লোক। আমি যখন তাকে আমার পরিচয় দিলাম তখন সে আর কোন কথাই বলল না, এমন কি আমার মনে হয় ক্রিম বিক্রি করার জন্য সে দুঃখিত হয়েছে এবং সে যদি জানত আমি ইণ্ডিয়ান তবে সে আমার কাছে বিক্রি করত না।

গ্রোসারী দোকান পার হয়েই কয়েকখানা বাংলো ধরণের বাড়ী দেখতে পেলাম। বাংলোগুলিতে বোধহয় রেলকর্মচারী থাকে। এই ভেবে সেদিকে অগ্রসর হলাম। পথে দেখা হ'ল একজন ব্যবসায়ী

ইউরোপীয়ানের সংগে। সে আমাকে দেখেই বললে, "হ্যালো নেপোলিয়ন বোনাপার্ট, এদিকে কি ভেবে?"

মিষ্টার এদিকে ভিক্ষায়-বের হয়েছি নেপোলিয়ন মস্কো পর্যন্ত মুক্ত অসিতে অগ্রসর হতে সক্ষম হয়েছিলেন আর আমি ভিক্ষাপাত্র নিয়ে এখান পর্যন্ত আসতে সক্ষম হয়েছি। এই বলেই তার হাতে আমার একখানা ভিক্ষাপত্র দিলাম। সে আমার ভিক্ষাপত্রখানা দেখে বললে "দেখা হওয়ায় বড়ই আনন্দিত হয়েছি, কিন্তু আপনার ভিক্ষাপত্রে অনেক বানান ভুল আছে।"

"যে-কোন মতেই হোক আমার বক্তব্য বুঝতে পেরেছেন নিশ্চয়ই।"

"হ্যাঁ, তা ঠিক, কিন্তু আপনার এ ভুলের জন্য আমি ক্ষমা করব না, বোধহয় আপনি নিগ্রোদেরও ভিক্ষাপত্র দিয়েছেন। তারা ভুল বানান শিখলে তাদের যেমন ক্ষতি হবে আমাদেরও তেমনি ক্ষতি হবে। দুঃখের বিষয় এখানে কোনও প্রেস নাই, যদি থাকত তবে আমি আপনার সবগুলি ভিক্ষাপত্র নষ্ট করে দিয়ে নূতন করে ছাপিয়ে দিতাম। যাকৃগে আপনি আপনার ভিক্ষাপত্র শুদ্ধ করে ছাপবেন এই আশায় আমি আপনাকে এক পাউণ্ড দিচ্ছি। এই নিন্ আর অগ্রসর হবেন না। এদিকে সবাই বার্গার, এরা আপনাকে অপদস্ত করে ছাড়বে, একটি পেনীও দেবে না। আমি জাতে স্কচ্ এবং ধর্মে কমিউনিষ্ট, সেজন্যই আপনার সংগে দাঁড়িয়ে কথা বলছি। যদি কোনও বার্গার আপনাকে ফুটপাথে হাটতে দেখে তবে বড়ই রাগ করবে, হয়ত বা কুকুরও লেলিয়ে দিতে পারে, এদিকে আর অগ্রসর হবেন না।

এক পাউণ্ডএর নোটখানা যত্নসহকারে রেখে দিয়ে ভদ্রলোককে বিদায় দিলাল। সামনের দিকে এগিয়ে চলেছি দেখে ভদ্রলোক একটু দুঃখিত হলেন এবং বললেন "চলুন আমিও আপনার সংগে যাব। আমরা

ফুটপাথে চলছিলাম এবং অর্দ্ধ-নিগ্রো ভাইবোন রাস্তার উপরে চলছিল। আমাদের একত্র চলন দেখে অনেকেই ঘরে চলে গেল এবং এমনি ভাব দেখাল যাতে করে মনে হল তারা নন্-কোপারেশন্ করেছে। আমাদের গ্রাম ভ্রমণ হয়ে গেলে হোটেলে চলে এলাম এবং স্কচ্ম্যানের সংগে পুনরায় কাফি খেলাম। নিগ্রো স্ত্রীলোক বিয়ে করে বলে স্কচ্দের বিদেশে খুবই বদনাম এবং সেজন্য স্কচ্দের ইউরোপের ইংলিশ, আইরিশ, জার্মান এবং ডাচরা বড়ই ঘৃণা করে। স্কচ্ ভদ্রলোক দুঃখের সংগে বললেন "আজ যাদের আমরা ঘৃণা করছি কাল যখন তারা মানুষ হবে তখন আমাদের অবস্থা কত শোচনীয় হবে সেকথা অনেকেই চিন্তা করে না।

সুখের সময় বড়ই তাড়াতাড়ি অতিবাহিত হয়। ওয়েষ্ট নিকলসনে কয়েকটি দিন যেন কয়েকটি ঘণ্টার মতই কেটে গেল। সকাল বেলা ঘুম হতে উঠেই কতকগুলি রুটি, এক টিন মাখন এবং কতকটা চিনি কিনে ফেললাম। তারপর জলের কেতলি জলে ভরপূর করে সাইকেল মেরামত করার যন্ত্রপাতি পরীক্ষা করলাম এবং নিগ্রো হোটেলওয়ালীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে পথে এলাম।

গভীর বনে

অনেকটা পথ বেশ সুন্দরই পেলাম। তারপরই আরম্ভ হল একটানা ভাংগা পথ। ভাংগা পথে চলা বড়ই কষ্টকর। এর উপর যদি একা চলতে হয় তবে আরও কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়। প্রথমত বন এবং উপবন থেকে পথ একটু দূরেই ছিল, একটু এগিয়ে যাবার পরই গভীর বনের ভিতর দিয়ে পথ আরম্ভ হল। এরূপ মারাত্মক পথে কেউ সাইকেলে চলাফেরা করে না। আমাকে বাধ্য হয়ে বাইসিকেল চালাতে হয়েছিল। বেলা যখন বারটা তখন পথেরই পাশে বিশ্রামার্থ বসলাম। বসতে ইচ্ছা হচ্ছিল না। বন্যজীব দ্বারা আক্রমণ হওয়ার ভয় ছিল; এদিকে কিন্তু শরীর চলছিল না। পা দু'খানা বিদ্রোহ ঘোষণা করে জানিয়ে দিয়েছিল আর প্যাডেল করা সম্ভব হবে না। বসতেই হল, সর্বপ্রথম কতকগুলি লতাপাতা সংগ্রহ করে আগুন ধরিয়ে দিলাম। লতাপাতা পুড়ে যাবার পর আরও কিছুটা এগিয়ে গিয়ে কতক্ষণ বিশ্রাম করলাম। বিশ্রামের পর আবার চলতে সুরু করলাম। তিনটার পূর্বেই একটা প্রশস্ত পরিষ্কার মাঠ পেলাম। ভাবলাম আজ রাত এখানেই কাটাব। সাইকেল দাঁড় করিয়ে রেখে কাঠ সংগ্রহ করতে গেলাম। কাঠ সংগ্রহ হয়ে গেলে বসবার স্থানটা বেশ ভাল করে পরিষ্কার করলাম। ভাবছিলাম আরও কতকটা জল পেলে ভাল হবে, কিন্তু জল অন্বেষনে

বের হয়ে কোথাও জল না পেয়ে একটু হতাশ হলাম। কত মাইল পথ এসেছি তা জানবার উপায় ছিল না। আরও তিন চারদিন যদি পথ চলতে হয় তবে জল পিপাসা নিয়েই পথ চলতে হবে। ঠিক করলাম যে জলটুকু আছে তা দিয়েই আজ চালিয়ে দেব এবং কাল সকাল থেকেই জলের সন্ধান করব।

পরিষ্কার স্থানটাতে কম্বলখানা বিছিয়ে বসলাম। সঙ্গের খাবার খেলাম, তারপর একটা সিগারেট ধরিয়ে নানা কথা ভাবতে লাগলাম। সকল কথাই একে একে লোপ পেয়ে জলের চিন্তা প্রবল হয়ে উঠল। যতই জলের চিন্তা করতে ছিলাম ততই জলের পিপাসা বেড়ে চলল। আমি কিন্তু জল খেলাম না। স্থানত্যাগ করে জলের সন্ধানে বেড়িয়ে পড়লাম। সামনে পেছনে অনেকক্ষণ জলের অনুসন্ধান করলাম। কোথাও জল না পেয়ে অবশেষে স্থান ত্যাগ করা ভাল বিবেচনা করে সামনের দিকে এগিয়ে যাব ভাবছি এমন সময় ব্যাটব্রিজের দিক হতে একখানা মোটর আসার শব্দ শুনে পথের পাশে দাঁড়ালাম। মোটর আসা মাত্র তাদের থামতে বলায় যাত্রীরা থামল। তাদের কাছে জল চাইলাম। বিনা বাক্যব্যয়ে এক টিন জল আমাকে দিয়ে বলল "আর কিছু চাই ?" আর কিছু চাই না স্যার, জানতে চাই এখান থেকে ব্যটব্রিজ আর কতদূর ? একজন যাত্রী বললে এখান থেকে ব্যাটব্রিজ অন্তত সত্তর মাইল হবে। আরও দশ মাইল যদি দয়া করে এগিয়ে যান তবে বাঁদিকে একটি ছোট পথ পাবেন, সেই পথে দু' মাইল অগ্রসর হলেই একটি নিগ্রো গ্রাম। কিছু বলবার পূর্বেই যাত্রীরা আমাকে ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিল। এগিয়ে যাবার ক্ষমতা আমার ছিল না। ঠিক করলাম এখানেই আজ রাত কাটাতে হবে। জলের টিন কাছে এনে রাখলাম। চিন্তার উপশম হল। আরাম করে শোবার চেষ্টা করলাম।

বনে জংগলে একরাত কাটানো শুনতে যেমন সহজ কাজে তেমন সহজ নয়। সন্ধ্যা হবার পূর্ব হতেই মনে হতাশ ভাবের সৃষ্টি হল। হতাশ ভাবকে লোপ করার জন্য আগুন জ্বালাতে ব্যস্ত হলাম। আগুন ধূ ধূ করে জ্বলে উঠল। কাঁচা ডালপালা আগুনে দেওয়ায় বেশ জমকালো ধোঁয়া হল। মনের হতাশ ভাব কেটে গেল। ডায়রী খুলে লিখতে বসলাম। লেখার বিষয় হ'ল বনে জংগলে এ জীবনে কয়টি স্থানে একাকী রাত্রি কাটিয়েছি। ১৯৩১ খৃষ্টাব্দ হতে আমার ভ্রমণ আরম্ভ হয়। চীন দেশ ভ্রমণের ডায়রী আমার সংগে ছিল না। তবুও যতটুকু মনে আসছিল ততটুকু লিখে মনটা যখন ক্লান্ত হল তখন ইচ্ছা হল শুয়ে থাকি কিন্তু শুইবার পূর্বে অন্তত কয়েকটি স্থানে আগুন জ্বালানো চাই। দশ হাত দূরে কাঠ সাজিয়ে একই সংগে কাঠের স্তূপে আগুন দিলাম। আগুন যখন ধূ ধূ করে জ্বলে উঠল তখন মনেও বেশ স্ফূর্তি হল। অবসাদ চলে গেল, ইচ্ছা হল আরও একটু হাটি। হাটবার স্থান বেশি দূরে নয়, আগুনের কাছেই। আগুন ও জলই আমার একমাত্র উপকারী বন্ধু। চারদিকে আগুন দেখতে চাই। দিনের আলো নিবে গেছে। বনের অন্ধকার এবং আকাশের অন্ধকার পুঞ্জিভূত হয়ে চারিদিক অন্ধকার করে ফেলেছে। আগুন, অন্ধকার, মাটি, জংগল সবই বেশ ভাল লাগছিল। ভাল লাগার কারণ ছিল। একেই গভীর জংগল তারই মাঝে রাত কাটাতে হবে। দুঃখ হচ্ছিল না, কারণ এখানে কেউ আমাকে হিংসা বা ঘৃণা করছে না। কিন্তু আগামীকাল যখন সুন্দর শহর দেখব, শহরে ভাল ভাল হোটেল দেখব, খাদ্যদ্রব্য দোকানে দেখতে পাব তার কিছুই ভোগ করতে পারব না, "কালার বার" আমার কাছ হতে সবই সড়িয়ে নেবে। হিংসা ঘৃণা আমার চারিদিকে হাঁ করে দাঁড়াবে।

নানা চিন্তার মাঝে আবার যখন অবসাদ এল তখন কি চিন্তা করে হঠাৎ শুয়ে পড়লাম। যখন ঘুম ভাংল তখন চেয়ে দেখি ভোর হয়ে গেছে। বনের পাখী ডাকতে আরম্ভ করেছে। হিংস্রজীব জংগলে আশ্রয় নিয়েছে। নব চেতনায় নব শক্তি পেয়ে আবার পথ ধরে চললাম। পূর্বেই বলেছি নিকটেই গ্রাম পাব, কিন্তু দশ মাইল চলার পর কোথাও গ্রাম পেলাম না। পেলাম দুটো নিগ্রো। দেখলেই নরঘাতক বলে মনে হয়। যারা বঙ্কিমচন্দ্রের কপালকুণ্ডলা পড়েছেন তারা বিশেষ করে জানেন আমাদের দেশেও এক শ্রেণীর লোক ছিল যারা নরবলি দিয়ে তাদের দেবতাকে প্রসন্ন করত, এই লোক দুটোকে সেই শ্রেণীরই বলে মনে হল। এদের পোষাক জংলী লোকের মত ছিল না। এদেশ পোষাক ছিল স্থানীয় নিগ্রো ডাক্তারদের মত। নিগ্রো ডাক্তারগণ মন্ত্র পড়ে দেবতাকে সন্তুষ্ট ক'রে রোগের উপশম করে। এদের যদিও নিগ্রো ডাক্তারের পোষাক ছিল তবুও সন্দেহ হচ্ছিল। আমার জানা ছিল এই ধরণের লোক শ্বেতকায়দের ধরে নিয়ে কখনও তাদের দেবতার কাছে বলি দেয় না। নিগ্রোদের মতে আমিও শ্বেতকায়। পশুর আকৃতিবিশিষ্ট মানুষের পাশ দিয়ে যখন যাচ্ছিলাম তখন হঠাৎ মনে হল এদের সংগে একটু কথা বলে গেলে ভাল হবে। সবল মনে ইংলিশ কায়দায় জিজ্ঞাসা করলাম—

এই তোরা এখানে কি কর্‌ছিস্‌?

কিছু না বানা (মিষ্টার)। আমরা পথ হারিয়েছি।

মিথ্যা কথা বল্‌ছিস্, বল্‌ কোথায় যাবি?

আর কোন কথা না বলে দানবতুল্য দু'টা লোক এক পা এক পা করে পেছন দিকে হটে গেল। এদের কাপুরুষতা দেখে অবাক হলাম।

কিন্তু ভয় হল এই জানোয়ারগুলি আজই হয়ত কোনও নিগ্রো পরিবার সবংশে নির্বংশ করে তাদের দেবতার পূজা দেবে।

আর দাঁড়ালাম না, এগিয়ে চললাম ঠিক করলাম পাশের কোনও গ্রামে আজ পৌঁছতে হবেই। বিকেল চারটার পূর্বেই মহাদো হল্ট (Mahado Halt) নামে একটি ছোট্ট গ্রামে পৌঁছলাম। গ্রামের এক পাশে কতকগুলি নিগ্রো বাস করে, অপর পাশে দুটি মাত্র বুয়র পরিবারের বাস। এরা দক্ষিণ আফ্রিকার রডেসিয়া সীমান্তে আড্ডা গেরেছে। এমন অনেক বুয়র অর্থাৎ দক্ষিণ আফ্রিকাবাসী দেখা যায় যারা সভ্যতা পরিত্যাগ করে নিগ্রোদের সংগে একত্রে বসবাস করে জীবন কাটিয়ে দেয়। এই দুটি পরিবারের লোকও সে ধরণের মনে করেছিলাম, কিন্তু সেটা ছিল আমার ভুল ধারণা।

তারা আমাকে দেখল অথচ কিছুই জিজ্ঞাসা করল না। আমিও তাদের সংগে মেলামেশা করাটা নিরাপদ মনে করলাম না। নিগ্রোরা যেদিকে থাকে সেদিকেই চলে গেলাম। নিগ্রো বস্তির সামনে একজন বৃদ্ধ নিগ্রোর সংগে দেখা হল। বৃদ্ধ মিষ্টভাষী এবং দয়ালু। দেখা মাত্রই বুঝল আমি একজন অতিথি, অর্থাৎ রাত কাটাবার জন্য আশ্রয়প্রার্থী। সে আমাকে তার বাড়ীতে নিয়ে গেল এবং থাকবার ও রাত্রে যাহাতে ভাল খাদ্য পাই তার বন্দোবস্ত করল। বৃদ্ধ নিগ্রো জানত না আমার কাছে পাউণ্ড শিলিং আছে। সে তার সাধ্যমত খাবার এবং থাকবার বন্দোবস্ত করল। একটু বসতে দিয়েই সে কোথায় চলে গেল। ঘণ্টাখানেক সময় কাটিয়ে যখন ফিরে এল তখন দেখতে পেলাম অনেক খাদ্যসামগ্রী কিনে এনেছে। বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করে জানলাম তার হাতে যে সওদা ছিল তার দাম কমের পক্ষে চার শিলিং। বৃদ্ধের হাতে চার শিলিং দিয়ে দিলাম। শিলিং চারটি পেয়ে সে আনন্দিত হল এবং বলল

তোমার কাছে পাউণ্ড শিলিং আছে সে ধারণা আমার ছিল না, যদি জানতাম তুমিই খাদ্যের দাম দেবে তবে আরও বেশি খাদ্য নিয়ে আসতাম। খাদ্য সমাপান্তে বৃদ্ধ আমাকে সংগে নিয়ে ইউরোপীয়ানদের বাড়ীতে গেল। ইউরোপীয়ান ভদ্রভাবেই বসতে দিয়ে আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করল।

আমার পরিচয় পেয়ে ইউরোপীয়ান বলল "দেখে সুখী হলাম, তুমি ইণ্ডিয়ান হয়েও পৃথিবী ভ্রমণে বের হয়েছ। আমার ধারণা ছিল ইণ্ডিয়ানরা শুধু উচ্চাঙ্গের বুলি বলতেই জানে।

কিসে তোমার এরূপ ধারণা হল?

কিসে আমার সে ধারণা হল জানবার পূর্বে অনুমান কর ত আমার বয়স কত হতে পারে?

কোকটি দীর্ঘাকৃতি, চুল প্রায় সবগুলিই সাদা। দাঁত বেশ শক্ত। হাতের পেশীগুলি বেশ মজবুত। মনে হল বৃদ্ধের বয়স ষাটের উপরে এবং পয়ষট্টির নীচে। যা ধারণা করেছিলাম তাই বললাম।

বৃদ্ধ হেসে বলল ভুল করেছ বন্ধু। আমার বয়স বর্তমানে সত্তর পেরিয়েছে। বুয়র-যুদ্ধের সময় আমি প্রাপ্তবয়স্ক ছিলাম। আমার কয়েকটি ছেলেমেয়ে ছিল। আমরা এখানেই বাস করতাম। কেনেডিয়ান, অষ্ট্রেলিয়ান এবং নিউজিল্যাণ্ডবাসী সেপাইরা আমাদের গ্রাম আক্রমণ করার পর আমরা পালিয়ে গিয়েছিলাম। সভ্য দেশের সেপাইরা আমাদের ছেলেমেয়ে এবং স্ত্রীলোকদের প্রতি কোন অত্যাচার করেনি, কিন্তু তোমাদের দেশের সেপাই যারা হস্‌পিটাল কোরের আর্দালী হয়ে এদেশে এসেছিল তারাই আমাদের নির্বংশ করে রেখে গেছে।

লাফিয়ে উঠলাম এবং বললাম "তাই নাকি?"

বৃদ্ধের কথা শুনে বড়ই দুঃখ হল এবং তাকে প্রবোধ দিলাম।

বৃদ্ধ আরও দুঃখিত হল এবং বলল আমাদের নির্বংশ করে গিয়েছে, এরা কত বর্ব্বর।

এখন থেকে যদি আমার কথাগুলি প্রণিধান করে অনুভব কর তবে বুঝতে পারবে পুঁজিবাদীরা কতদূর বর্বর। কেন তুমি ভারতবাসীদের প্রতি অনর্থক হিংসাত্মক ক্রোধ পোষণ করছ? ভারতীয় সেপাই যদি অর্থের দাস না হত তবে এমন হীনতম কাজ করত না। তুমি আমার নির্দেশ মত বই কিন, দেখবে আমি যা বলছি তা বর্ণে বর্ণে সত্য।

বৃদ্ধ অনেকক্ষণ চুপ করে থাকল তারপর বলল "কাল সকালেই আমি জোহান্সবার্গ যাব। সেখান থেকে প্রচুর বই কিনে আনব। বল ত তিন চার মাস পর কোথায় তোমার কাছে পত্র লিখতে পারি?

কেপটাউনের একটি ব্যাংকের ঠিকানা দিয়ে বললাম, এই ব্যাংকের ঠিকানায় পত্র লিখলে পত্র নিশ্চয়ই পাব। শ্বেতকায় বৃদ্ধের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নিগ্রো বৃদ্ধের হাত ধরে চলে এলাম।

এর পরদিন বিকালে যে নিগ্রো গ্রামে পৌছলাম সেই গ্রামে অন্য আর একজন শ্বেতকায়ের সংগে দেখা হল।

সে বলল, "মশিয়ে যদি দরকার মনে করেন তবে আগামীকল্য সকালে আমি এখান থেকে রওয়ানা হব, এবং আমি কিছুটা জংগল দেখিয়ে আনতে পারব।

আগামীকল্য সকালে আমি গ্রাম ত্যাগ করতে পারব না। পরশু সকালে আপনার সংগে যেতে পারি।

বুয়র লোকটি কি ভেবে চলে গেল। পরের দিন তার সংগে দেখা হয় নাই। রাত্রে যখন আমি নিগ্রো হাউসে বিশ্রাম করছিলাম তখন সে আমার ঘরে আসল এবং বলল "কাল সকালে যাবেন ত?"

নিশ্চয়ই যাব বন্ধু, বস।

লোকটি বসল। তার চোখের তারা দুটা জ্বলছিল। পকেটের পিস্তলটা এত ঝুঁকে পড়েছিল যে বার হতেই আমার চোখে পড়ছিল। তার মুখের পাইপ হতে দুর্গন্ধ আসছিল। পায়ের জুতা এবং মোজা বোধহয় অনেকদিন বদলায় নাই, তা হতেও ভয়ানক দুর্গন্ধ আসছিল। তাকে জিজ্ঞাসা করলাম "আমাকে সংগে নেবার দরকার কি?"

হ্যাঁ, তাই বলতে আসছি। মানুষের অভাব থাকে আমার নাই। আমার ঘরে মদের অভাব নাই, অর্থের অভাব নাই, নারীর অভাব নাই। আমি বিশেষ লেখাপড়া করি নাই বলে বিদেশে যাবারও ইচ্ছা নাই। তবে বিদেশীকে পেলে তার কাছ থেকে নূতন কথা শুনতে ভালবাসি। এই গ্রামে আমরা উভয়ে সমভাবে বসতে পারব না, একসংগে খেতে পারব না। সেজন্য যেখানে গ্রাম নাই, অন্য মানুষ নাই, সেখানে যেয়ে তাঁবু খাটাব, উত্তম খাদ্য খাব এবং গল্প করব। এই ইচ্ছা নিয়েই এই অনুরোধ। লোকটার কথা শুনে যেমন বিস্মিত হলাম তেমনি তার কাছ থেকে কথা শুনারও প্রবৃত্তি হল। তার সংগে যেতে রাজি হলাম।

সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠেই দেখি একখানা মস্তবড় লরী দাঁড়িয়ে আছে। চট্‌পট করে আমার বাইসিকেলখানা বের করে দিলাম। তারপর নিজে এসে তারই পাশের সিটে বসলাম। আমাদের উভয়ের মধ্যে মাত্র দুটি কথা হয়েছিল। আমরা উভয়েই উভয়কে "সুপ্রভাত" জানিয়েছিলাম। পনের মাইল চলে যাবার পর লরী মোড় ঘুরিয়ে বড়রাস্তা ছেড়ে অরণ্য পথে প্রবেশ করল, তারপরও পাঁচ মাইল যাবার পর গাড়ী থামাল। সংগের নিগ্রোগুলি আমাদের জন্য ক'খানা চেয়ার এবং একটি টেবিল নামিয়ে দিয়ে চা করে নিয়ে এল। কাছেই সুন্দর একটি জলপ্রপাত। সেখানে গিয়ে স্নান করে এলাম। স্নান করে দেখি খাবার প্রস্তুত। আমরা খেতে বসলাম।

বুয়র লোকটি আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল "কেমন লাগছে?"

বেশ ভাল, এমন সুন্দর স্থানে লোক যদি বসতি করে তবে বেশ হবে।

বুয়র লোকটি এক টুকরা মাংস মুখে পুরে দিয়ে বললে "গোটা পৃথিবীটাই যদি মানুষ দখল করে তবে বনের পশু যাবে কোথায়?

"কেন তাদের দেশে, পূর্ব আফ্রিকাতে দুটা রিজার্ভ রয়েছে। শুনেছি দক্ষিণ আফ্রিকাতে আর একটা রিজার্ভ রয়েছে। সংখ্যা অনুযায়ী স্থান দখল করা ভাল।"

তবে ত আমাদের অর্থাৎ বুয়রদের দক্ষিণ আফ্রিকা ছেড়ে যেতে হবে।

আমি বাধা দিয়ে বললাম "মানুষ আর বনের পশু সমান নয়, সে-ও একটা কথা বটে।"

খেতে বসে বেশি কথা বলা পছন্দ করি না বলায় সে চুপ করল। তারপর খাওয়া শেষ হলে আমরা জংগলে পাখীর খোঁজে বের হলাম। আমাদের উদ্দেশ্য ছিল কতকগুলি গিনি ফাউল সংগ্রহ করা, কিন্তু তা হল না, আমরা মাত্র একটি খরগোস পেলাম।

গিনি ফাউলের কথা নিয়েই আমি পূর্ব দেশের কথা আরম্ভ করলাম। লোকটি আমার কথা অনেকক্ষণ শুনল, তারপর সে তার পাইপে তামাক বোঝাই করে তাতে আগুন দিল। আমিও একটি সিগারেট ধরিয়ে বললাম "এই করেই আমাদের সৃষ্টি হয়েছিল। এখন আমরা উন্নত, আমাদের আরও উন্নতির দিকে এগুতে হবে।

তবে কি আপনি বলতে চান নিগ্রোরাও মানুষ?

হ্যাঁ, আমি তাই বলছি। প্রমাণ করে দিতে পারব।

আচ্ছা ভেবে দেখব, বলেই লোকটা জংগলের ভেতর প্রবেশ করল। আমি একখানা কম্বল বিছিয়ে শুয়ে রইলাম। লোকটার চাল-চলন দেখে মনে হল সে শান্তিতে নেই। আমার কথায় তার মন উঠছে না। সে জানতে চায়, অথচ যা জেনেছে তা গ্রহণ করতে পারছে না। সেজন্তই সে আমার কাছে বসতে পারছিল না।

সংস্কার বড় বালাই। ছোটবেলা হতে শুনে আসছে নিগ্রোরা মানুষ নয়, এরা এক জাতীয় বানর বিশেষ, আজ কি করে সে ওদের মানুষ বলে স্বীকার করতে পারে? তারপর শিক্ষার বড়ই অভাব। যে সকল পুস্তকে জ্ঞান থাকে দক্ষিণ আফ্রিকার মজুর শ্রেণীর লোক পড়তে রাজি নয়। আমাদের দেশের লোক যেমন প্রথম ভাগ আর দ্বিতীয় ভাগ পড়েই রামায়ণ মহাভারত পড়তে পারে এরাও তদ্রূপ। একটু লেখাপড়া শিখেই নাটক, নভেল এবং দৈনিক পত্র পড়ে তৃপ্ত হয়।

লোকটা যখন ফিরে এল তখন আমি তাকে বললাম "আমার কথা আপনার ভাল লাগবে না। আপনার শিক্ষা অন্য ধরণের। ছোটবেলা হতে আপনি যে-সকল ধারণা মনে পোষণ করে আসছেন তা সহজে পরিত্যাগ করতে পারবেন না। আমার কথা শুনে কতকক্ষণ কি চিন্তা করল তারপর বলল "আজ আমরা এখানেই থাকব, আগামীকল্য সকাল বেলা আপনাকে বড় পথে দিয়ে আসব। আমি তাতে রাজি হলাম এবং নানা গল্পগুজবের ভেতর দিয়ে বৈকাল বেলা পর্যন্ত কাটিয়ে দিলাম। সে আমাকে বারংবার নানারূপ মদ খেতে দিচ্ছিল কিন্তু প্রত্যেকবারই আমি তার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করছিলাম। সন্ধ্যার পূর্বে তাকে বললাম "মদ খাওয়া আমার সহ্য হয় না, সেজন্তই আমি মদ খাই না নতুবা খেতাম। দ্বিতীয় কথা হল আমি পর্যটক। আমাকে অনেক দেশ দেখতে হবে, আমার জীবনের উদ্দেশ্য আছে। উদ্দেশ্যবিহীনরাই মদ খেতে ও শুয়ে

থাকতে ভালবাসে। বলুন ত আপনার জীবনের কোনও উদ্দেশ্য আছে কি না? লোকটা আমার প্রতি অনেকক্ষণ চেয়ে থেকে বলল "কই তেমন কিছু নেই ত। আমি বললাম "এখানেই আমাতে ও আপনাতে পার্থক্য।"

রাত্রে খাওয়ার পর আমরা উভয়েই দু'খানা ক্যাম্পখাটে শুয়ে ছিলাম। লোকটি মুখ ফিরিয়ে বলল "বলুন ত আমার জীবনের কি মুখ্য উদ্দেশ্য হওয়া ভাল হবে?

এখন ভাল কথা বলেছেন। যাদের আপনি মানুষ বলে স্বীকার করেন না, তাদের আপনি মানুষ বলে স্বীকার করে এদেরই নৈতিক এবং আর্থিক উন্নতির চেষ্টা করুন। আজ আমরা যেস্থানে আকাশের নীচে শুয়ে আছি এখানেই একখানা নিগ্রো গ্রাম তৈরী করুন। দেখবেন এতে জীবনে বিমল আনন্দ পাবেন। আর কতদিন উদ্দেশ্যহীন জীবন কাটাবেন?

লোকটার চেতনা এসেছিল, সে বলছিল আমার কথামত কাজ করবে। পরেরদিন যখন সে আমাকে বিদায় দিয়েছিল তখন প্রতিজ্ঞা করল "উপরে আকাশ এবং পায়ের নীচে মাটি এ দু'য়ের নামে শপথ করে বলছি আমি নিগ্রোদের মানুষ বলে মেনে নেব এবং এদের উন্নতি করতে চেষ্টা করব। মানুষের মনে পরিবর্তন আসে দুই রকমে। জ্ঞানে এবং ভাবপ্রবণতায়। লোকটা ছিল ভাবপ্রবণ, সেজন্যই তার পরিবর্তন তাড়াতাড়ি এসেছিল।

লোকটার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে জংলী পথেই রওয়ানা হলাম, জানতাম নিকটেই বড় রাস্তা। বড় রাস্তায় চলতে ভাল লাগছিল না বলে জংলী পথ ধরে অগ্রসর হচ্ছিলাম। পরের দিন সকাল বেলা একটি গ্রামে পৌছি। গ্রামটি আমার ভাল লাগছিল। পরিশ্রম আর

ভাল লাগছিল না। সেজন্য স্থির করছিলাম কয়েক দিন এই নিগ্রো গ্রামে থেকে তাদের আচার ব্যবহার ও রীতি-নীতি ভাল করে দেখে নেব। বাস্তবিক পক্ষে একটি গ্রামে কয়েকদিন না থাকলে সকল বিষয়ে অভিজ্ঞতা অর্জন করা যায় না। নিগ্রোদের প্রত্যেক গ্রামেই আমাদের দেশের মত একজন করে মোড়ল থাকে। কিন্তু মোড়ল কোথায় থাকে ঠিক করতে পারছিলাম না। বিশ্রামার্থ একটি ঘরের বাড়ান্দায় বসলাম। এদিকে জিগার্স (ডুডু) পোকা বড়ই অত্যাচার করে, আমার কিন্তু ডুডু পোকার ভয় ছিল না। নিগ্রোদের সংগে ভালবাসা থাকার জন্য তারাই আমার হাত পা হতে ডুডু পোকা বের করে দিত। তা বলে অনেক্ষণ মাটিতে বসা অন্যায় হবে ভেবে উঠে দাঁড়ালাম এবং গ্রামে ক'খানা ঘর আছে গণনা করলাম। হিসেব করে দেখলাম গ্রামে একুশখানা ঘর। একজন নিগ্রোকে জিজ্ঞাসা করলাম "এই তোদের গ্রামে ক'খানা ঘর?" নিগ্রো বলল "One & twenty only, bana." এর মানে হল এককুড়ি একখানা ঘর। লোকটি ভাল ইংরাজী বলছে অথচ গুণবার সময় একুশ না বলে এককুড়ি এক বল্‌ল। আমাদের দেশের গ্রাম্য লোকের কথা মনে পড়ল। আমাদের গ্রামেও অশিক্ষিতরা এককুড়ি একই বলে। কুড়ি কুড়ি করে গণতি করে পূর্বে পৃথিবীর সর্বত্রই প্রচলিত ছিল। মানুষের জ্ঞানের প্রসারণের সংগে অঙ্ক বিদ্যাও উন্নতি হতে থাকে।

ভারতবর্ষের সর্বত্র পঞ্চায়েত মহাশয়গণের বাড়ী বেশ সুন্দর এবং যারাই পঞ্চায়েতের কর্ণধার হন তাদের বেশ ভাল অবস্থাই থাকে। ভারতীয় প্রথামতে গ্রামের হেড্‌ম্যানের ঘরটা খোঁজার ভার নিজের চোখের উপর দিয়েছিলাম। চোখ কিন্তু কোনমতেই মোড়লের ঘর খুঁজে বের করতে পারল না, অবশেষে জিহ্বার সাহায্য নিলাম এবং

পূর্বের নিগ্রোটিকে জিজ্ঞাসা করে হেড্‌ম্যানের ঘরে গেলাম। হেড্‌ম্যান তখন বাড়ীতে ছিল না। তার ঘরের দরজা বন্ধ ছিল। আমাদের দেশে ঘর বন্ধ করে যাবার সময় তালা লাগা‌ে ভুলি না। নিগ্রোদের দরজায় তালা দেওয়া হয় না। দরজা সাধারণত বাঁশের তৈরী থাকে। যে-কোন ঘরেরই দরজা বন্ধ থাকুক সে-ঘরে পারতপক্ষে কেউ প্রবেশ করে না। মোড়লের ঘরের দরজায় বসে থাকার চেয়ে যে নিগ্রোটি হেড্‌ম্যানের ঘর দেখিয়েছিল তার ঘরে চলে যাওয়াই ভাল মনে করে নিগ্রোটির হাতে এক শিলিং দিয়ে বললাম, চল তোমার ঘরে যাই এবং সেখানে গিয়েই বিশ্রাম করি। আমার কথা শুনে নিগ্রোটি ইতস্তত করছিল দেখে জিজ্ঞাসা করলাম, "কি হয়েছে?" নিগ্রো বললে, "বুঝতে পারছি না শিলিংটি দিয়ে কি করতে হবে।" ও-হো, সেই কথা, চল তোমার ঘরে যাই। সেখানে গিয়ে শিলিং দিয়ে কি করতে হবে বলে দেব। নিগ্রো মাথা নত করে আমার সংগে চলল।

হেড্‌ম্যানের ঘর হতে নিগ্রো লোকটির ঘরে এসে আরও একটি শিলিং দিয়ে বললাম, দোকান হতে ডাল, রুটি, বিস্কুট নিয়ে এস। দুই শিলিং একসংগে পেয়ে নিগ্রোর আনন্দ হল। সে তার পরিচয় দিল এবং বলল, তার নাম কটে। কটে সওদা কিনতে বের হয়ে গেল। কটের স্ত্রীও লাকড়ির সন্ধানে বের হল। কটে ফিরে আসার পর তাকে বললাম, "তোমার স্ত্রী তোমার সংগে সংগেই বেরিয়ে গেছে, সে কি লাকড়ি আনতে গেল।" কটে বলল, শুধু লাকড়ি আনতে নয়। ভুট্টার আটাও আনবে। পথে তার সংগে দেখা হয়েছিল, আমি পুনরায় তাকে স্মরণ করিয়ে দিলাম ভুট্টার আটা আমি খাব না, আমার জন্য ভাত রান্না করতে হবে। সেজন্য আমি পুনরায় চাল, ডাল, লঙ্কা, নূন, মাখন এবং মাছের টিন আনতে শিলিং দিলাম। এদিকে ছেলে তিনটিকে বিস্কুট

দেওয়ায় তারা সুখী হয়ে আনন্দে নাচতে আরম্ভ করল, পরে বিস্কুট-খাওয়ায় মন দিল।

তিনটি ছেলে বিস্কুট খাচ্ছে দেখে পাড়ার অন্যান্য ছেলেমেয়েরা বিস্কুটের জন্য বায়না ধরল না বটে কিন্তু তাদের চাহনীতেই বুঝতে পেরেছিলাম তারাও বিস্কুট চায়।

কটেকে যখন প্রথম একটি শিলিং দিয়েছিলাম তখন সে কিছুই বুঝতে পারছে না বলে ভাণ করছিল, দ্বিতীয় শিলিং হাতে পেয়ে সুখী হয়েছিল; তার কারণ খুঁজতেছিলাম। কারণ খুঁজে না পেয়ে অবশেষে কটেকেই জিজ্ঞাসা করলাম। কটে পরিষ্কার ভাবে বলল, একত্রে এক-শিলিং কেউ তাদের দেয় না। যখনই কেউ দেয়, মনে করতে হবে এই দেওয়ার পেছনে মস্তবড় একটা মতলব আছে। যখন সে বুঝল আমার শিলিং দেওয়ার পেছনে কোন বদ মতলব নাই তখন সে সুখী হতে পেরেছিল।

আমরা যখন চা খাচ্ছিলাম তখন কটের স্ত্রী ফিরে আসল। স্ত্রীকে দেখা মাত্র কটে এমন একটি ভাব দেখাল যেন সে আমাকে তার ঘরে ডেকে এনে মহা অন্যায় করেছে। কটের স্ত্রী আমাকে দেখে রাগ করল না। তার তিনটি শিশুকে আমার কাছে বসা দেখে সুখী হল। সকলের বড়টির পিতা অন্য আর একজন নিগ্রো। তাকে নাকি কটে কখনও দেখে নাই। দ্বিতীয় স্বামীকে কটের স্ত্রী তারই সামনে বিদায় করে দিয়ে তাকে রেখেছে। কটের স্ত্রী কখন তাকে বিদায় করে এই ভয়েই সে অস্থির থাকে। কটের দুরবস্থা দেখে কটেকে বললাম, তোমার স্ত্রীকে চা দাও তবেই তুমি সমস্ত বিপদ হতে রেহাই পাবে। কটে তৎক্ষণাৎ নিজের মাটির হাড়ীটা তাড়াতাড়ি শেষ করে স্ত্রীর জন্য চা ঢেলে দিল। স্ত্রী লিপটন চা বোধহয় কখনও খায় নাই। সেজন্য চা একটু খেয়েই উঠে

দাঁড়াল এবং লাফ দিয়ে নেচে চক্কর দিল। তারপর আবার চা খেতে লাগল, এটাই হল এদের প্রশংসা করার একমাত্র উপায়। চা খাওয়া হয়ে গেলে কটের দিকে তাকিয়ে বললাম, "এখন শোন কটে, তুমি দুধ, চিনি এবং কাফি নিয়ে আসবে। এক শিলিংএর সিগারেটও আনবে। সিগারেট রডেসিয়ার হওয়া চাই। তোমাদের গ্রাম্য দোকান কোথায় ?

কটে একটু চিন্তা করে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে বলল, অতি কাছেই বানা, যেতে আসতে দশ মিনিট এবং সওদা কিনতে পাঁচ মিনিট।"

কটে চলে গেলে ঘরের একদিক কতকগুলি খড়ের সাহায্যে পরিষ্কার করে তাতেই বিছানা বিছিয়ে ফেললাম। সঙ্গের মগ্ জলের কেতলী এবং অন্যান্য দরকারী জিনিস একত্র করে রেখে দিয়ে ডায়েরী লিখতে আরম্ভ করলাম। ডায়েরী অনেকদিন লেখা হয় নাই সেজন্য বেশ মাথা ঘামাতে হল। সর্বপ্রথম চিন্তা করে বের করতে হল সেদিন কি বার ছিল, তারপর তারিখ। ডায়েরী লেখা হলে নিগ্রোর ঘরের মধ্যে কি কি আছে এবং ঘরের অবয়ব কি রকমের তাই লক্ষ্য করলাম। কটের ঘর একটি গোল মঠ বিশেগ। ঘরের উপরের দিকটা মাটির দেওয়াল, উপরে খড়ের ছাউনি, বেশ সুন্দর ভাবে উঠেছে। যেন একটি শিব মন্দির। শিব মন্দিরের ভিটি বা চত্তর থাকে, এই লোকটির ঘরে শুধু তাহাই ছিল না। সামনের পথের সঙ্গে সমতা বজায় রেখেছিল।

রান্নার একটি বড় মাটির হাড়ী ও জলের কলসী। কলসীর কানা নাই, নতুবা আমাদের দেশের মাটির কলসীর মতই। আর একটি ছোট্ট হাড়ী। তারই পাশে একখানা ছোট কাঠের হাতা। হাতাটি বেশ বড় এবং বেশ শক্ত কাঠ দিয়ে গড়া। জল খাবার জন্য ছোট্ট একটা গিল্টী করা জাপানী গ্লাস। এর পাশেই তিনটি বড় পাথর। তিনটা পাথরই

উনুনের কাজে ব্যবহৃত হয়। ঘরের চালাতে একটা রশি বাঁধা ছিল। তাতে দুটা ময়লা হাফপ্যাণ্ট, একটা লম্বা সার্ট, আর একখানা নিগ্রো শাড়ী ঝুলছিল। শাড়ীখানা তিন হাত লম্বা এবং দেড় হাত চওড়া। নিগ্রো রমণীরা অনেক সময়ই তাই কোমড়ে বাঁধে। যারা ইউরোপীয় ধরণে গাউন পরে তারা এসব শাড়ী রুমালের মত মাথায় জড়িয়ে রাখে। ঘরের ভেতরের সকল জিনিস দেখে তারপর ছেলেমেয়েদের দেখলাম তারা বাইরে বসে আছে। বাহির হতে মাছি এসে এদের হাতের উপর বসছে। মাছির দংশন তিনটি ছেলে অম্লানবদনে সহ্য করছে। আমি তাদের পাশে দাঁড়িয়ে দেখতে ছিলাম এরা কতক্ষণ মাছির অত্যাচার সহ্য করতে পারে। ক্রমে ক্রমে ছেলে তিনটি মাটিতে শুয়ে পড়ল এবং গভীর নিদ্রায় নিদ্রিত হল। এদের অবস্থা দেখে মনে হল মাছির দংশন কেন, যে-কোন হুল ফুটানো যন্ত্রণাদায়ক মক্ষিকার দংশন পর্যন্ত এরা সহ্য করতে পারবে। কটের তিনটি শিশুই প্রায় মর মর অবস্থায় পৌঁছে ছিল। তাদের শরীরে রক্ত ছিল না, কি রোগ হয়েছে কেউ জানবার চেষ্টা করছিল না। মরলে মরল এই ধরণাই কটের স্ত্রী পোষন করে।

পাড়াগাঁয়ের নিগ্রোরা এখনও বেশি কাপড় ব্যবহার করা পছন্দ করে না। পুরুষরা নেংটা থাকতেই ভালবাসে। বর্তমানে পাড়াগায়ের নিগ্রোদের কিছুটা সভ্যতা প্রবেশ করেছে সেজন্য স্ত্রী-পুরুষ সকলেই ঘরে এসে নেংটী ব্যবহার করে। প্রত্যেকের কোমড়ে একটি করে সূতার রশি বাঁধা থাকে। সেই রশির সাহায্যেই নেংটির ব্যবহার হয়। আমাদের দেশেও নেংটির ব্যবহার আছে, কিন্তু এখন প্রায় লোপ পেতে বসেছে।

বিকালের দিকে পরিবার শুদ্ধ সকলে নিকটস্থ ছোট নদীতে স্নানের জন্য বের হল। আমিও সংগে চললাম। নদী-তীরে গিয়ে দেখি

অনেকেই স্নান করতে আসছে। সকলেই উলঙ্গ হয়ে ঝুপঝাপ করে নদীতে ঝাঁপ দিচ্ছে। ছেলেমেয়েদের স্নান করতে কত না আনন্দ। আমি কিন্তু স্নানের দিকে তত আগ্রহ দেখালাম না। আমার যথাসর্বস্ব ঘরে রয়েছিল, অথচ ঘর হতে আসার সময় দরজা বন্ধ করে আসা হয়নি। কটেকে চিৎকার করে বললাম, "এই দরজা বন্ধ করে আসিস নাই, যদি অন্য কেউ সব নিয়ে চলে যায় তবে মহাবিপদে পড়তে হবে।" জল থেকেই কটে উত্তর দিল, "কুছ্ পরওয়া নেই, সব ঠিক থাকবে। মন যদিও চঞ্চল ছিল তবুও স্নানে নামতে হল। দুটা ডুব দিয়ে আর বসে থাকলাম না, সোজা গ্রামে চলে এলাম।

গ্রামে এসে দেখি, কতকগুলি লোক কাজ হতে ফিরে এসেছে এবং অনেকেই আমার সাইকেল দেখছে। কাছেই সিগারেটের বাক্স ছিল কেউ তাতে হাত দেয় নাই। আমাকে দেখা মাত্র জনতা আপন আপন বাড়ীতে চলে গেল। আমিও নিশ্চিন্ত মনে বস্ত্র পরিবর্তন করলাম।

চারটার পূর্বেই আমাদের খাওয়া শেষ হয়ে গিয়েছিল। কটের স্ত্রী তাদের জন্য ভুট্টার ছাতুর লেই তৈরী করেছিল। লবণ, মাংস এবং সব্জী সবই লেইয়ের মধ্যে দিয়েছিল। আমার জন্য পৃথক রান্না হয়েছিল। এদের লেই খেয়ে আমি কোনদিনই তৃপ্তি পাইনি, সেজন্য আজও তাদের লেই খেলাম না।

খাবার পর যখন আমি একটা বই পড়ছিলাম তখন কটে বলল যে, তার স্ত্রীর শরীর বড়ই দুর্বল। কটের স্ত্রীকে দেখে কিন্তু দুর্বল বলে মনে হচ্ছিল না। সে বলল তাদের দুর্বলতা মুখে প্রকাশ পায় না, পিঠে প্রকাশ পায়। লক্ষ্য করে দেখলাম কটের স্ত্রীর ডানার হাড় দুখানা ভেসে উঠেছে এবং পিঠ একেবারে শুকিয়ে গেছে। তার স্ত্রীর অবস্থা দেখে মনে হল সে ঠিকই দুর্বল হয়েছে কিন্তু মুখ দেখে সেরূপ কিছুই

মনে হল না। কটেকে বললাম, তোমার স্ত্রীর শরীর কি করে ভাল হবে আমি বলতে পারব না। আমি ডাক্তার নই, মিশনারী ডাক্তার যখন আসেন তখন তার কাছ থেকে ঔষধ নিতে পার। কটে বড় দুঃখ করে বলল, যতদিন সে খৃষ্টান হয় নাই ততদিন তাকে মিশনারী ডাক্তার অনেক কিছু দিয়েছেন। যখন থেকে খৃষ্টান হয়েছে তখন থেকে সকল সাহায্য বন্ধ হয়ে গেছে। কথাটা কিন্তু আমার বিশ্বাস হল না, সেজন্য শুক্রবারে মিশনারী ডাক্তার আসার পরই কটের স্ত্রীকে পরীক্ষা করতে বললাম। মিশনারী ডাক্তার আমাকে দেখে অবাক হলেন কিন্তু পরিচয় পেয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে কটের স্ত্রীকে ঔষধ দিয়ে খাদ্যের ব্যবস্থা করলেন। কটের স্ত্রীর জন্য ঔষধ এবং পথ্যের কেন ব্যবস্থা করেছিলেন বেশ ভাল করেই বুঝতে পেরেছিলাম। আমি না থাকলে কটের স্ত্রী কিছুই পেত না। আরও অনেক অসুস্থ নারী আমার চোখে পরছিল, তাদের জন্য কিন্তু সেরূপ কিছুই করেন নাই।

বিকেল বেলা গ্রামের যুবক যুবতীরা গ্রাম থেকে একটু দূরে গিয়ে নাচতে আরম্ভ করল। তাদের নাচ দেখার জন্য আমি এবং কটে উপস্থিত ছিলাম। তাদের নৃত্যের সংগে অনেক ভারতীয় নৃত্যের সম্বন্ধ রয়েছে। বাস্তবিকপক্ষে তাদের নৃত্য দেখে সুখী হয়েছিলাম। অতি পুরাতনের সংগে ভারতীয় নৃত্যের যে সম্বন্ধ রয়েছে সেই ভাবটিই নিগ্রোদের নৃত্যে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল। অবশ্য ইউরোপীয়ানরা অনেকেই নিগ্রো নৃত্য দেখে মুখ ফিরিয়ে চলে যায়। কিন্তু নিগ্রো নৃত্যে যতটুকু পবিত্রতা আছে ইউরোপীয়ান নৃত্যে ততটুকু পবিত্রতা আছে বলে মনে হয় না। নিগ্রোদের অনেক মানসিক বৃত্তি এখনও সুপ্ত, আর ইউরোপীয়ানদের মানসিক বৃত্তিগুলি পরিস্ফুট সেজন্যই তাদের মুখ ফিরিয়ে রাখতে হয়।

সন্ধ্যার পূর্বেই নাচ-গানের হল্লা শেষ হল, আমরাও ঘরে ফিরে এলাম। কটের স্ত্রী আমাদের ঘরে পৌছার পূর্বেই ঘরের মধ্যস্থলে আগুন জ্বালিয়েছিল এবং ছাই দিয়ে মেজে-ঘসে ঘর পরিষ্কার করে রেখেছিল। আমরা ঘরে গিয়ে ঘরের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ করে দিলাম। ঘরের ভেতর ধোঁয়া রাশিকৃত হল এবং আমার চোখ দিয়ে অনবরত জল পড়তে লাগল। এরূপ করে ধোঁয়ার ভেতর শুয়ে থাকা অভ্যাস না থাকায় ঘর হতে বাহিরে এসে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হল। যখন ঘর ধোঁয়া একেবারে নিশ্বেস হতে চলছিল তখন ঘরে গিয়ে দেখি সবাই মরার মত শুয়ে আছে। আমিও তাদের পাশে শুয়ে থাকতে বাধ্য হয়েছিলাম। এরূপ সুখ দুঃখের ভেতর দিয়ে আমার একদিনের ভ্রমণ সমাপ্ত হয়েছিল।

পরিত্যক্ত বাস্তু

আর একশত মাইল গেলেই আরম্ভ হবে দক্ষিণ আফ্রিকা। যতই এগিয়ে যাচ্ছিলাম ততই মনে হচ্ছিল এ সব জংগল নয় পতিত জমি। পতিত জমি অনেক দিন অনাবাদী থাকার জন্য জংগলে পরিণত হয়েছে মাইল দশেক যাবার পর পথেই পেলাম মস্ত বড় একটা বাড়ী। বাড়ীটার গঠণ অবিকল কলেজ স্কোয়ারের দ্বার ভাংগা বিল্ডিংএর মত। সামনে প্রকাণ্ড চত্তরে কয়েকটি গাভী চরে বেড়াচ্ছিল। স্তম্ভগুলির পাশে দুটি নিগ্রো ছেলে খেলা করছিল। আমাকে দেখা মাত্র ছেলে দুইটি পালিয়ে গেল। কতকক্ষণ পরই একজন বুয়র বন্দুক হাতে করে আমার সামনে দাঁড়াল। তার মুখ দেখেই মনে হল লোকটা খুন করতে পারে সেজন্য বিনয় করে বললাম, "হে দয়ালু ব্যক্তি আপনার দয়ার উপর আমার প্রাণ নির্ভর করছে। কাছেই একটা সিংহ হাঁ করে বসে আছে। আপনার এখান থেকে যদি তাড়িয়ে দেন তবে আমাকে সিংহের পেটে যেতে হবে।"

তাই নাকি চলত সিংহটা কোথায় দেখে আসি এই বলেই লোকটা আমাকে নিয়ে পথে এল। পথের উপর দিয়ে তখন কতকগুলি খরগোস চলে যাচ্ছিল। খরগোসগুলিকে দেখিয়ে বললাম—ঐ দেখুন সিংহের বাচ্চাগুলি কেমন কট্‌মট্ করে আমার দিকে তাকাচ্ছে।

লোকটা তখন অনেকক্ষণ হাসল তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বলল তবে মশিয়ে (মহাশয়) বিদেশী ?

হাঁ মশাই "আমি সাইকেল করে দেশ বিদেশ ভ্রমণ করি।

বিয়ে হয়েছে ?

না।

আসুন আসুন, আপনার কাছ থেকে অনেক মজাদার সংবাদ শুনব। দয়া করে খরগোসকে সিংহের বাচ্চা বলে আমাকে বিপদে ফেলবেন না এবং বিভ্রান্ত করবেন না।

বাড়ীটার ভেতর যখন প্রবেশ করছিলাম তখন ইউরোপীয়ান লোকটি আমাকে জিজ্ঞাসা করল "বাড়ীটা দেখে কিরূপ মনে হচ্ছে ?"

পূর্বকালের কোনও ফিউডেল চীফের বাড়ী বলেই মনে হয়।

আমার কথা শুনে লোকটা ফিরে দাঁড়াল। কতক্ষণ আমার দিকে চেয়ে রইল তারপর এগিয়ে চলল। তার গোঁফ দাড়ি কামানো ছিল না বলে আরও বিভৎস দেখাচ্ছিল। জুতা হতে দুর্গন্ধ বের হচ্ছিল, মোজা ছেড়া ছিল। চুল অনেকদিন হয় কাটেনি বলে মাথাটা বদখত দেখাচ্ছিল। চোখ দুটা ধূসর বর্ণের ছিল। যতই তার সংগে এগিয়ে চলছিলাম ততই মনে হচ্ছিল লোকটা নিশ্চয়ই খুনী, নতুবা এই জংগলে পরিত্যক্ত বাড়ীতে আশ্রয় নেবার কোনও দরকার ছিল না।

বাড়ীটার ভেতরও স্থানে স্থানে আগাছা গজিয়ে ছিল। কতকক্ষণ যাবার পর আমরা একটি ঘরের সামনে আসলাম। ঘরের সামনে কয়েকখানা চেয়ার বিক্ষিপ্ত অবস্থায় ছিল। ঘরটার দরজা খুলাই ছিল। ভেতরের দিকে চেয়ে দেখলাম অনেকগুলি বই ছড়িয়ে রয়েছে। লিখবার কালি কলমও আছে। পাশেই মস্ত বড় একটা ঘণ্টা। লোকটা ঘরে গিয়েই ঘণ্টা বাজাল। কয়েক মিনিটের মধ্যেই একটি নিগ্রো রমণী এল

এবং ডাচ্ ভাষায় কথা বলল। বুঝলাম কিছু খাদ্য আনতে বলেছে। তখনও সে আমাকে বসতে বলে নাই, ভদ্রতা বজায় রাখার জন্য আমিও দাঁড়িয়েই ছিলাম। কতকক্ষণ পর ভ্যাণ্ডারের চেতনা হল ; বললে বসুন। Please sit down. ঘরের বাইরের একটা চেয়ারে বসলাম। ভেতরকার চেয়ারগুলি ব্যবহারের উপযুক্ত ছিল না। ইতি মধ্যে নিগ্রো রমণী আমার জন্য খাবার নিয়ে এসেছিল।

খাবারের থালা দেখে বুদ্ধি লুপ্ত হয়েছিল। এরূপ খাদ্য জীবনে কখনও দেখি নাই। কম পক্ষে এক সের ওজনের এক টুকরা মাংস, একটা রুটি, পোয়া খানেক মাখন ও এক বোতল দক্ষিণ আফ্রিকার আঙ্গুরের মদ। মদ খেতাম না বলে বোতলটা সর্ব প্রথমই ফেরৎ দেই তারপর খেতে আরম্ভ করি। আমি যখন খাচ্ছিলাম তখন ভ্যানডার আমার কাছে বসল এবং বললে "বুয়োর যুদ্ধে আমাদের পরিবারের সব মরেছে, শুধু আমিই বেঁচে আছি। এখান থেকে একশত মাইলের মধ্যে ভয়ানক যুদ্ধ হয়েছিল। কেনেডিয়ান্ এবং গুপ্ত পাঞ্জাবী সেপাই মিলে বুয়রদের প্রাপ্ত বয়স্ক যুবক হতে আরম্ভ করে বৃদ্ধ পর্য্যন্ত কাউকে ছাড়েনি। বুয়র যুদ্ধ প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দি পূর্বে হয়ে গেছে এখনও কিন্তু আমরা আমাদের সেই শৌর্য্য বীর্য্য ফিরে পায়নি। এই যে বিস্তীর্ণ এলাকা দেখছেন তা আমরই সম্পত্তি। আমি মরলেই এই সম্পত্তি সরকার কর্ত্তৃক বাজেয়াপ্ত হবে। আমার কয়টি নিগ্রো প্রজা আছে। তাদের আমি স্বাধীনতা দিয়েছি। তারা এই বাড়ীতেই থাকে। এখন তারা ভুট্টার ক্ষেতে কাজ করতে গেছে। সন্ধ্যার পূর্বেই ফিরে আসবে। এখন আপনাকে যে খাদ্য দেওয়া হয়েছে তা নিগ্রোদের খাদ্য। বিকালে আমার সংগে খাবেন।

আমাকে যে খাদ্য দেওয়া হয়েছিল তার সামান্য খেয়ে বিশ্রমার্থ নিকটস্থ কক্ষে গেলাম। সেখানে অনেকগুলি বিছানা ছিল। বিছানাগুলি

দেখেই মনে হল এসব বিছানায় নিগ্রোরা শোয়ে। বিছানাগুলি ছিল বেশ পরিষ্কার সেজন্য শোয়ে থাকতে ঘৃণা হল না। কতকক্ষণ বিশ্রামের পরই ভ্যানডার আমাকে ডাকলে এবং আমরা উভয়ে মিলে বাড়ীটার ভেতরই একটি ছোট্ট বাগানে বসলাম। সর্ব প্রথমই জন্‌ভ্যানডার আমার পরিচয় জানতে চাইলে। আমার পরিচয় পেয়ে ভ্যানডার একটু দুঃখিত হল। লোকটি কিন্তু উচিত বক্তা। কথা প্রসঙ্গে আমাকে বললে "বুয়র যুদ্ধের পূর্বে যে সকল গুজরাতী মুসলমান দক্ষিণ আফ্রিকাতে বসবাস করছিল তারা প্রকৃত পক্ষেই জেনারেল ক্রুগারকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলছিল। জেনারেল ক্রুগারের কাছে তাদের পঞ্চাশ হাজার টুকরা সোনা পাওনা ছিল। সেই সোনা অসময়ে তারা চেয়ে বসে। জেনারেল ক্রুগার ভারতবাসীকে বুয়রদের সম-অধিকার দিতে চেয়ে ছিলেন এই সোনার বিনিময়ে কিন্তু ভারতবাসী রাজী হয় নাই। রাগ করে জেনারেল ক্রুগার ভারতবাসীর সোনা ফিরিয়ে দেন এবং জেনারেল ক্রনজি এবং জেনারেল স্মাটকে বলেন "মনে রাখবেন জেনারেলগণ অসময়ে ইণ্ডিয়ানরা আমাদের প্রতারিত করল, সেজন্য এদের শাস্তি দিতে হবে। এরা প্রকৃত পক্ষেই অবুঝ লোক, যদি কোন দিন আমাদের সময় আসে তবে আমরা এদের নাগরিক অধিকার কেড়ে নেব এবং নিগ্রোদের মতই এদের প্রতি ব্যবহার করব। আপনি সে দেশেরই লোক। আপনার সংগে মন খুলে কথা বলতেও ভয় করে। যদিও আমরা বৃটিশের সংগে লড়াই করে ডমিনিয়ন ষ্টেটাশ পেয়েছি তবুও আমরা এখনও বৃটিশের প্রাধান্য হতে রেহাই পান নাই। আমাদের দেশের খনি হতে সোনা উঠায় বৃটিশ। সেই সোনার দর নির্দ্ধারণ করে বৃটিশ ব্যবসায়ী। এর পরেও যদি আমাদের কেউ স্বাধীন রাষ্ট্র বলে স্বীকার করে তবে তারা মূর্খ বই আর কিছুই নয়। আমরা হয়ত বৃটিশকে এদেশ হতে তাড়িয়ে দিতে পারতাম, কিন্তু ভারতীয়

সেপাই আমাদের বেশ ক্ষতি করেছে। সে কথা আমরা কখনও ভুলতে পারব না। এখনও আমাদের দেশে অনেক ভারতীয় সেপাই আছে তারা অনেকেই এখন বৃদ্ধ কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকা এবং রডেসিয়ার অলিখিত আইন মতে বৃদ্ধ বয়সের পেনশন্ এদের দেওয়া হয় না। ভোটের অধিকার তাদের নেই। এদের পক্ষে শাস্তি উপযুক্তই হয়েছে। আপনি যখন দেশে ফিরে যাবেন তখন আমার বলা অলিখিত ইতিহাস আপনার দেশবাসীকে শুনাবেন। আজ আপনি এখানে আরামে থাকুন, কাল কিন্তু আপনি আমার অতিথি নন একথাটা মনে রেখে সকাল সকালই স্থান ত্যাগ করবেন।

রাত্রে ঘুম হল না। চারটার সময় ঘুম হতে উঠে একটুকরা কাগজে ভ্যান্ডারকে লিখে ধন্যবাদ জানিয়ে যখন পথে এলাম তখন মনে হল এক বন্যজীবের হাত হতে রেহাই পেয়ে অন্য বন্যজীবের খপ্পরে না পরলেই রক্ষা। সুখের বিষয় এত সকালেও কোন বন্যজীবের দেখা পাইনি। কিন্তু একটা গাছের নীচ দিয়ে যখন যাচ্ছিলাম তখন গাছের উপর আগুন দেখে বেশ ভয় হচ্ছিল। তারপরই মনে হল গ্যাসের কথা। অনেকে আলেয়া দেখে অজ্ঞান হয়। আমারও সে অবস্থা হবার উপক্রম হয়েছিল। কিন্তু যখনই মনে হল ঢিল ছুড়লেই আলেয়ার লোপ হয় তখন সময় ক্ষেপন না করে একটি পাথর কুড়িয়ে আলেয়ার দিকে ছুড়ে মারলাম। আলেয়ার লোপ হল কিন্তু মনের ভয় গেল না। সিগারেট ধরালাম এবং ধীরে ধীরে বাইসিকেল চালিয়ে এগিয়ে চললাম। সূর্য উঠার সংগে সংগে সব ভয় চলে গেল। ন্যাসনেলিজমের নগ্ন রূপ চোখের সামনে এসে দেখা দিল। অতবড় ঘৃণা এখনও দক্ষিণ আফ্রিকার বৃদ্ধরা মনে রেখেছে। তারা একটুও বুঝতে চেষ্টা করেনি ভারতবর্ষ তখন ছিল পরাধীনতার অন্ধকারে নিমজ্জিত। স্বাধীনতার সামান্য একটু গন্ধ পাবার

জন্য, সামান্য একটু লাভের খাতিরে ভারতবাসী তখন যা ইচ্ছা তাই করতে রাজি হত। আজ যদি ভারতবাসী সেরূপ কোন অন্যায় করে তা হবে অসহনীয়।

দক্ষিণ আফ্রিকার স্বাধীনতা সংগ্রামের বিরুদ্ধে যোগ দিয়েছিল ক্যানেডিয়ান, অষ্ট্রেলয়ান, নিউজিল্যাণ্ডার্স, কই তাদের বিরুদ্ধে বুয়রগণ ঘৃণা পোষণ করেন না কেন? ঘৃণা পোষণ না করবার কারণ আছে। তারা হল বুয়রদের সমশ্রেণীর লোক। আর আমরা হলাম মিশ্রজাত। শ্বেতকায়দের সমশ্রেণীর লোক নই। আমাদের আচার ব্যবহার অন্য রকমের, সেজন্যই বুয়রগণ এখনও বুয়র যুদ্ধের কথা মনে রেখেছে।

সেদিন দুপুর বেলায় যখন আমি কোন গ্রাম পেলাম না তখন মানচিত্র খুলে পথের পাশে বসে পড়লাম। দেখতে পেলাম আর পচাত্তর মাইল গেলেই রডেসিয়ার সীমা শেষ হবে। পচাত্তর মাইল চলা বিশেষ কঠিন কাজ নয় ভেবে মনে বেশ আনন্দ হল। এগিয়ে চললাম। এক এক করে মাইল গুণে যখন দেখলাম প্রায় পনর মাইল চলে এসেছি তখন আমার প্রাণে নবচেতনার উদ্রেক হল। পথের পাশেই রাত কাটাতে হবে ঠিক করে বিশ্রামের স্থান ঠিক করবার জন্য একটু পায়চারী করছিলাম। ইত্যবসরে একটি ছোট্ট নিগ্রোর সংগে দেখা হয়। লোকটিকে বামন বলেই মনে হল। তার সংগে আরও দুটি লোক ছিল। আমাকে পেয়ে তাদের কত আনন্দ। তাদের সিগারেট দেওয়ায় তারা আরও খুসী হল। তারা ছিল একেবারে উলঙ্গ। তাদের হাতে ছিল তীর-ধনু। তীরধনুগুলি খুবই ছোট।

বিকাল চারটার পূর্বেই শুইবার স্থান করে নিলাম। তিনটি নিগ্রো আমার কাছে বসল। তাদের প্রকৃতি ছিল চঞ্চল, গাছের পাতা নড়লেই কেঁপে উঠে। কথা বলা ত দূরের কথা ইঙ্গিতও ভাল করে বুঝতে

পারে না। তাদের জল আনতে বললাম। জল যে কি পদার্থ তাদের বুঝাতে পারলাম না। অবশেষে ওয়াটার বোতল থেকে জল বের করে দেখালাম। তখন তারা জল কাকে বলে জানল এবং আমাকে নিয়ে নিকটস্থ একটি নালাতে গেল। জলের কাছে গেল কিন্তু জলে নামল না। পশুর মতই জল খেল। আমাকে আবার পথের কাছে পৌঁছিয়ে দিয়েই চলে যেতে চাইল। আমি তাতে রাজি হলাম না। যেখানে থাকব বলে ঠিক করেছিলাম সেখান পর্যন্ত যেতে বললাম। সিগারেট দেব লোভ দেখালাম, কিন্তু কোনমতেই তারা এল না। তারা চলে গেলে মনে হল বোধহয় ওয়া ব্যসম্যান। পরে জেনেছিলাম এ অঞ্চলে ব্যসম্যানরা যাওয়া আসা করে।

রাত বেশ আরামেই কাটল। পরের দিন সকাল বেলা নবোদ্যমে পথে বের হলাম। ষাট মাইল পথ যেতে হবে। উঁচু-নীচু পথের জন্য একটুও দুঃখিত হলাম না। যতই পথ এগিয়ে যেতে লাগলাম ততই নূতনের গন্ধ পাচ্ছিলাম। কতক্ষণ চলার পর পেলাম একটা পেট্রল পাম্প। সেখানে ছিল কয়েকজন নিগ্রো আর একজন ইউরোপীয়ান। ইচ্ছা করলেই এখানে থাকতে পারতাম কিন্তু থাকলাম না। বেটব্রিজ যেন আমাকে টেনে নিয়ে চলছিল। লক্ষ্য করছিলাম ক্রমেই ভূমি উঁচু হয়ে উঠেছে। পাহার নেই, পর্বত নেই অথচ ভূমি উঁচু। এতেও দুঃখ হল না। চল্লিশ মাইল চলার পর আর অগ্রসর হতে ইচ্ছা হচ্ছিল না। শরীরের বল হারিয়ে ফেলছিলাম। সঙ্গে খাদ্য ছিল না। কি করতে হবে তা ভেবে পাচ্ছিলাম না। ঠিক এই সময় একজন পাদ্রীর সংগে দেখা হল। তাঁর সংগে অন্য শ্বেতকায় ছিল বলে তিনি আমাকে সংগে নিতে পারলেন না। কিন্তু রুটি, জল এবং এক প্যাকেট সিগারেট বিনামূল্যে দিতে ভোলেন নাই। চলে যাবার সময় বললেন "ব্যাটব্রিজে

আমার বাড়ীতে থাকবেন। সেখানে বর্ণ-বৈষম্য নেই।" পাদ্রীর কথায় আশ্বস্ত হয়েছিলাম।

পরদিন সকাল বেলা যখন রওয়ানা হলাম তখন মনে বেশ আমার পাচ্ছিলাম। কুড়ি মাইল পথ দ্বিপ্রহের পূর্বেই শেষ করলাম। সাধের ব্যাটব্রিজে পৌছলাম। ব্যাটব্রিজের ওপারে অর্থাৎ রডেসিয়ার দিকে মাত্র কয়েকখানা দোকান। দোকানগুলি প্রশস্থ এবং পাকাবাড়ী। একখানা হোটেলও আছে। হোটেলে ইণ্ডিয়ানদের প্রবেশ নিষেধ। কাষ্টমস্ হাউস দোকান ঘরগুলির পাশেই। অনেকদিন পর সভ্যতার সন্ধান পেয়ে বড়ই আনন্দিত হলাম। সর্বপ্রথমই দক্ষিণ আফ্রিকার জোহান্সবার্গ হতে প্রকাশিত রেণ্ড ইভিনিং নিউজ কিনলাম। সেখানে মস্কো নিউজ প্রকাশ্যে বিক্রি হতে দেখে একখানা মস্কো নিউজও নিলাম। তারপর গেলাম নিগ্রো গ্রামে। নিগ্রো গ্রামটা একেবারে অপরিষ্কার। বিভিন্ন দেশের নিগ্রোরা এখানে বাস করে। গ্রামের উন্নতির চেষ্টা কেউ করে না। নিগ্রো গ্রাম দেখে পাদ্রীর বাড়ীর খোঁজে বের হলাম। পাদ্রীর বাড়ী কাছেই ছিল, কিন্তু আমার ধারণা হচ্ছিল না এটা কি করে একজন পাদ্রীর বাড়ী হতে পারে।

মস্তবড় একতলা বাড়ী। তাতে অনেকগুলি কোঠা। বাড়ীর সামনে মস্তবড় বাগিচা। অনেক চিন্তা করে যখন বাড়ীর সামনে দাঁড়ালাম তখন একজন মহিলাকে পেয়ে তার কাছেই থাকবার আব্দার জানালাম। মহিলা কানে একটু কম শুনতেন। একটানা বলে যেতে লাগলেন, "আপনার কথা আমার ভাই বলে গেছেন। আমাদের বাড়ীটা হোটেল ভিন্ন আর কিছুই নয়। এখানে বিপদগ্রস্থ ইণ্ডিয়ানদের স্থান দেওয়া হয়। শুনেছি আপনি দক্ষিণ আফ্রিকাতে যাবেন। দক্ষিণ আফ্রিকাতে প্রবেশ করা তত সহজ নয়। আপনাকে অন্তত দুদিন

এখানে থাকতে হবে। আপনার জন্য বিছানা ঠিক আছে। আসুন নিগ্রো বয়ের সংগে পরিচয় করিয়ে দেই, সে-ই আপনার স্নানের জল এবং খাবার দেবে—আসুন!"

ঘরে গিয়ে দেখলাম সত্যিই বিছানা তৈরী! বয় পূর্বেই জল উঠিয়ে রেখেছিল। বয়ের সংগে পরিচয় হল। সে বেশ ইংলিশ বলতে পারে। এতে আমার আরও সুবিধা হল। পাদ্রীর বোনকে বিদায় দেওয়ার পূর্বে জিজ্ঞাসা করলাম, দৈনিক কত দিতে হবে? কথাটা তার কানে পৌঁছাল না। বয় বললে, (Ten and Six) দশ শিলিং ছয় পেনী করে দিতে হবে। তাতেই রাজি হলাম। আরাম করে তিন দিন কাটিয়ে চতুর্থ দিন সকাল বেলা রওয়ানা হবার সময় পেছনে কিছু রেখে গেছি বলে মনে হল না। পথে নামতে ভয় হল কারণ সামনেই দুরন্ত দক্ষিণ আফ্রিকা।

সমাপ্ত